CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 November 2021 ■ আগরতলা ১৭ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ৩০ কার্ত্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলায় সীমাবদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেস, পুর নির্বাচনে নিগম এলাকার জন্য ইস্তেহার প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরেই আবদ্ধ তৃণমূলের প্রতাপ। অন্তত পুর নির্বাচনকে ঘিরে ঘাসফুল শিবিরের ইস্তেহার প্রকাশে এমনটাই মনে হচ্ছে। কারণ, পুর নিগম নির্বাচনের ইস্তেহারে নবরত্নের ঘোষণা দিয়েছে তৃণমূল। কিন্তু, পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতে জয়ী হলে তবেই মানুষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে উন্নয়নের রূপরেখা স্থির করবে মমতার দল। আজ আগরতলায় তারকা খচিত সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেস ''আগরতলার জন্য নবরত্ন'' শিরোনামে ইস্তেহার প্রকাশ করেছে।

এদিন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দু বিকাশ রায় বলেন, ত্রিপুরায় নির্বাচনকে ঘিরে ঠিকভাবে প্রচার করতে দেওয়া হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও বিরোধীদের উপর দমন-পীড়ন চলছে। তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য এবং বিধায়কগণ

মঙ্গলবার আগরতলায় পুর নির্বাচনের লক্ষ্যে ইস্তেহার প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ছবি নিজস্ব।

লাগাতার হুমকি দিচ্ছেন। কারণ, তাঁরা ভিত সন্ত্রস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর দাবি, ত রিপুরায় বিজেপির প্রকৃত বিকল্প একমাত্র তৃণমূল, মানুষ তা বুঝে গেছেন। তাঁর হুঙ্কার, হুমকি-ধমকি দিয়েও কোন অবস্থাতেই তৃণমূলকে দমিয়ে রাখা যাবে না।

আজ তিনি তৃণমূলের ইস্তেহার প্রকাশের মাধ্যমে আগরতলাবাসীকে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর কথায়, উন্নত নগর উন্নত সমাজ, নিশ্চিত সুরক্ষা নিশ্চিত আমরা, পরিচ্ছন্ন আগরতলা নির্মল ত্রিপুরা, জন অভিযোগ নিষ্পত্তি, সুস্বাস্থ্যের আশ্বাস, করের বোঝা হবে না সোজা, সকলের ঘরে পরিশ্রুত জল, সামাজিক উন্নয়নে এগোবে আগরতলা এবং পুর কল্যানে আমরা সকলে ইস্তেহারে এই নবরত্নের ঘোষণা রয়েছে।

আগরতলাকে নিয়ে ইস্তেহারে ঢালাও প্রতিশ্রুতি থাকলেও, কার্যত পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েতকে পাখির চোখ করতে পারছে না তৃণমূল। তাই, নির্বাচনের আগে কোন প্রতিশ্রুতির ঘোষণা দিচ্ছে ঘাসফুল শিবির। এ-বিষয়ে সাংসদ সুস্মিতা দেব বলেন, পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে স্থানীয় সমস্যা তৃণমূলের অগ্রাধিকারে রয়েছে। তাই, এখনই ইস্তেহার প্রকাশ করব না আমরা। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর স্থানীয় মানুষের পরামর্শক্রমে উন্নয়নের রূপরেখা স্থির হবে। তাতে মনে হচ্ছে, পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসে অনেকটাই ঘাটতি রয়েছে।

সিধাইয়ে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। সিধাই থানার পশ্চিম তারানগর এলাকার রাবার বাগান থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম আশিস সরকার। ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মোহনপুরের পশ্চিম তারানগর এলাকার ভূমিহীন কলোনি পাড়ার গভীর জঙ্গল থেকে আশিষ সরকার নামে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের বাড়ি ওই এলাকাতেই।ঘটনার বিবরণে জানা যায়,গতকাল সকাল থেকেই বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে নিখোঁজ ছিল ওই ব্যক্তি।অনেক খোঁজাখুঁজি করে তাকে পাওয়া যায়নি।

অবশেষে মঙ্গলবার সকালে আশীষের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান তারই বাড়ির লোকজনরা।রাবার বাগানের গভীর জঙ্গলে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।ঝুলন্ত মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে পরিবারের লোকজন পুলিশকে খবর দেন।সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রাথমিক তদন্ত প্রক্রিয়ার কাজ সেরে দেহ নামিয়ে নিয়ে যান মোহনপুর হাসপাতালের মর্গে।এটি আত্মহত্যা না পরিকল্পিত খুন, তা নিয়ে স্থানীয় জনমনে নানা কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে।

আশীষকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তার পরিবারের লোকেদের। সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন পরিবারের লোকজন ও এলাকাবাসী। সঠিক তদন্ত হলে ঘটনার আসল রহস্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বিমানে জ্বালানি তেলে কর কমছে ১৫ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। বিমানের জ্বালানি তেলে একলাফে ১৫ শতাংশ কর কমিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। ত্রিপুরার ইতিহাসে এই প্রথম একসাথে বড় মাত্রায় বিমানের জ্বালানি তেলে কর কমানো হয়েছে। তাতে, ত্রিপুরায় বিমানের সংখ্যা অনেক বাড়বে বলে দাবি করেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকারের ওই সিদ্ধান্তে বিমানের ভাড়াও কমবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় বিমানের জ্বালানি তেলের করের হার ছিল ১৬ শতাংশ। ২০১৮ সালে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার গঠন হওয়ার পর ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৬ শতাংশ করা হয়েছিল। এদিন তথ্য মন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন বিমান সংস্থা পরিষেবা দেওয়ার সাথে জ্বালানি তেল ক্রয় করে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে যে রাজ্যে জ্বালানির তেলের করের কম থাকে সেখান থেকে বিমান সংস্থাগুলি বেশি মাত্রায় তেল ক্রয় করে থাকে। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে বিমানের জ্বালানি তেলে করের হার ২৫ শতাংশ এবং অসমে ২৩.৬৫ শতাংশ।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বিমান পরিষেবার পরিসর বৃদ্ধির ভাবনা থেকে জ্বালানি তেলে করের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। তাই, আজ মন্ত্রিসভা বিমানের জ্বালানি তেলে করের হার ১৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১ শতাংশ করার অনুমোদন দিয়েছে। তাঁর দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সমস্ত রাজ্যগুলির তুলনায় এখন থেকে ত্রিপুরায় বিমানের জ্বালানি তেলের দাম সবচেয়ে কম হবে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকারের ওই সিদ্ধান্তে বছরে ১.৬৭ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি। কারণ, এখন বছরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। পুর ও নগর ভোটে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ আনলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি মঙ্গলবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে এমর্মে একটি চিঠি দিয়েছেন।

চিঠিতে জীতেন্দ্র চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, পুর ও নগর ভোটের নির্বাচন আচরণবিধি চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৪ নভেম্বর রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামীণ ও নগর এলাকায় বসবাসকারীদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রথম কিস্তির টাকা প্রদান করেন। এই উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওইসব অনুষ্ঠানে রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

জীতেন্দ্র চৌধুরীর দাবি এই কর্মসূচি সম্পূর্ণ ভাবে নির্বাচন আচরণ বিধি লঙ্ঘের সামিল। ভোট প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা হচ্ছে। তাই তিনি এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানিয়েছেন।

ধর্মনগরে ব্রাউন সুগারের রমরমা বাণিজ্য, আটক চার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৬ নভেম্বর।। উত্তর জেলার ধর্মনগর থানা এলাকায় সম্প্রতি নেশার রমরমা বাণিজ্য মাথা ঝাড়া দিয়ে গজিয়েছে।তাতে করে স্থানীয় থানার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত রয়েছে বলে গুঞ্জন সর্বত্র। যদিও উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় উত্তর জেলার নেশা বাণিজ্যের রমরমা ব্যবসায় অনেকটা লাগাম টানতে সক্ষম হয়েছেন।

কিন্তু ধর্মনগর শহরের বুকে স্থানীয় থানার গা ছাড়া মনোভাবের কারণে সম্প্রতি নেশার আতুর ঘরে পরিণত হয়েছে ধর্মনগর শহর।আর নেশার প্রেমে ধর্মনগর শহরে ছুটে আসে গোটা জেলার নেশা পিপাসুরা। তাছাড়া ধর্মনগর শহরের পূর্ব বাজারে মদের এতটা রমরমা যে, সেখানে কোন ভদ্র ঘরের মানুষ বাজারে করতে গেলে মদ ব্যবসায়ীদের বাড়বাড়ন্তে হোঁচট খেতে হয়। এমনকি ধর্মনগর শহরের অলিগলিতে ব্রাউন সুগার সহ নানা নেশা সামগ্রীর রমরমা ব্যবসা বর্তমানে চলমান।

তারই এক জলজ্যান্ত নমুনা দেখা গেল ধর্মনগর রাজবাড়ী স্থিত আই এস বি টি তে। মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক সাড়ে সাতটা নাগাদ আই এস বি টি তে থাকা চালকরা চার যুবককে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা এখনো নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, মন্ত্রিসভার বৈঠকে সাপ্তাহিক পর্যালোচনায় রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় করোনার প্রকোপ এখনো নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে সাপ্তাহিক পরিস্থিতির পর্যালোচনায় এমনটাই চিত্র ফুটে উঠেছে বলে দাবি করেন তথ্য মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এদিন সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, গড় হিসেবে গত সপ্তাহের তুলনায় করোনার সংক্রমণ বর্তমানে সামান্য কমেছে। তবে, তিনটি জেলায় করোনার সংক্রমণ সামান্য বেড়েছে। তাতে চিন্তিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। স্বাস্থ্য দফতর লাগাতর পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছে, অভয় দিয়ে বলেন তিনি।

এদিন তথ্য মন্ত্রী দাবি করেন, করোনার সংক্রমণের সাপ্তাহিক হিসেব পর্যালোচনা করে দেখা গেছে গত সপ্তাহে পশ্চিম জেলায় সংক্রমণের হার ছিল ০.৪৯ শতাংশ, এখন কমে দাড়িয়েছে ০.৩৯ শতাংশ। সিপাহীজলা জেলায় সংক্রমণের হার ছিল ০.০৩ শতাংশ, এখন তা বেড়ে হয়েছে ০.১১ শতাংশ। খোয়াই জেলায় সংক্রমণের হার ছিল ০.৬২ শতাংশ, তা এখন কমে দাড়িয়েছে ০.১৫ শতাংশ। গোমতি জেলায় সংক্রমণের হার ছিল ০.৩৩ শতাংশ, যা এখন কমে দাড়িয়েছে ০.১৬ শতাংশ। দক্ষিণ জেলায় সংক্রমণ এক সপ্তাহে সামান্য বেড়েছে। গত সপ্তাহে ওই জেলায় সংক্রমণের হার ছিল ০.১৭ শতাংশ, যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.২৫ শতাংশ। ধলাই জেলায় সংক্রমণের হার ছিল ০.৩৬ শতাংশ, যা এখন কমে দাঁড়িয়েছে ০.১৩ শতাংশ। উনকোটি জেলায় সংক্রমণের হার ছিল ০.০৭ শতাংশ, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ০.০৩ শতাংশ এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় সংক্রমণের হার ছিল ০;০৯ শতাংশ যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.৩৮ শতাংশ।

টাকার দাবীতে নির্মাণ সংস্থার কর্মীদের তালা বন্দি করল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৬ নভেম্বর।। বিকল্প জাতীয় সড়ক তৈরির জন্য নিজেদের জোত জমি দেবার পরও জমির ন্যায্য মূল্য পায়নি জমির মালিকরা। উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন ত্রিপুরা অসম সিমান্তের ঝেরঝেরী থেকে আগরতলা পর্যন্ত ভায়া কৈলাশহর কমলপুর খোয়াই দিয়ে এন এইচ ২০৮(এ) বিকল্প জাতীয় সকড় নির্মান হচ্ছে।

এই বিকল্প জাতীয় সড়ক তৈরি করার জন্য কদমতলা ব্লকাধীন ঝেরঝেরী থেকে বড়গোল এলাকা পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাটটি পরিবারের বসত বাড়ি ও কৃষি জমি সরকার বছর দেড়েক পূর্বে অধীন গ্রহন করে। জমি অধিন গ্রহনের পর প্রাশাসনের তরফ থেকে জমির মালিকদের জমি ছেড়ে দেবার জন্য নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বিপাকে পড়ে যায় জমির মালিকরা। রাস্তা নির্মান কারী সংস্থা রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করলেও জমির মালিকরা জমির মূল্য পাননি।এই উদ্বাস্তু পরিবার গুলি হত দরিদ্র। বিকল্প জায়গা কিনে বসত বাড়ি তৈরি করার মত আর্থিক সামর্থ্যও তাদের নাই। ফলে বর্তমানে এই উদ্বাস্তু পরিবার গুলি রাস্তার পাশে ছাউনি করে পরিবার নিয়ে দিন যাপন করতে হচ্ছে। তাদের জমির নায্যমূল্য পাবার জন্য তারা জেলা প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও আজ অব্দি তারা জমির সম্পূর্ণ মূল্য পায়নি। জমির মূল্য পাবার দাবিতে মঙ্গলবার সকালে জমির মালিকরা রাস্তা নির্মান কারী সংস্থার সরসপুর এলাকার অস্থায়ী অফিসে তালা জুলিয়ে রাস্তা তৈরির কাজ বন্দ করে দেয়।

নির্মান কারী সংস্থার অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেবার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কদমতলা থানার পুলিশ সহ নির্মান কারী সংস্থার প্রজেক্ট হেড তাপস হাজরা সহ কদমতলা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব। উদ্বাস্তু পরিবার গুলির বক্তব্য হল, সরকার তাদের জমি অধীগ্রহন করেছে প্রায় দেড় বছর হতে যাচ্ছে। জমির মোট মূল্যর মধ্যে ত্রিশ শতাংশ টাকা তাদের দেওয়াও হয়।

বাকী টাকার জন্য তারা জেলা প্রশাসনের কাছে গেলে তাদের বলা হয় নির্মানকারী সংস্থার অভিযোগের জন্য তাদের জমির বাকি অর্থ দেওয়া হচ্ছে না। আবার নির্মান কারী সংস্থা এ কে সি সি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুঞ্জবনে জল সম্পদ দপ্তরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের কুঞ্জবন জল সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সাব ডিভিশন অফিসে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় বিভিন্ন বাড়িঘর দোকানপাট সহ বিভিন্ন অফিস কাঁচা দিতেও চুরির ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে মানুষের মধ্যে সংশয় ক্রমশ বাড়ছে। অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তা বেষ্টিত কুঞ্জবন এলাকায় গতকাল রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। তবে এটি কোন বাড়িঘর, দোকানপাটে চুরির ঘটনা নয়। সরকারি অফিসে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন করা এক্সপ্রেসওয়ে শুধু উন্নয়নের সূচনা নয়, ভবিষ্যতের যুদ্ধেরও প্রস্তুতি!

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.)।। মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন এই এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করতে গিয়ে আগামী দিনে সম্ভাব্য চিনা আগ্রাসন প্রতিরোধে ভারতীয় বায়ুসেনার আয়োজনও দেখে নিলেন প্রধানমন্ত্রী।

উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউয়ের সঙ্গে সে রাজ্যের আটটি জেলাকে সংযুক্ত করা পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ের উপর সুলতানপুর জেলার কুরেভারে রয়েছে ৩.৩ কিলোমিটারের 'এক ফালি' রানওয়ে। মঙ্গলবার সেখানেই মোদীকে নিয়ে অবতরণ করেছে ভারতীয় বায়ুসেনার দ্বিতীয় বৃহত্তম পরিবহণ বিমান 'সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস'।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে দুর্গম এলাকার ছোট এয়ারস্ট্রিপে সেনা, রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দিতে জুড়ি নেই আমেরিকায় তৈরি হারকিউলিসের। চিনা আগ্রাসনের মোকাবিলায় উত্তর লাদাখের দৌলত বেগ ওল্ডি বায়ুসেনা ঘাঁটিতে এই বিমান চলাচলের পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে সেনা। কয়েক বছর আগে লখনউ-আগরা এক্সপ্রেসওয়ের একাংশেও পরীক্ষামূলক অবতরণ হয়েছে এই বিমানের। সেনা সূত্রের খবর, সামরিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্টে মিথ্যা বলিনি, যদি বলে থাকি তাহলে আমার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক ঃ সুস্মিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। সুপ্রিম কোর্টে মিথ্যা বলিনি। যদি বলে থাকি তাহলে আমার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। হাই কোর্টের নোটিশ নিয়ে আজ দৃঢ়তার সাথেই একথা বলেন তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব। প্রসঙ্গত, গতকাল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের উদ্বৃতি দিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্ট তৃণমূল সাংসদের কাছে জবাব চেয়েছে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর পুণরায় শুনানির ধার্য্য হয়েছে।

প্রসঙ্গত, পুর ও নগর নির্বাচন অবাধ ও শান্তি পূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত করার দাবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সাংসদ সুস্মিতা দেবের দায়েরকৃত আবেদনের শুনানিতে পুর নির্বাচন যাতে অবাধ ও ভয়মুক্ত পরিবেশে হয়, তা সুনিশ্চিত করার জন্য ত্রিপুরা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই সাথে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ও স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে যৌথ প্রতিবেদনও চেয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত। বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, সূর্য কান্ত এবং বিক্রম নাথের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ বলেছে, যে কোনও রাজনৈতিক দল যাতে শান্তি পূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক প্রচারণার জন্য আইন অনুসারে তার অধিকার গুলি অনুসরণ করতে বাধা না দেয় তা নিশ্চিত করা রাজ্য পুলিশের দায়িত্ব। আদালত বলেছে, 'আমরা আশা করি, রাজ্যের আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থাপনা সহ সরকার এবং ডিজিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।'

বিচারপতিদের বেঞ্চ আরও বলেছে, স্বতন্ত্র নিরাপত্তার জন্য, সমস্ত আটটি জেলার এসপি প্রতিটি মামলা এবং এলাকার বিষয়ে হুমকির উপলব্ধি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং প্রয়োজন অনুসারে নিরাপত্তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। বর্তমান আদেশ অনুসারে পদক্ষেপগুলি ব্যাখ্যা করে এবং ত্রিপুরায় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে তা নিশ্চিত করার জন্য হলফনামা দাখিল করতে হবে। ডিজিপি এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের সম্মতি সংক্রান্ত একটি যৌথ প্রতিবেদন দাখিল করার জন্যও সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে ওই আবেদনে মিথ্যা বলেছেন আবেদনকারিণী। ত্রিপুরা হাইকোর্টে ছুটি চলছে, তাই আবেদনকারিণী সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে আবেদনে উল্লেখ করেছেন। গতকাল ত্রিপুরা হাইকোর্টে তৃণমূলের দায়েরকৃত মামলার শুনানিতে বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র সুপ্রিমকোর্টে আবেদনের বক্তব্যের হলফনামা চেয়েছেন। আবেদনকারিণী সুপ্রিমকোর্টে বলেছিলেন, সংবিধানের ধারা ২২৬ মোতাবেক ত্রিপুরা হাইকোর্টে একটি আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট অবকাশের জন্য ওই আবেদন গ্রহণ হয়নি। আবেদনকারিণীর ওই বক্তব্যের কারণ জানতে চেয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, তৃণমূল কংগ্রেসের আবেদনে গভীর রাতে জরুরি ভিত্তিতেও ত্রিপুরা হাই কোর্টে শুনানি হয়েছে।

আগামী ১২ ডিসেম্বর পুনরায় শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। এ-বিষয়ে ত্রিপুরার তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সত্যকে লুকিয়ে রাখা যায় না। মিথ্যার ওপর ভর করেই তৃণমূল কংগ্রেস রাজনীতি করছে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বলেন, রাজনীতির স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমকোর্টকে বিভ্রান্ত করেছে। সর্বোচ্চ আদালতে মিথ্যা বলেছে তারা। তাই, এখন ল্যাজেগোবরে হওয়ার অবস্থা ধরেছে, কটাক্ষ করেন তিনি। এ-বিষয়ে আজ সাংসদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মতাইয়ে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে পরিকল্পিত হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মতাই এলাকায় এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তার বাপের বাড়ির লোকজন। অভিযুক্ত স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন আত্মীয়-স্বজনরা। বিলোনিয়ার মতাই এলাকা থেকে কুড়ি বছর বয়সি অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ সুপ্রিয়া বৈদ্যের পরিকল্পিতভাবে হত্যার অভিযোগ নিয়ে- উত্তেজনা ছড়ায় বিলোনিয়া মহিলা থানা চত্বরে। যদিও বা অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে গৃহবধূ সুপ্রিয়ার শশুর বাড়ির লোকজনেরা চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালালেও মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনেরা অভিযোগ করেছেন সুপ্রিয়াকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে বাপের বাড়ির তরফ থেকে বিলোনিয়া মহিলা থানাতে গৃহবধূর স্বামী অলক শীল শর্মা সহ শশুর , শ্বাশুড়ির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে শুনে ক্ষোভে বিলোনিয়া মহিলা থানা ঘেরাও করে মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনরা।

অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জুড়লো দাবি করে গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনেরা। এছাড়া তারা আরো হুঁশিয়ারি দেয় যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আসামি গ্রেফতার না হয় তাহলে তারা থানা ঘেরাওসহ বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করতে বাধ্য হবে।গত দেড় বছর পূর্বে বড়পাথরী পূর্ব পিপারিয়া খোলা এলাকার নিবাসী- কৃষ্ণ বৈদ্যের একমাত্র মেয়ে সুপ্রিয়া বৈদ্যের সাথে সামাজিক নিয়ম বিধি মেনে- বিয়ে দেওয়া হয় মতাই এলাকার গোপাল শীল শর্মার পুত্র অলক শীল শর্মা সাথে। বিবাহের পর থেকে গৃহবধূ সুপ্রিয়াকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অত্যাচারের শিকার হতে হয় নিজের স্বামী শাশুড়ি এবং ননাস এর হাতে। কখনো বা যৌতুকের জন্য চাপ সৃষ্টি করে- আবার কখনোবা পৈত্রিক রাবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৪১ ▫ ১৭ নভেম্বর ২০২১ ইং ▫ ৩০ কার্ত্তিক ▫ বুধবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সীমান্ত সুরক্ষায় আপোষহীন ভারত

দারিদ্রতা মুকাবিলা করিয়া, আর্থিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখিবার পাশাপাশি সীমান্ত রক্ষায় আপোষহীন ভারত। দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধ থাকলেও বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে ভারতীয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্যমত রহিয়াছে। এটাই ভারতের সবচাইতে গৌরবময় দিক। বিদেশি শাসনের হাত হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার পাশাপাশি ভবিষ্যতেও যাহাতে ভারতকে পরাধীন করিতে না পারে সে জন্য প্রতিটি ভারতবাসীর জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন।চীনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা দিন দিন আরো চরম আকার ধারণ করিতে শুরু করিয়াছে।চীন বনাম ভারত সীমান্ত সংঘাত চরম সঙ্কটে পৌঁছিয়া গিয়াছে। সংকট মোকাবেলায় ভারত যেকোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত। চীন সম্পর্কে ভারতের সেনাপ্রধান এবং বায়ুসেনা প্রধানের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হইতেছে।। গত কয়েকদিনের ব্যবধানে সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানে এবং বায়ুসেনা প্রধান বিবেক রাম চৌধুরী পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে বলিয়াছিলেন, চীনের আগ্রাসী মনোভাবের গতিপ্রকৃতি থেকে সংঘাতের আশঙ্কাই প্রবল হইতেছে। সেনাপ্রধান বলিয়াছিলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে নিরন্তর দীর্ঘকাল ধরিয়া নিয়ন্ত্রণরেখায় যে সংঘাত চলিতেছে, সেরকমই পরিস্থিতি হইতে পারে চীনের সঙ্গেও।শান্তি-বৈঠকের প্রাক্কালে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর দুই প্রধানের সুরে শঙ্কার মেঘ ছিল। আর সেটা যে নিতান্ত অসঙ্গত ছিল না সেটা প্রমাণ হইতেছে। শান্তি বৈঠকের পর চীন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়াছে, পূর্ব লাদাখের বিস্তীর্ণ এলাকার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে তাহারা সেনা সরাইবে না। ভারত বারবার স্থিতিশীল এবং স্বাভাবিক সীমান্ত পরিস্থিতি ফিরাইবার উপর জোর দিলেও চীনের সেনাবাহিনী বৈঠকের পর ভারতের ওই প্রস্তাবকে অবাস্তব আখ্যা দিয়া অনড় অবস্থানই বজায় রাখিবার বার্তা দিয়াছে। দুই দেশের সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্তরের বৈঠকের পর এই প্রথম কোনওরকম যৌথ বিবৃতি জারি করা হইল না। বস্তুত আরও বেশ কিছুক্ষণ বৈঠক হওয়ার কথা ছিল নানাবিধ ইস্যুতে। কিন্তু একটা সময় পর বোঝা যায় চীন পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত নিয়াই বৈঠক করিতে আসিয়াছে। ভারতের কোনও দাবিই মানা হইবে না। সেই বার্তা পাওয়ার পর ভারতও হাল ছাড়িয়া দেয়। কোনওরকম মীমাংসা ছাড়াই মাঝপথে বৈঠক সমাপ্ত হইয়া যায়। এরপর বেনজিরভাবে ভারত এবং চীন দুই দেশের সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেই কঠোর ভাষায় পরস্পরকে দোষারোপ করিয়া আক্রমণাত্মক বিবৃতি জারি করিয়াছে। এই পরিস্থিতি ২০২০ সালের জুন মাস থেকে সম্প্রতি হইয়া যাওয়া আগের ১২টি বৈঠকে দেখা যায়নি। সোজা কথায়, লাদাখ সীমান্তের স্বাভাবিকতা ফিরাইয়া চীন ও ভারতের সীমান্ত সংঘাতকে স্তিমিত করিবার সর্বশেষ বৈঠক সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। উল্টে শীতকালের প্রাক্কালে চীন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় তীব্র বিরোধের সূত্রপাতের হাতছানি দেখা দিয়াছে। পূর্ব লাদাখের গলওয়ান উপত্যকা, হট স্প্রিং, ১৫ থেকে ১৭ নং সেক্টর, দেপসাংসহ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার বিস্তীর্ণ এলাকায় ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে আচমকা পিপলস লিবারেশন আর্মি ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং বিপুল সেনা মোতায়েন করিতে থাকে। গলওয়ান উপত্যকায় মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হয় ভারত ও চীনের সেনা জওয়ানদের সংঘর্ষ। এরপর আগস্ট মাসে ভারত একের পর শিখর দখল করিয়া নেয়। এই সংঘাতের মধ্যেই শুরু হয় দুই দেশের মধ্যে শান্তি বৈঠক। কিন্তু দু'পক্ষই বিপুল সেনাবাহিনী এবং সমরসজ্জা মোতায়েন করিতে শুরু করে। চুশুল এবং মল্ডো সীমান্ত আউটপোস্টে এ পর্যন্ত ১২ বার শান্তি বৈঠক হইয়াছে। সিংহভাগ ক্ষেত্রেই দু'পক্ষই রাজি হইয়া যায় সেনা সরাইয়া পূর্বাবস্থায় নিয়া যাইতে। কিন্তু ত্রয়োদশ বৈঠকে চীন হঠাৎ পূর্ব ঘোষিত অবস্থান থেকে সরিয়া আসে। চীনের সেনাবাহিনী বিবৃতি জারি করিয়া বলিয়াছে বৈঠকে ভারত অবাস্তব প্রস্তাব তুলিয়াছে। ভারত যে দাবি করিয়াছে, তাহা মানিয়া নেওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে, ভারতের সেনাবাহিনীও পাল্টা বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে, সীমান্ত চুক্তি এবং পূর্বঘোষিত বৈঠকের অ্যাজেন্ডা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে সেনা প্রত্যাহারের যে দাবি করিয়াছে, সেটা চীন একতরফাভাবেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহাতে লাদাখে মুখোমুখি দাঁড়ানো প্রায় লক্ষাধিক সেনার মধ্যে টেনশন বাড়িতে চলিয়াছে। তাহাতে আগামীদিনে বাড়িবে রণসজ্জাও। স্বাভাবিক কারণেই উভয় দেশের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ আরো চরম আকার ধারণ করিতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ভারত যে কোনভাবেই পিছাইয়া যাইবে না সেটাও বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারত সর্বশক্তি দিয়া চীনকে মোকাবেলা করিতে প্রস্তুত।দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় ভারতীয় সেনাবাহিনী সদা প্রস্তুত রহিয়াছে।

আজিজুল হকের প্রয়াণ সাহিত্য জগতের অপূরণীয় ক্ষতি : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ও ঢাকা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোকবিহ্বল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আজিজুল হকের প্রয়াণ সাহিত্য জগতের অপূরণীয় ক্ষতি। সোমবার রাত ৯.১৫ মিনিট নাগাদ ৮৩ বছর বয়সে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন হাসান আজিজুল হক।

ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন হাসান আজিজুল হক। ১৯৬০ নাগাদ লেখা শুরু করলেও তাঁর প্রথম উপন্যাস ২০০৬ সালে। শোক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'তাঁর প্রয়াণে সাহিত্য জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি হাসান আজিজুল হকের আত্মীয় পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।' প্রসঙ্গত, হাসান আজিজুল হক ১৯৩৯ সালে ভারতের বর্ধমান জেলার যব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৮ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে দর্শনে স্নাতক এবং ১৯৬০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন এবং ২০০৪ সালে প্রফেসর হিসেবে অবসরগ্রহণ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার আগে ১৯৬০ সাল থেকে তিনি কয়েকটি কলেজে শিক্ষকতা করতেন। তিনি ২০০৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' হিসেবে যোগদান করেন। হাসান আজিজুল হক তার অসাধারণ সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন।

চিংড়িঘাটায় ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

কলকাতা,১৬ নভেম্বর (হি. স.): মঙ্গলবার সাত সকালেই দুর্ঘটনা শহরে। চিংড়িঘাটায় ট্রাকের ধাক্কা বাইক আরোহীকে। ঘটনায় মৃত বাইক আরোহী। অভিযোগ উঠেছে, এদিন কসবা থেকে রুবি হয়ে সেক্টর ফাইভের দিকে বাইকে যাচ্ছিল বছর ২৬ - র সাগর পাল। তিনি ছিলেন বাইকের পিছনে। বাইকটি চালাচ্ছিলেন অন্য এক যুবক। কিন্তু চিংড়িঘাটার কাছে নির্মীয়মাণ মেট্রো স্টেশনের কাছে আসতেই ঘটে বিপত্তি। নির্মীয়মাণ মেট্রো স্টেশনের কাছে সরু রাস্তায় তাঁদের বাইককে ধাক্কা মারে অন্য একটি ট্রাক। ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে যায় বাইকটা। এরপরেই বাইক থেকে ছিটকে যায় সাগর। সাগরের মাথায় হেলমেট থাকলেও তা খুলে যায়। গুরুতর আঘাত লাগে ওই যুবকের মাথায়। আহত হয় বাইক চালকও। এরপর ঘটনাস্থলে আসে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। সাগর পাল ও বাইক চালককে উদ্ধার করে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা সাগরকে মৃত বলে ঘোষণা করে। কিভাবে ঘটল এই দুর্ঘটনা ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও ঘটনার পর থেকেই পলাতক ট্রাক চালক।

ভারতের গর্ব: ভগবান বিরসা মুন্ডা

লেখকঃ ড. এল মুরাগন
কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার, মত, পশুপাল ও দুগ্ধ প্রতিমন্ত্রী

ভারত যখন আজাদিকাঅমৃতমহোৎসব উদযাপন করছে, তখন একটি মহান নাম তারাদের ছায়াপথের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, যিনি নির্ভয়ে অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি হলেন ভগবান বিরসা মুন্ডা। বিরসা মুন্ডার মাত্র পঁচিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন, কিন্তু এই সময়কালে তিনি সাহসী জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁর বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ এবং মহৎ কাজ ভগবানকে তাঁর অসংখ্য অনুসারী তৈরি করেছিল। তার জীবন কাহিনী অন্যায় এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহসী প্রচেষ্টায় পূর্ণ, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বরের প্রতিনিধিত্ব।

১৮৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর ঝাড়খন্ডের উলিহাতু গ্রামে জন্মগ্রহণকারী বিরসা আদিবাসী মুন্ডা পরিবারে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তার শৈশব অতিবাহিত করেছিলেন। এই সময় শোষণকারী ব্রিটিশ রাজ মধ্য ও পূর্ব ভারতের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে আদিবাসীদের ঐক্যকে বিঘ্নিত করতে শুরু করে। ব্রিটিশরা ছোট নাগপুর অঞ্চলে জনজাতিদের "খুনাট্টি" কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে একটি সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী প্রথা চালু করে। ব্রিটিশ রাজ মহাজন এবং ঠিকাদার, বহিরাগতদের নিয়ে আসে, সেইসাথে সামন্ত জমিদারকেও, যারা আদিবাসীদের শোষণে ব্রিটিশদের সহায়তা করে। বনবাসী আদিবাসীদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক লোকাচারকে অপমান এবং হস্তক্ষেপ করে মিশনারি ক্রিয়াকলাপ নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্রিটিশ রাজের সক্রিয় সমর্থনে কাজ করতে থাকে।

তরুণ বিরসা তার চোখের সামনে এই সমস্ত উন্মোচন দেখে বড় হয়েছিলেন, এবং বুঝতে শুরু করেছিলেন যে এই ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি (আদিবাসীদের বহিরাগত -শত্রুরা) কীভাবে স্থানীয় জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছিল। এই অপবিত্র যোগসাজশের বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প দৃঢ় করার জন্য একটি তাই জ্বালানি হিসাবে কাজ করেছিল।

১৮৮০-এর দশকে তরুণ বিরসা ব্রিটিশ রাজে পিটিশন পাঠানোর অহিংস পদ্ধতির মাধ্যমে জনজাতিদের অধিকার পুনরুদ্ধারের দাবিতে এই অঞ্চলের সর্দারিলারাই আন্দোলন খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তথাপি অত্যাচারী ঔপনিবেশিক শাসকরা এই দাবিগুলিতে কোনও মনোযোগ দেয়নি। জমিদারী ব্যবস্থা সহসাই আদিবাসীদের জমির মালিকের মর্যাদা থেকে ভূমি শ্রমিকের মর্যাদায় নামিয়ে আনে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপন বনাঞ্চলের উপজাতীয় এলাকায় জোরপূর্বক শ্রম (ভেথবিগারি) তীব্রতর করে। দরিদ্র, নিরীহ আদিবাসীদের শোষণ এমতাবস্থায় একটি ব্রেকিং পয়েন্টে দাঁড়ায়।

এই সমস্ত কিছুকে বিরসা আদিবাসীদের বিদ্রোহের কারণ হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি আদিবাসীদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে একটি নতুন আলো দেখিয়েছিলেন। তিনি মিশনারিদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন যারা উপজাতীয় জীবন ও সংস্কৃতিকে অপমান করছিল। একই সময়ে, বিরসা ধর্মীয় রীতিনীতি পরিশোধন এবং সংস্কারের জন্য কাজ করেছিলেন, অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচারকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন, নতুন নীতি, নতুন প্রার্থনা নিয়ে এসেছিলেন, অনেক অভ্যাসের সংস্কার করেছিলেন এবং জনজাতিদের গর্ব পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কাজ করেছিলেন। বিরসা 'সিরমরেফিরুন রাজা জয়' বা "পৈতৃক রাজার জয়" সম্পর্কে আদিবাসীদের মুগ্ধ করে তুলেছিলেন, এইভাবে জমির উপর আদিবাসীদের পৈতৃক স্বায়ত্তশাসন নিয়ন্ত্রণে সার্বভৌমত্বের আহ্বান করেছিলেন। বিরসা একজন গণনেতা হন, এবং তাঁর অনুসারীদের জন্য তিনি ভগবান এবং ধারাতি আবা হিসাবে বিবেচিত হতে শুরু করেন।

তিনি আদিবাসীদের সমস্ত স্বার্থান্বেষী এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন। তিনি জানতেন আসল শত্রু কে। বিরসা মুন্ডা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিলেন যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন সমস্ত সমস্যা এবং নিপীড়নের মূল কারণ। তাঁর কাছে এটা পুরোপুরি পরিষ্কার ছিল যে ' আবুয়া রাজ সেতারজানা, মহারানী রাজ তুন্ডুজানা (অর্থ: রানীর রাজ্য শেষ হোক এবং আমাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক)এই বলে ভগবান বিরসা জনসাধারণের মনে স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। মুন্ডা, ওরাং, অন্যান্য আদিবাসী এবং অআদিবাসীরা তার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য বিরসার নেতৃত্বে ঔপনিবেশিক প্রভু এবং শোষণকারীদের বিরুদ্ধে "উলগুলান" বা বিদ্রোহে যোগ দেয়। বিরসা জনগণকে কোনও ভাড়া না দিতে বলেন, সামন্ততান্ত্রিক, মিশনারি এবং ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ রাজ কর্তৃপক্ষের আউটপোস্টগুলিতে আক্রমণ করেন। ঐতিহ্যবাহী তীর-ধনুক দিয়ে মধ্য ও পূর্ব ভারতের আদিবাসীরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কার্যকর সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু, তা করতে গিয়ে বিরসা সতর্ক ছিলেন যে, কেবল মাত্র প্রকৃত শোষকদের উপরই আক্রমণ করা হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ সমস্যায় না পড়েন। বিরসা জীবনীশক্তি এবং দেবত্বের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠেন। শীঘ্রই ব্রিটিশ পুলিশ তাকে বন্দী করে কারাগারে বন্দী করে, যেখানে তিনি ১৯০০ সালের ৯ জুন বন্দী অবস্থায় মারা যান। কিন্তু ভগবান বিরসা মুন্ডার উৎসাহী সংগ্রাম বৃথা যায়নি। এটি ব্রিটিশ রাজকে আদিবাসীদের দুর্দশা এবং শোষণের বিষয়টিকে বিবেচনা করতে বাধ্য করে এবং আদিবাসীদের সুরক্ষার জন্য "১৯০৮ সালের ছোট নাগপুর টেনেন্সি অ্যাক্ট" নিয়ে আসে। এই গুরুত্বপূর্ণ আইনটি আদিবাসীদের জমি অ-আদিবাসীদের কাছে হস্তান্তর করা বন্ধ করে, যা আদিবাসীদের জন্য বিশাল স্বস্তি এনে দেয় এবং উপজাতি অধিকার রক্ষার জন্য একটি যুগান্তকারী আইনে পরিণত হয়। ব্রিটিশ শাসকরাও ভেথবিগারি বা জোরপূর্বক শ্রম বিলুপ্ত করার পদক্ষেপ নিয়েছিল।

ভগবানবিরসা মুন্ডা লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন, এমনকি তাঁর মৃত্যুর ১২১ বছর পরেও। তিনি বীরত্ব, সাহস এবং নেতৃত্বের একজন আইকন। তিনি এমন একজন নেতা ছিলেন যিনি তাঁর সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং মহান ঐতিহ্যের জন্য অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন, কিন্তু একই সাথে যেখানে প্রয়োজন সেখানে নিজের বিশ্বাসের সংস্কার করতে পিছপা হননি।

ভগবানবিরসা মুন্ডা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম উচ্চতম আইকন। মুন্ডা, ওরাং, সাঁওতাল, তামার, কোল, ভীল, খাসি, কোয়াস এবং মিজোস্তোর মতো বেশ কয়েকটি উপজাতি সম্প্রদায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করেছিল। আদিবাসী সম্প্রদায় দ্বারা আয়োজিত বিপ্লবী আন্দোলন ও সংগ্রাম তাদের অপরিসীম সাহস এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ এর মাধ্যমে চিহ্নিত হয়েছিল এবং সারা দেশের ভারতীয়দের অনুপ্রাণিত করেছিল। তবে যে কারণেই হোক না কেন, প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসবিদরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অপরিসীম অবদানের প্রতি ন্যায়বিচার করতে পারেননি।

কিন্তু আমাদের দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সমস্ত ভ া ব. ত ী য. ে দ ব. আজাদিকামমৃতমহোৎসব উদযাপনের জন্য এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই জাতীয় অনেক অখ্যাত বীরের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ অধ্যয়ন ও বোঝার জন্য আবেদন করেছিলেন। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে এখন প্রথমবারের মতো, ভগবানবিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকীতে প্রতি বছর ১৫ নভেম্বরের দিনটিকে জনজাতি গৌরব দিবস হিসেবে উদযাপন করে আদিবাসীদের গর্ব এবং অবদানকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। এই জনজাতি গৌরব দিবসে আসুন আমরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বীরত্ব, আতিথেয়তা ও জাতীয় গর্বের ভারতীয় মূল্যবোধ প্রচারের জন্য আদিবাসী জনগণের প্রচেষ্টাকে স্মরণ করি এবং স্বীকৃতি দিই।

একটা দস্তয়েভস্কি ছিল বলে....

সুপতা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

ছেলেটা হাঁটতে শুরু করেছিল রাশিয়ার গরিবদের জন্য তৈরি মারিনস্কি হাসপাতাল এলাকায়। মস্কোর সীমান্তবর্তী নিম্নবিত্ত শ্রেণির জেলায় তাঁর পারিবারিক বাড়িতে বেড়ে ওঠেন মানুষটি। হাসপাতালের মাঠে খেলার সময় হাসপাতালে আগন্তুক রোগীদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হত, যারা ছিল রুশ সামাজিক স্তরের সর্বনিম্ন শ্রেণির জনগণ। তিন বছরের শিশু দস্তয়েভস্কি গল্প শুনতেশুরু করেন আয়ামাসি আলেনা ফ্রোলভনার কাছ থেকে দুপুর বেলায় নিঝুম সময়ে আয়ামাসি খুদে দস্তয়েভস্কিকে রূপকথার সব গল্প শোনাতেন। সেই থেকেই শুরু। শুধু রূপকথাই নয়, কিংবদন্তীর গল্প, বীরেদের গল্প। দুপুরে আয়ামাসির কাছেই নয়, রাতে মায়ের কম্বলের তলায় শুয়ে শুয়েও বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম নামি লেখকের গল্প শুনতেন বালক লেখক। সে তালিকায় কে নেই। কারামজিন থেকে শুরু করে আলেক্সান্দর পুশনিক দেরধাভিনদের গথিক কল্পকাহিনী যেমন শুনেছেন তেমনি করেই অ্যান ব্যাডক্লিফ, শিলার ও গ্যোটের রোমান্টির গল্প অথবা সের্ভান্তিস ও ওয়াল্টার স্কটের বীরগাঁথা হোমারের মহাকাব্য কিছুই বাদ যেত না। তবে দস্তয়েভস্কির বাবা ছিলেন কঠিন ও কঠোর বাইবেল শিক্ষা ছাড়া অন্য শিক্ষা তেমন গুরুত্ব পেত না প্রথাগত পৈতৃক শিক্ষায়। তবে মা মারা যাওয়ার পর লেখকের জীবন ভিন্ন গতিতে চলতে শুরু করল। যক্ষ্মা রোগে মা ১৮৩৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মারা যান। এর আগেই মে মাসে বাবা মা তাকে ও তার ভাইকে সেন্ট পিটার্সবার্গে নিকলায়েভ মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে ভর্তি করিয়েছিলেন। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পরে বাধ্য হয়ে দুই ভাই শিক্ষায়তনিক অধ্যায়ন ছেড়ে সামরিক কর্মজীবন শুরু করেন। পরে দস্তয়েভক্তি ১৮৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় একাডেমিতে প্রবেশ করেন। স্বাস্থ্যগত কারণে মিথাইলক সেখানে ভর্তি করা হয়নি এবং তাকে এস্তোনিয়ার রেভালের একাডেমিতে পাঠানো হয়। সেই সময়কার ১৮৩৮ সালের ৯ আগস্ট ভাইকে লেখা চিঠিতে জানতে পারি যে শেকসপিয়র এবং প্যাস্কেলের সব সাহিত্যকর্ম, বালজাকের অধিকাংশ, গ্যোটে রচিত ফাউস্ট এবং ভিক্টর হুগোর প্রায় সব রচনা পড়ে শেষ করেছেন তরুণ লেখক। তবে দুর্ভোগ পিছু ছাড়ে না। তরুণ লেখকের।

১৮৩৯ সালের ১৬ জুন দস্তয়েভিস্কির মৃত্যু তাঁকে প্রবল ভাবে প্রভাবিত করে। বাবার মৃনত্যর খবর শুনে তার প্রতম মৃগী রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। বাবার মৃত্যুর কারণ ছিল হঠাৎ উত্তেজিত হওয়ার ফলে পক্ষাঘাত, কিন্তু পাভেল খতিয়াইস্তসেভ নামে একজন প্রতিবেশী জানান যে তিনি তার অধীনস্থ ভূমিদাসদের হাতে নিহত হন। ভূমিদাসরা তুলায় এক এজাহারে বেপসুর খালাস লাভ করে কিন্তু দস্তয়েভিস্কির বাই আন্দ্রেই গল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখে। পিতার মৃত্যুর পর দস্তয়েভিস্কি তাঁর লেখাপড়া চালিয়ে যান, পরীক্ষায় পাস করেন এবং সম্মানিত পদ অধিকার করে একাডেমি ত্যাগ করেন। তিনি রেভালে তার ভাই মিথাইলের সাথে দেখা করতে চান এবং প্রায়ই কনসার্ট, অপেরা, মঞ্চনাটক ও ব্যালে উপভোগ করতে যাওয়া শুরু করেন। এই সময়ে তার দুই বন্ধু তাকে জুয়া খেলার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই শুরু হয় জুয়ারির জীবন।

'দ্য গ্যাম্বলার' উপন্যাসে আমরা এই জুয়ারিকেই পাই অন্যরূপে। জার্মানির মনোরম সবশহরে জুয়ার নেশায় নিজেকে হারিয়ে ফেলা দস্তয়েভিস্কিকেই দেখতে পাই এখানে। তাঁর দ্বিতীয় ইউরোপ ভ্রমণের সময় তাঁকে ধরেছিল আর এক নেশায়। পোলিনা সুস্লোভাকে পাওয়ার নেশা বছর দুই আগে আলাপ। সাহিত্যে উৎসাহী পোলিনার মধ্যে নিজের কিঠু চিন্তাভাবনার ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। তার উপর পোলিনা ছিলেন দুর্দান্ত সুন্দীরও। সেবার সেই উদ্দাম সফরে জুয়াড়ি তঁারা জুয়া খেলায় জড়িয়ে ফেলেছিলেন পোলিনাকেও । নিজের সব হারিয়ে কখনও প্রেমিকার আংটি নিয়েও বন্ধক দিতে হয়েছে জুয়াড়ি প্রণয়ীকে। আবেগে উথালপাথাল সেই দিনগুলো অনিশ্চয়তার এক আশ্চর্য উপখ্যান। তেইশ বছর বয়সে দস্তয়েভিস্কি মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি ছেড়ে দেন। উদ্দেশ্য, সাহিত্যে আরও মনোযোগ দেওয়া। অর্থকষ্ট চিরসঙ্গী হয়।

অর্থকষ্ট থেকে কি জুয়ার নেশা? জার্মানিতে প্রকৃত অর্থে জুয়ার নেশায় মজেছিলেন তিনি। যক্ষা কেড়ে নিয়েছিল স্ত্রী মারিয়াকে। প্রেম করে বিয়ে। খুব সুখকর দাম্পত্য কাটাতে না পারলেও দু'জনের মনের টান ছিল। শেষ দিকে সে জীবনে দমকা হাওয়ার মতো এসে হাজির হয়েছিলেন পোলিনা। তাঁর দাবিতে মারিয়াকে ডিভোর্স দিতে পারেননি। স্ত্রী শেষ দিনগুলোয় কাছে ছিলেন। অতি প্রিয় দাদাকেও হারাতে হল কিছুদিন পরেই । দাদার সঙ্গে চালু করা সাধের পত্রিকাটিও মুখ থুবড়ে পড়ল। ঋণের পাহাড় জমছিল। কাঁধে দাদার পরিবারের দায়িত্ব। পাওনাদারদের তাগাদা বিষিয়ে তুলল জীবন। ধূর্ত প্রকাশ স্টেলোভিস্কির কাছে হাত পাতলেন দস্তয়েভিস্কি। এ যাবৎ যা কিছু লিখেছেন, সব তাঁর হাতে তুলে দিয়ে পেলেন তিন হাজার রুবল। সঙ্গে একটি শর্ত। পরের বছরের মধ্যে লিখে দিতে হবে একটি নতুন উপন্যাস। না পারলে পরবর্তী ন'বছর যা-ই লিখুন, কোনও পারিশ্রমিক ছাড়াই তুলে দিতে হবে স্টেলোভিস্কির হাতে। আকণ্ঠ অর্থসমস্যার মধ্যে ভাঙচোরা মন নিয়ে লেখালেখির কাজ কি সম্ভব। আর এক বছরের মধ্যে উপন্যাস না লিখতে পারলে ন'বছরের জন্য উপার্জনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। বাঁধা পড়ে যাবেন স্টেলোভস্কির মতো শঠ লোকের হাতে। একদম খাদের ধারে দাঁড়িয়ে দস্তয়েভিস্কি অদ্ভুত এক জুয়ার দান ফেলেছিলেন। জুয়ার ঠেকে কপাল খোলার আশা ছাড়াও, মনের কোণে ছিল পোলিনার সঙ্গে আবার অভিসারের বাসনা। তার স্মৃতি যে এখনও নেশা ধরিয়ে দেয়, এলোমেলো হয়ে যায় সব কিছু। দেখা হল, কিন্তু দেখা দিয়েও ধরা দিলেন না পোলিনা। কপর্দকশূন্য এবং বিধ্বস্ত দস্তয়েভিস্কি নিয়ে আর আগ্রহ ছিল না তাঁর। খালি পেটে উইসবাডেনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান হৃদসর্বস্ব জুয়াড়ি। এক দিন রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে এক শুভার্থীর পরামর্শে রাশিয়অন হেরাল্ড পত্রিকার সম্পাদক কাতকভাবে তিনি প্রস্তাব পাঠালেন, একটি গল্প বা ছোট উপন্যাস লিখবেন তাঁর পত্রিকার জন্য তিনি জানালেন, তলস্তয় তাঁর পত্রিকায় লেখার জন্য যে পারিশ্রমিক পান, তার অর্ধেকেরও কম পারিশ্রমিক তিনি লিখবেন। সে বছর রাশিয়ান হেরাল্ড-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল লিয়ো তলস্তয়ের একটি উপন্যাস, যা পরে বিশ্বাহিত্যের এক অক্ষয় কীর্তি ওয়র অ্যান্ড পিস। তখনকার মতো বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে অগ্রিম হিসেবে দস্তয়েভিস্কি চেয়ে পাঠালেন তিনশো রুবল। অগ্রিম এসেছিল, তবে বেশ দেরিতে। ততদিনে স্থানীয় এক ফাদারের সাহায্য পেয়ে দেশে ফিরে এসেছেন তিনি। রাশিয়ান হেরাল্ড-এর সঙ্গে শুরু হয়েছিল তাঁর গৌরবময় যাত্রা। উইসবাডেনের হোটেল জুয়া খেলার পাগলামি, পোলিনার সঙ্গে কাটানো এলোমেলা কিছু মুহূর্তের উত্তেজনার ফাঁকে অঙ্কুরিত উপন্যাসের রূপরেখা আমূল বদলে গেল। ১৮৬৬ এর জানুয়ারি থেকে কাতকভের পত্রিকায় দস্তয়েভিস্কি লিখতে শুরু করলেন। জন্ম নিল বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম মাইলফলক ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট। এই উপন্যাসের দৌলতে পত্রিকাটির বিক্রি এক লাভে পাঁচশো কপিরও বেশি বেড়ে যায়।

উইসবাডেন থেকে দেশে ফেরার পর নানা শারীরিক অসুস্থতা, বিশেষ মৃগী দিন দিন অসহনীয় হয়ে উঠল। পাওনাদারদের উপদ্রব তো ছিলই। কাতকভ অনেক তাগাদা দিয়ে তবে কিস্তির লেখা পেতেন। কিন্তু এদিকে স্টেলোভস্কির সঙ্গে যে জুয়া খেলায় নেমেছিলেন, তার কি হবে? ওদিকে শর্তের সময় শেষ হতে চলল, তবু স্টেলোভস্কির জন্য এক অক্ষণ লিখে উঠতে পারেননি তিনি। নীচ প্রকৃতির স্টেলোভস্কিকে তিনি ভালোই চেনেন। বিপদগ্রস্ত লেখকদের ফাঁদে ফেলার জন্য সে সদা প্রস্তুত। শর্তভঙ্গের আতঙ্ক তাঁকে স্থির থাকতে দেয় না। এক বন্ধু বুদ্ধি দিলেন, স্টেনোগ্রাফারের সাহায্যে লিখতে। দেশে স্টেনোগ্রাফি ব্যাপারটা ঠিল একদম। নতুন। স্টেনোগ্রাফির কোর্স তখন পরথম চালু করেছিলেন এক প্রেফসর। দস্তয়েভিস্কি বরাতজোরে পেয়ে গেলেন তাঁর সেরা ছাত্রী আনা স্নিতকিনাকে। প্রতিদিন দুপুর থেকে বিকেল কয়েক ঘণ্টা তিনি মুখে মুখে বলে যান তাঁর কাহিনী। আনা শর্টহ্যান্ড নেন নোটবুকে। মোটে ছাব্বিশ দিনে সম্পূর্ণ হয়ে গেল নতুন উপন্যাস 'দ্য গ্যাম্বলার'। স্টেলোভিস্কির শর্তেণ শেষ তারিখের ঠিক আগে আগেই লেখা শেষ হয়েছিল, কিন্তু হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন স্টেলোভস্কি। সদ্য শেষ হওয়া উপন্যাস তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে দস্তয়েভিস্কি যাতে শর্ত জিততে না পারনে, সে জন্য গা ঢাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু পারেন, সে জন্য গা ঢাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু আনার বুদ্ধিতে আইনের দ্বারস্থ হয়ে জিতে যান দস্তয়েভিস্কি এবার শুরু করলেন তাঁর নতুন উপন্যাসের কথা। সে উপন্যাসের ভিষন্ন নায়ক জীবনে হারিয়েছেন বহু কিছু সমস্যার বারে নুয়ে পড়া মানুষটি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। প্রতিভাবান সেই মানুষ মনের মাঝে লুকিয়ে থাকা ভাবনাগুলোকে যেভাবে তার শিল্পকর্মে ফুটিয়ে তুলতে চান পেরে ওঠে না। শিল্পী ভালবেসে ফেলেছেন একটি মেয়েকে। আনিয়া নামে সে মেয়েটি নম্র, ভদ্র, প্রাণোচ্ছল, বুদ্ধিমতী, হৃদয়বতী। দস্তয়েভিস্কি আনাকে প্রশ্ন করলেন---এই নায়কের প্রেমে পড়া কি মেয়েটির পক্ষে সম্বভ? কী আছে তাঁর আনিয়াকে দেওয়ার মতো? এমন লোককে হৃদয় দিলে সেটা বোধ হয় আনিয়ার তরফে একটা নিদারুণ ত্যাগস্বীকার হবে। দু'জনের বয়সের তপাতও তো অনেক। এমন ঘটনা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হবে? আবেগতাড়িত আনা উত্তর দিয়েছিলেন---কেন অসম্ভব? মেয়েটির হৃদয়ে যদি অনুভূতির গভীরতা থাকে, সে যদি সংবেদনশীল হয়, তবে সে বালবাসতেই পারে শিল্পীকে। মুহূর্তের স্তব্ধতা পেরিয়ে কাঁপা গলায় দস্তয়েভিস্কি আনাকে বলেছিলেন, নিজেকে আনিয়ার জায়গায় বসিয়ে ভাবতে। আনা দেখলেন, নিদারুণ এক অস্বস্তির ছায়া ফিয়োদরের মুখে। তাঁর মনে হল, সতেরো বছর আগে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় বোধহয় এ রকমই দেখাচ্ছিল তাঁকে। অপেক্ষা করে আছেন ফিরোদর মিখাইলোভিচ, আনা নেতিবাচক একটি শব্জ উচ্চারণ করলেই যেন গুলিবিদ্ধ হবেন তিনি। কিংবা যেন জীবনের সর্বস্ব বাজি লাগানো এক জুয়াড়ি, আনার উপর নির্ভর করছে তাঁর জেতা অথবা সর্বস্বান্ত হওয়া।

আনা গভীর আন্তরিকতায় তাঁর ভালবাসার কথা জানিয়েছিলেন সেই জুয়াড়িকে। জুয়াড়ি দস্তয়েভিস্কি জিতেক গিয়েছিলেন। আনার সঙ্গে দস্তয়েভিস্কি জীবনের শেষ চোদ্দো বছর কাটিয়েছিলেন। সেই সময়কাল তাঁর আজন্ম দেবনার দীর্ঘ কাহিনীর মাঝে আনন্দের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁর আগোছালো জীবন পাল্টে দিতে আনার চেষ্টার কসুর ছিল না। সংসারের সব সমস্যারভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে দস্তয়েভিস্কিকে নির্ভর এক জীবন উপহার দেওয়া হয়ে উঠেছিল আনার একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর সব সময়ের ছিল সাহিত্য সৃষ্টিতে মগ্ন পরে আবার ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন দস্তয়েভিস্কি। আবার সর্বস্বস্ত হয়েছিলেন জুয়ার আসরে। বিয়ের আংটিটিও হারাতে হয়েছিল। তবে সেই সফরের শেষে তিনি আনাকে কথা দেন জুয়ার নেশা ছাড়বেন। সম্ভবত সে কথা তিনি রেখেছিলেন।

মানুষের মন বড় বাল বুঝতেন দস্তয়েভিস্কি আর তাঁর মন নিয়ে মনস্তত্ত্ববিদরা এখনও মাথা ঘামিয়ে চলেছেন। তাঁর জুয়ার আসক্তিকে কম্পালসিভ গ্যাম্বলিং বল চিহ্নিত করা হয়েছে। দারিদ্যের অন্ধকার গুহা থেকে বেণিয়ে আসার দুর্দম ইচ্ছে তাঁর জুয়া খেলার বড় কারণ। তবে দস্তয়েভিস্কির চিঠিপত্র পড়লে বোঝা যায় জুয়ার ভেতার ব্যাপারে এখ অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয় জন্ম নিয়েছিল তাঁর মনে। জুয়ার বাজি জেতার অলীক পারদর্শিতা নিয়ে তৈরি অদ্ভুত অহমিকা দস্তয়েভিস্কির মতো জুয়াড়িদের জুয়ার টেবিলে টেনে নিয়ে যায়। 'দ্য গ্যাম্বলার' উপন্যাসের নায়কের মধ্যে ঠিক এই মানসিকাই ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট-এর নায়ক বিবেককে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিল, তার করুণ পরিণতিই উপন্যাসে দেখিয়েছেন দস্তয়েভিস্কি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গুয়াহাটিতে রাষ্ট্রীয় প্রেস দিবসের অনুষ্ঠানে ১২ জন সাংবাদিককে সরকারি সংবর্ধনা

গুয়াহাটি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : সংবাদ মাধ্যমকে সকলে সম্মান বা ভয় করে তার বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য। কিন্তু সাম্প্রতিককালে একাংশ সাংবাদিক হাতে কলম বা ব্যুম নিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে ভীতি প্রদর্শন করেন, যা উদ্বেগের বিষয়। কথাগুলি বলছিলেন রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ, মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী, জলসম্পদ এবং সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম (প্রেস) দিবস উপলক্ষ্যে তথ্য ও জনসংযোগ অধিকরণের উদ্যোগে গুয়াহাটিতে আয়োজিত রাজ্য ভিত্তিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করছিলেন মন্ত্রী পীযূষ।

গুয়াহাটির পিডব্লিউডি কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী আরও বলেন, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকে সর্বদা নিরপেক্ষ থাকা উচিত। সমাজব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করতে সংবাদ মাধ্যমকে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে। বলেন, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব মতাদর্শ থাকে, সাংবাদিকদেরও নিজের নিজের মতাদর্শ নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু নিজদের মতাদর্শ নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যাতে বাধার সৃষ্টি না হয় তার প্রতি যত্নশীল হওয়া সাংবাদিকদের কর্তব্য ও দায়িত্ব।

অনুষ্ঠানে প্রেস দিবসের সঙ্গে সংগতি রেখে রাজ্যের ১২ জন বিশিষ্ট সাংবাদিককে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। তাঁদের হাতে প্রশস্তিপত্র ইত্যাদি তুলে দিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। সংবর্ধিত বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ যথাক্রমে কামরূপ মহানগর জেলার পদ্ম পাটর ও বৈকুণ্ঠনাথ গোস্বামী, হোজাইয়ে অনিমেষ মজুমদার, রমেশ মুন্দ্রা, দরঙের প্রদীপ ঘোষ, শোণিতপুরের সুনীল মোর, কাউচমাকার উপাধ্যায়, নগাঁওয়ের কনক হাজরিকা, দীপককুমার শর্মা, জীতেন বরকটকি, মরিগাওঁয়ের ডালিম ফুকন এবং অজিত শর্মা।

প্রেস দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড় চন্দনকুমার শর্মার উপস্থিতিতে প্রধান অতিথির ভাষণে তথ্য ও জনসংযোগ দফতররে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা প্রথমে সকল সংবাদকর্মী তথা সাংবাদিককে রাষ্ট্রীয় প্রেস দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা এবং সাম্প্রতিককালে সাংবাদিকদের ওপর হুমকি সংক্রান্ত প্রসঙ্গও টেনে আনেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সাম্প্রতিককালে সংবাদ মাধ্যম বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে নাকি প্রশ্ন তুলে বিষয়টি গভীর উদ্বেগের বিষয় বলে মন্তব্য করেন।

একাংশ নিউজ পোর্টালের ভূমিকায় এমনই মনে হচ্ছে। পাশাপাশি এ ধরনের ভূমিকার ফলে নাগরিক জীবনেও হুমকি কেড়ে আনছে বলে মনে করেন মন্ত্রী হাজরিকা। তিনি বলেন, আজকের অনুষ্ঠানের মূল বিষয় 'সংবাদ মাধ্যমকে কে না ভয় করে?' এর খেই ধরে মন্ত্রী বলেন, হ্যাঁ, সংবাদ মাধ্যমকে সকলেই সম্মান করে বা ভয় করে তার বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য। কিন্তু সাম্প্রতিককালে একাংশ সাংবাদিক হাতে কলম তথা ব্যুম নিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন নাকি, আজকের দিনে এই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। তাই এ ধরনের সাংবাদিকের কার্যকলাপের দরুন সংবাদ মাধ্যমের ওপর যাতে প্রভাব না পড়ে সে জন্য এঁদের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন কি না বলেও প্রশ্ন তুলেন মন্ত্রী হাজরিকা।

বুধেই খুলছে কর্তারপুর সাহিব করিডর, জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): বুধবার, ১৭ নভেম্বর থেকেই খুলে যাচ্ছে কর্তারপুর সাহিব করিডর। মঙ্গলবার টুইট করে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, 'একটি বড় সিদ্ধান্ত, যা বিপুল সংখ্যক শিখ তীর্থযাত্রীদের উপকৃত করবে, সরকার আগামীকাল, ১৭ নভেম্বর থেকে কর্তারপুর সাহিব করিডর পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তটি শ্রী গুরুনানক দেবজি এবং আমাদের শিখ সম্প্রদায়ের প্রতি মোদী সরকারের অগাধ শ্রদ্ধা প্রতিফলিত করেছে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ১৯ নভেম্বর গুরুনানকের প্রকাশ উৎসব উদযাপনের জন্য দেশ প্রস্তুত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিশ্বাস, কর্তারপুর সাহিব করিডর খোলার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র, এর ফলে শিখদের মধ্যে আনন্দ আরও অনেকটাই বাড়বে।

বিহারে সিলিন্ডার বোঝাই ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৬, আহত ৫ জন

পাটনা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): বিহারের জামুইয়ে এলপিজি সিলিন্ডার বোঝাই ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৫ জন। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জামুইয়ের পিপরা গ্রামের কাছে। হতাহতরা পাটনায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর বাড়ি ফিরছিলেন। মৃতরা সকলেই একই পরিবারের সদস্য।

পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে জামুইয়ের পিপরা গ্রামের কাছে, সিকান্দ্রা-শেখপুর সড়কে একটি গাড়ি ও এলপিজি সিলিন্ডার ভর্তি ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৬ জন। আহত অবস্থায় ৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী কারণে দুর্ঘটনা, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

হেলথ প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করলেন মনসুখ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললেন দূষণের সমাধান সাইকেল

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): হেলথ প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। মঙ্গলবার দুপুরে সাইকেল চালিয়ে দিল্লির প্রগতি ময়দানে যান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সেখানে আয়োজিত ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় হেলথ প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য।

এদিন হেলথ প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করার পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি দেশে একটি সাইকেল অভিযান চালাচ্ছি। সাইকেল চালানো """দূষণের সমাধান"""" আনবে। এটি সুস্থ থাকার একটি ভাল উপায়; পেট্রোল ও ডিজেল বাঁচায়...,'

ঘন ঘন দুর্ঘটনা, মৃত্যু হচ্ছে বহুজনের, তবু বেপরোয়া পাথারকান্দির বিভিন্ন রুটের যান চালক ও যাত্রীকুল

পাথারকান্দি (অসম), ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন স্থানে ঘন ঘন যান দুর্ঘটনা ঘটছে। মৃত্যুও হচ্ছে যানচালক সহ বহু যাত্রীর। তবুও বেপরোয়া যান চালক ও যাত্রীকুল। এই সেদিন গত ১১ নভেম্বর বৈঠাখালে অটো রিকশা এবং একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখির ফলে ঘটনাস্থলে শিশু-মহিলা সহ দশ যাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এতেও টনক নড়ছে না চালক ও যাত্রীদের। গত বৃহস্পতিবার সংঘটিত ভয়ংকর দুর্ঘটনার পরও পাথারকান্দির প্রায় প্রতিটি রুটে ছোট ও হালকা যানবাহন নির্দিষ্ট সংখ্যা থেকে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে। এ ব্যাপারে প্রশাসনকে কঠোর হওয়ার দাবি জানিয়েছেন সচেতন নাগরিকরা। সচেতন মহলের অভিযোগ, বিষয় সম্পর্কে প্রশাসন তথা জেলা পরিবহণ বিভাগের খামখেয়ালি দায়ী।

আদালতের জট কাটলে দু'মাসে ১৫ হাজার নিয়োগ এসএসসি-তে, বিধানসভায় ব্রাত্য বসু

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : স্কুল সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ কবে, বিধানসভায় তা জানিয়ে দিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মঙ্গলবার শীতকালীন বিধানসভার অধিবেশনে পাথরপ্রতিমার তৃণমূল বিধায়ক সমীর জানা জানতে চান, এসএসসি নিয়োগ কবে শুরু করবে রাজ্য সরকার। সেই সংক্রান্ত বিষয়ে জবাব দিলেন শিক্ষামন্ত্রী। ব্রাত্য বলেছেন, "আদালতের জট কাটিয়ে আগামী দু'মাসে ১৫ হাজার নিয়োগ হবে এস এস সি-তে।" কমিশন সূত্রে খবর, এখনও প্রায় পাঁচ হাজার চাকরিপ্রার্থীর মামলা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া বাকি রয়েছে। ইতিমধ্যেই গত ৮ অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার চাকরিপ্রার্থীর অভিযোগের নিষ্পত্তি করার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আরও প্রায় ১২০০ চাকরিপ্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে কমিশনের আশা, হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের পর ডিসেম্বরের মধ্যেই অভিযোগের নিষ্পত্তি করার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। তবে নিয়োগ নিয়ে আর কথা বাড়াননি শিক্ষামন্ত্রী। প্রসঙ্গত, সাত বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও আইনি জটিলতায় আটকে। এক বার মেধাতালিকা প্রকাশ করেও অস্বচ্ছতার অভিযোগে তা বাতিল করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। এ ক্ষেত্রে চাকরিপ্রার্থীদের পরপর দু" বার সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশে দু"বার সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছে তাঁদের। পাশাপাশি, হাইকোর্টের নির্দেশ মতোই কমিশনকে চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগও নিতে হয়েছে। এমতাবস্থায় আইনি জটিলতা কাটিয়ে নিয়োগের পক্ষপাতী রাজ্য সরকার।

সঠিক ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রদানে মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): জাতীয় প্রেস দিবসে সংবাদ মাধ্যমের সমস্ত পেশাদারদের শুভেচ্ছা জানালেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। সংবাদ মাধ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করে উপ-রাষ্ট্রপতি জানালেন, সাম্প্রতিককালে ভুয়ো খবরের সময়ে সঠিক, বিশ্বাসযোগ্য ও নিরপেক্ষ সংবাদ ও তথ্য প্রদানে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিবছর ১৬ নভেম্বর দিনটি জাতীয় প্রেস দিবস হিসেবে পালিত হয়। মঙ্গলবার টুইট করে উপ-রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'জাতীয় প্রেস দিবসে সংবাদ মাধ্যমের সমস্ত পেশাদারদের শুভেচ্ছা। সাম্প্রতিককালে ভুয়ো খবরের সময়ে সঠিক, বিশ্বাসযোগ্য ও নিরপেক্ষ সংবাদ ও তথ্য প্রদানে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' উপ-রাষ্ট্রপতি টুইটে আরও জানিয়েছেন, 'গণমাধ্যমকে অবশ্যই সাংবাদিকতার মূল নীতিগুলি সমুন্নত রাখতে হবে। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একজন সচেতন ও সজাগ নাগরিক অত্যাবশ্যক এবং এই প্রেক্ষাপটে সংবাদের প্রচার আরও গুরুত্বপূর্ণ।'

পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করেলন প্রধানমন্ত্রী, সুগম হল লখনউ ও গাজিপুরের মধ্যে যোগাযোগ

সুলতানপুর (উত্তর প্রদেশ), ১৬ নভেম্বর (হি.স.): প্রতীক্ষা ছিল বহুদিনের, অবশেষে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ের। মঙ্গলবার দুপুরে উত্তর প্রদেশের সুলতানপুর জেলার কারওয়াল খেরি থেকে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। ২২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে ৩৪১ কিলোমিটার লম্বা এই পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ে। ৩৪১ কিলোমিটার লম্বা এই পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ের সৌজন্যে আরও সুগম হল লখনউ ও গাজিপুরের মধ্যে যোগাযোগ। এই এক্সপ্রেসওয়ে আজমগড় এবং মৌ হয়ে লখনউকে গাজিপুরের সঙ্গে সংযুক্ত করল। এদিন সুলতানপুর জেলার এই এক্সপ্রেসওয়েতে নির্মিত ৩.২ কিলোমিটার দীর্ঘ এয়ারস্ট্রিপে এয়ারশোও প্রত্যক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন সি-১৩০ জে সুপার হারকিউলিস বিমানে কারওয়াল খেরি পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী।

অডিট দিবসে ফের স্বচ্ছতার দাবি ধনকরের, তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী ও অমিত মিত্রকে

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : অডিট দিবসে ফের স্বচ্ছতার দাবি তুললেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিত মিত্রকে। মঙ্গলবার রাজ্যপাল টুইটে লেখেন, "ক্যাগ অডিট স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতি দমন করে। মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উত্তর দিতে হবে কেন কোনও ক্যাগ এবং জিটিএ (গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অডিট দশ বছর ধরে হচ্ছে না?জিটিএ কে "দুর্নীতির আড্ডা" হিসাবে কেন চিহ্নিত করা হয়নি? মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কিভাবে জনসাধারণের তহবিলের এই ধরনের অবৈধ অপব্যবহারকে উপেক্ষা ও মুখ দেখাতে পারেন? এই ধরনের কর্তব্য অবহেলা এবং জনগণের আস্থার বিশ্বাসঘাতকতা কারণ। এটি অন্যায়কারীদের আড়াল করে। একটি জবাবদিহিমূলক প্রতিক্রিয়া আশা করছি।

ডিমা হাসাওয়ের নয়া জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন নাজরিন আহমেদ

হাফলং (অসম), ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার নয়া জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব সমঝে নিয়েছেন নাজরিন আহমেদ। বিদায়ী জেলাশাসক পল বরুয়ার কাছ থেকে তিনি দায়িত্ব সমঝে নিয়েছেন।

ডিমা হাসাও জেলার বিদায়ী জেলাশাসক পল বরুয়াকে চড়াইদেওয়ের জেলাশাসক হিসেবে বদলি করা হয়েছে। সোমবার ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক নাজরিন আহমেদ ১৯৯২ সালের এসিএস ব্যচ। তিনি ডিমা হাসাও জেলার জেলাশাসক হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার আগে রাজ্যের অর্থ দফতরের অধিকর্তা এবং অতিরিক্ত সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারেন, ২০২০ সালের ১৯ মে ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন পল বরুয়া।

ডিমা হাসাওয়ের উমরাংসো শহরে উন্মোচিত বীর তুলারাম সেনাপতির প্রতিমূর্তি

হাফলং (অসম), ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের শিল্পনগরী উমরাংসো শহরে বসল বীর তুলারাম সেনাপতির প্রতিমূর্তি।

এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠনের মধ্য দিয়ে সোমবার উমরাংসো শহরে বীর তুলারাম সেনাপতির প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা। তুলারাম সেনাপতি ছিলেন ডিমাসা রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সেনাপতি। তাঁর বীরত্বের কাছে ইংরেজদের হার মানতে হয়েছিল। তাই নবপ্রজন্মকে তুলারাম সেনাপতির পরিচয় তুলে ধরতে এবং তাঁর বীরগাঁথা তুলে ধরার লক্ষ্যে পার্বত্য পরিষদের আর্থিক সাহায্যে উমরাংসোতে বীর সেনানীর পূর্ণায়ব প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে এদিন উমরাংসোতে অবস্থিত নিপকো রিক্রিয়েশন ক্লাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের উপাধ্যক্ষ বিমল হোজাই, পার্বত্য পরিষদের প্রধানসচিব (নর্মাল) মুকুট কেম্প্রাই, কার্যনির্বাহী সদস্য ও সদস্যরা।

পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য প্রদত্ত বক্তব্যে বলেন, এবার ডিমা হাসাওয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী জয়া থাওসেনের প্রতিমূর্তি বসানো হবে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি শিলচর আবর্ত ভবনের সামনে ডিমাসা কিংডমের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এবার রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সেনাপতি বীর তুলারাম সেনাপতির প্রতিমূর্তি বসানো হয়েছে উমরাংসোতে।

চিনে নতুন করে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনার ডেল্টা প্রজাতি

বেজিং, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : ফের করোনায় কাঁপছে মহামারীর আঁতুড় ঘর চিন। নতুন করে সংক্রমণে ফের 'বন্দি' হয়েছেন বাসিন্দারা। আর নতুন করে এই সংক্রমণের জন্য করোনার ডেল্টা প্রজাতিকে দায়ী করেছে দেশটি। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চিনের উহানে প্রথম ধরা পড়ে করোনা সংক্রমণ। এর পরে প্রায় দু-দু'টো বছর কেটে গিয়েছে। ভয়ানক পরিণতি দেখেছে আমেরিকা, ইটালি, ব্রিটেন, ভারত। কিন্তু সংক্রমণ ও মৃত্যুর পরিসংখ্যানে বাকি বিশ্বের তুলনায় অতি নগণ্য। এখনও পর্যন্ত চিনের মোট সংক্রমিতের সংখ্যা ১ লক্ষ ছাড়ায়নি। মৃত্যু হয়েছে ৪৬৩৬ জনের। অতিমারি-তালিকায় এই সংখ্যা কিছুই না। গোটা বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৫১ লক্ষেরও বেশি। সেখানে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশে মৃত মাত্র সাড়ে চার হাজার। তবে নতুন করে সংক্রমণে ফের'বন্দি হয়েছেন চিনের বাসিন্দারা। ১৭ অক্টোবর থেকে ১৪ নভেম্বরের মধ্যে ১৩০৮টি সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এবং সবগুলিকেই স্থানীয় সংক্রমণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে চিনা প্রশাসন। প্রশাসন জানিয়েছে, নতুন করে সংক্রমণ বৃদ্ধির জন্য দায়ী করোনার ডেল্টা স্ট্রেন। ২১টি প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ডেল্টা। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সফর নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে গণ-পরীক্ষা। 'জিরো-টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলছে চিন।-

পূর্বতন সরকার সক্রিয় প্রচেষ্টা হাতে নিলে আন্তঃরাজ্য সীমান্তে বসবাসকারীদের ৫০ বছর ধরে দুর্ভোগ পোহাতে হত না : মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড

গুয়াহাটি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তরপূর্বের জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সাতবোনের একতাকে অবলম্বন করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সীমা-সমস্যাবলির সমাধান করার প্রয়াস চলছে। বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অসম-মেঘালয় সীমা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের সূত্র বের করতে আজ মঙ্গলবার কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত আন্তঃরাজ্য সীমান্ত লোয়ার লাম্পি এলাকায় গিয়েছিলেন প্রতিবেশী দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে অসমের ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং মেঘালয়ের কনরাড কে সাংমা। দুই মুখ্যমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে কামরূপ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে লাম্পি বাজারে বৃহত্তর এলাকার নানা জাতি-জনগোষ্ঠী, ভাষা-ভাষী জনতার উপস্থিতিতে আয়োজিত সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীয় জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান সৌভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্ক এবং বিশ্বাস অটুট রাখতেই এই এলাকা পরিদর্শনে এসেছেন দুই মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিবেশী রাজ্যের বর্তমান সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গত ছয় মাস ধরে বিদ্যমান সীমা-বিবাদের স্থায়ী এবং গ্রহণযোগ্য সমাধান-সূত্র বের করতে নিরন্তর প্রয়াস চলছে। রাজ্যের বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি শিলং গিয়ে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার সঙ্গে সীমা-বিবাদ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এর পর গত ৬ আগস্ট গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীস্তরের বৈঠকে দীর্ঘদিনের সীমা-সমস্যার সমাধানসূত্র আলোচনার মাধ্যমে বের করতে ঐকমত্য সিদ্ধন্ত গ্রহণ হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসম-মেঘালয়ের ১২টি বিবদমান সীমান্ত এলাকার প্রারম্ভিক পর্যায়ে ছয়টি কম জটিল অঞ্চলের সমাধান সূত্র বের করতে প্রতিবেশী দুই রাজ্যের মন্ত্রী স্তরে আঞ্চলিক সমিতি গঠন করা হয়েছিল। ওই সমিতিগুলি ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সফর করে তাঁদের প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন। প্রতিবেদনগুলি উভয় সরকারের হাতে আসার পর বিবদমান ছয়টি সীমান্ত অঞ্চলের সমাধান-সূত্র বের করতে আলোচনার টেবিলে বসা হবে, জানান মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। তিনি আরও বলেন, লাম্পি এলাকার সমাধান-সূত্র বের করতেই আজ তাঁরা এখানে এসেছেন।

ড় শর্মা বলেন, বৃহত্তর লাম্পি অঞ্চলের জনসাধারণ উন্নয়ন থেকে যাতে আর বেশি বঞ্চিত না হন, সে জন্য অসম এবং মেঘালয়, উভয় রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এই অঞ্চলে রূপায়িত করতে পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা করছে। এদিকে লাম্পি এলাকায় বসবাসকারীদের সঙ্গে শুভেচ্ছামূলক সফরের উদ্যোগ নেওয়ায় প্রথমেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে ধন্যবাদ জানান মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা। তিনি বলেন, বিগত প্রায় ৫০ বছরের পুরনো সীমা-বিবাদের সমাধান সৌহার্দ্যমূলক আলোচনার মাধ্যমে করতে দুই রাজ্য আন্তরিকতার সঙ্গে পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। প্রায় পাঁচ দশকের পুরনো বিবাদের জেরে সীমান্তবর্তী নাগরিকদের যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তবে দুই রাজ্যের বর্তমান সরকার উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, বলেন কনরাড। তাঁর আক্ষেপ, এর আগে কোনও সরকার এ ধরনের সক্রিয় প্রচেষ্টা হাতে নেয়নি। যদি নিত, তা-হলে এতদিন আন্তঃরাজ্য সীমান্তে বসবাসকারীদের এত দুর্ভোগ পোহাতে হত না।

আজ দুই মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা সফর উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে স্বাগত ভাষণ দিয়েছেন অসমের সীমান্ত সুরক্ষা ও উন্নয়ন দফতরের কমিশনার-সচিব জ্ঞানেন্দ্রদেও ত্রিপাঠী। সভার শেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেছেন মেঘালয়ের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের মন্ত্রী তথা সীমাসমস্যার সমাধান-সূত্র বের করতে গঠিত পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলার আঞ্চলিক সমিতির চেয়ারম্যান আরএল টংখা। অনুষ্ঠানে বহুজনের সঙ্গে ছিলেন অসমের সীমান্ত উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রীর তথা কামরূপ আঞ্চলিক সমিতির চেয়ারম্যান অতুল বরা, বকোর বিধায়ক নন্দিতা দাস, মেঘালয়ের বিধায়ক কিমফা এস মারবানিয়াং, অসমের মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া, মেঘালয়ের মুখ্যসচিব রেবেকা সুসিয়াং, দুই রাজ্যের কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক, কামরূপ (অসম) এবং পশ্চিম খাসিপাহাড়ের দুই জেলাশাসক প্রমুখ।

দুয়ারে রেশন প্রকল্পের উদ্বোধনে মমতা

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : "রাজ্যে দুয়ারে রেশন প্রকল্প হবেই। যাই হোক, এই প্রকল্প চলবেই। তবে আইনের পথে নয় আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।'

মঙ্গলবার ভোটে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মত রাজ্যে চালু হল 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্প। এদিন নেতাজি ইন্ডোরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই এই প্রকল্পের শুভ সূচনা হল। সেখানেই রেশন ডিলারদের হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "কেউ কেউ এই প্রকল্পের জন্য আদালতে যাচ্ছে। প্রকল্প বন্ধ করতে জোট করছে, করবেন না। বিশেষ কারোর ইন্ধনে এসব করছেন রেশন ডিলাররা। এগুলো করবেন না।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী এও জানিয়েছেন, 'কাউকে অন্ন দেওয়া মানে ছোট কাজ নয়। রেশন দেওয়া বড় কাজ। আমি মনে করি রেশন ডিলাররা গরীব নয়। এই প্রকল্পের অনেক মানবিক দিক আছে, আগামিদিনে গোটা বিশ্বে নাম কুড়াবে দুয়ারে রেশন। নোবেল পাবে এই প্রকল্প এটাই মনে করি।' একুশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহারে 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। যা পূরণ করতে মাঠে নামার আগেই বারবার আইনি বাধা দেওয়া হয়। রাজ্যের রেশন ডিলারদের একাংশ কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। গত সেপ্টেম্বর মাসেই এই প্রকল্পের পাইলট প্রজেক্ট শুরুর পড়েই বিশেষ রাজনৈতিক দলের ইন্ধনে আদালত যায় ডিলারদের একাংশ। প্রকল্প বন্ধের জন্য নানা ফন্দি আঁটা হয়। কিন্তু রাজ্যের দেওয়া হলফনামায় আইনি লড়াইতে হেরে যায় রেশন ডিলারদের একাংশ।

এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে রেশন ডিলারদের একাংশ দাবি করেন, রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প কেন্দ্রীয় আইনের পরিপন্থী। এছাড়াও এই প্রকল্পের উপযোগী পরিকাঠামোও রেশন ডিলারদের নেই। সিঙ্গল বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করে জানিয়ে দেয়, রাজ্য সরকারের দুয়ারে রেশন প্রকল্প চালিয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধা নেই। এদিন মুখ্যমন্ত্রীও সাবধান করে দিয়েছেন সকলকে।

বাংলাদেশের রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে ভারতের দেওয়া অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর

রংপুর, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : বাংলাদেশের রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে হস্তান্তর করা হল ভারতের দেওয়া অ্যাম্বুলেন্স। মঙ্গলবার দুপুরে উপহার স্বরূপ রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে দেওয়া অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, প্রতিশ্রুতি পূরণে ভারত সব সময় বাংলাদেশের পাশে ছিল। করোনা মহামারি মোকাবিলায় ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে পিপিই, চিকিৎসাসামগ্রী, টেস্টিং কিট এবং ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি এ দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার বিনিময় কর্মশালার মাধ্যমে সহায়তা কর হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অনেক ভাল। ভারতের প্রয়োজনে প্রকৃত বন্ধু হয়ে বাংলাদেশও পাশে দাঁড়িয়েছিল। এই সম্পর্ক ভবিষ্যতেও ভাল থাকবে।

দোরাইস্বামী আরও বলেন, করোনা মহামারির শুরুর দিকে ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে অ্যাম্বুলেন্সসহ বিভিন্ন চিকিৎসাসামগ্রী উপহার দেওয়া হয়। জনগণের কল্যাণে ভারত সামর্থ্য অনুযায়ী বাংলাদেশকে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই ধারাবাহিকতায় নগরবাসীর স্বাস্থ্যসেবা এগিয়ে নিতে রংপুর সিটি করপোরেশনকে একটি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স উপহার দেওয়া হল।

এ সময় অনুষ্ঠানে রংপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা, ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার (রাজশাহী) সঞ্জিব কুমার ভাট্টি, রংপুর সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রুহুল আমিন মিঞা, প্যানেল মেয়র মাহমুদুর রহমান টিটু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে রংপুর নগরের মাহিগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে নির্মিত নতুন একাডেমিক ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী। ভারতীয় হাইকমিশনের অর্থায়নে নতুন এ ভবনটি নির্মিত হয়েছে। সেখানে বক্তব্যে দোরাইস্বামী বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতির চালক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার বিচক্ষণ নেতৃত্বে এদেশ উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সব সেক্টরে এগিয়ে যাচ্ছে।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

রেশনে ডিলারশিপের মাসুল ৫ লক্ষ থেকে কমে হল ৫০ হাজার

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : রেশন ডিলারশিপ নেওয়ার খরচও কমালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সঙ্গে প্রচুর কর্মসংস্থানের আশ্বাসও দিলেন। এবার থেকে বাংলায় রেশন ডিলারশিপ নিতে ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে। আগে এই খরচ ছিল ৫ লক্ষ টাকা। পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই খরচ কমিয়ে করেছিলেন ২ লক্ষ টাকা। এবার আরও কমানো হল খরচ। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও রেশন ডিলার করার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাড়ি-বাড়ি রেশন পৌঁছে দিতে প্রয়োজন হবে ২১ হাজার গাড়ির। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ডিলাররা যদি নিজেদের গাড়িতে রেশন পৌঁছে দেন তবে তাঁদের ১ লক্ষ টাকা করে ভরতুকি দেবে রাজ্য। রেশন পৌঁছে দিতে নতুন গাড়ি কিনলেও একই টাকা ভরতুকি দেওয়া হবে। পাশাপাশি, কুইন্ট্যাল প্রতি কমিশনও বাড়ানো হল তাঁদের। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দুয়ারে রেশন প্রকল্পে শুধু মানুষের বাড়ি বাড়া রেশন পৌঁছে গেল তাই নয়, নতুন কর্মসংস্থানও তৈরি হল। নতুন গাড়িও বিক্রি হবে প্রচুর। সবমিলিয়ে রাজ্যের অর্থনীতি মজবুত হবে।" ওয়াকিবহাল মহল বলছে, রাজ্যের সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পে শুধু আমজনতার সুবিধা হল তাই-ই নয় নতুন কর্মসংস্থানও তৈরি করল 'দুয়ারে রেশন'।

'দুয়ারে রেশন' প্রকল্পে নয়া

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি-বাড়ি রেশন পৌঁছে দিতে এবার থেকে দু'জন করে কর্মী নিতে পারবেন ডিলাররা। তাঁদের অর্ধেক মাইনে দেবে রাজ্য সরকার এবং অর্ধেক মাইনে দেবে ডিলার। মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্পের উদ্বোধন করতে গিয়ে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে রেশন ডিলারশিপ নেওয়ার খরচ অনেকটা কমাল রাজ্য। বাড়ি-বাড়ি রেশন পৌঁছে দিতে নয়া উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু সেই প্রকল্প চালু নিয়ে রেশন ডিলারদের একাংশের ক্ষোভ ছিল। সেই ক্ষোভ মেটাতে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এতদিন রেশন ডিলাররা কর্মী নিয়োগ করতে পারতেন না। এবার থেকে তাঁরা দুজন করে কর্মী নিয়োগ করতে পারবেন। সবমিলিয়ে রাজ্যে নতুন ৪২ হাজার কর্মসংস্থানের হদিশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যাদের বেতন হবে মাসিক ১০ হাজার টাকা। তাঁদের বেতনের অর্ধেক দেবে রাজ্য সরকার, অর্ধেক দেবেন রেশন ডিলাররা। অনেকের মনেই প্রশ্ন, তবে কি এবার ডিলাররা বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসবে রেশন সামগ্রী? সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জানালেন, ডিলাররটা গাড়িতে রেশন সামগ্রী নিয়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় যাবে। তার পাঁচশো মিটারের মধ্যে যাদের বাস, তাঁদের গাড়ির কাছে গিয়ে আনতে হবে রেশন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

খারাপ খাবার শরীরকে বানাবে রোগের ডিপো

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সবসময়ই খাদ্যাভ্যাসের ওপর জোর দেওয়া হয়। তবে কোন খাবারগুলো দেহে বাজে প্রভাব ফেলে সেই বিষয়ে নজর দেওয়া হয় কম।

ফলে দেখা যায় ভালো খাবার খাওয়া হচ্ছে ঠিকই, পাশাপাশি বাজে খাদ্যাভ্যাসের কারণে দেহ সঠিক সুরক্ষা মিলছে না।

তাই বজে খাদ্যাভ্যাসগুলো এড়ানোই হবে মঙ্গল।

অতিরিক্ত মদ্যপান

যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ম্যারি অ্যালবাস 'ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "অতিরিক্ত মদ্যপান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করবে। বিশেষ করে যেকোনো সংক্রমণ দমন করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয় হওয়ার ক্ষমতা কমে যায় মদ্যপানের জন্য। কারণ অ্যালকোহলের কারণে শরীর ক্ষতিকর উপাদান চিনতে এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সময় বেশি লাগে।"

"মদ্যপানের আরেকটি ক্ষতিকারক দিক হল তা খাবার থেকে পুষ্টি উপাদান শোষণের হার কমিয়ে দেয়। বিশেষত, ভিটামিন সি এবং জিঙ্ক শোষন করতে সমস্যা দেখা দেয়। আর দুটোই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মদ্যপানের কারণে যেকোনো রোগের ঝুঁকি যেমন বাড়বে, তেমনি রোগের ভোগান্তিও বাড়তে পারে।"

অতিরিক্ত চিনি

অ্যালবাস বলেন, "খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত চিনি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। চিনি বেশি এমন খাবার নিয়মিত খাওয়া ক্রমাগত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে হুমকির মুখে ফেলে। এর প্রধান কারণ শ্বেত রক্তকনিকা, যা সংক্রমনের বিরুদ্ধে লড়াই করে। অতিরিক্ত চিনি সেই শ্বেত রক্তকনিকারই ক্ষতি করে।"

অতিরিক্ত লবণ

'দ্য ডায়েটারি গাইডলাইনস ফর আমেরিকানস'য়ের মতে, 'প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন সোডিয়াম গ্রহণ করা উচিত সর্বোচ্চ ২৩০০ মি.লি.গ্রাম। তবে যুক্তরাষ্ট্রে মানুষ প্রতিদিন গড়ে ৩৪০০ মি.লি.গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করে। এই বাড়তি সোডিয়াম দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

অ্যালবাসের ভাষায়, "খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত সোডয়ামযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার বেশি থাকলে শরীরে প্রদাহ হওয়া আশঙ্কা বেড়ে যায়, যা পক্ষান্তরে দুরারোগ্য ব্যধির ঝুঁ কি বাড়ায়। লবণের মূল উপাদান সোডিয়াম। লবণ বেশি খেলে তা শরীরের প্রদাহনাশক প্রতিক্রিয়াকে দমিয়ে দিতে সক্ষম। অন্ত্রের ব্যাক্টেরিয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারে অতিরিক্ত সোডিয়াম বা লবণ। যা পক্ষান্তরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়।"ক্রোন'স ডিজিজ', আলসার, 'সেলিয়াক ডিজিজ', 'লুপাস' ইত্যাদি 'অটোইমিউন ডিজিজ' যাদের আছে, অতিরিক্ত লবণ তাদের এই রোগগুলোর তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়।

ফল ও সবজি কম খাওয়া

যুক্তরাষ্ট্রের আরেক নিবন্ধিত পুষ্টিবিদন ম্যাট মাজিনো বলেন, "রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সচল ও সক্ষম রাখতে হলে খাদ্যাভ্যাসে পর্যাপ্ত ফল ও সবজি থাকতেই হবে। এগুলোতে থাকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ, 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য অত্যন্ত জরুরি।"

আরও থাকে ভোজ্য আঁশ যা অন্ত্রের ব্যাক্টেরিয়ার জন্য উপকারী। আর অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য বজায় থাকলেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে শক্তিশালী।

ভিটামিন ডি'র অভাব

মাজিনো বলেন, "সুস্থ সবল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান ভিটামিন ডি। কারণ এর প্রদাহনাশক গুণ রোগ প্রতিরোধকারী কোষের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। তাই যারা ঘরে বসে কাজ করার কারণে বাইরে রোদে বের হতে পারেন না বা যে দেশগুলোতে এখন বর্ষাকাল, সেখানকার মানুষের উচিত হবে ভিটামিন ডি 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণের বিষয়টা নিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ করা।"

বাথরুমে যা রাখা ঠিক না

টুথব্রশ কিংবা রেইজর গোছলখানায় রাখা স্বাভাবিক মনে হলেও এগুলো রাখতে হয় শুকনা জায়গায়।

অনেকের বাথরুমেই থাকে কেবিনেট কিংবা তাক। সেসবে প্রয়োজনীয় জিনিস থাকাও স্বাভাবিক। তবে শৌচাগারের ভেজা পরিবেশ সব জিনিসের জন্য মানানসই নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বাসস্থান নির্মাতা ও জীবনউন্নয়ন-বিষয়ক পরামর্শদাতা বব ভিলা এই বিষয়ে তার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানান, "স্বাভাবিক অভ্যস্ততায় এতদিন যা বাথরুমে রাখা হয়েছে সেসব এখন শুকনা জায়গায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।"

তোয়ালে: বাথরুমে তোয়ালে থাকাই স্বাভাবিক। অনেকের গোছলখানায় আলাদা কেবিনেট থাকে তোয়ালে রাখার জন্য। তবে আর্দ পরিবেশ তোয়ালে রাখার জন্য মোটেই উপযোগী নয়। কারণ ভেজা পরিবেশের কারণে তোয়ালেতে যেমন বাসী দুর্গন্ধ হতে পারে তেমনি জন্মাতে পারে ছত্রাক। তাই তোয়ালে সবসময় রাখতে হবে শুকনা পরিবেশে।

টুথব্রাশ: খোলা অবস্থায় তাকের মধ্যে টুথব্রাশ রাখাটা মোটেই নিরাপদ নয়। কারণ প্রতিবার কমোড ফ্লাশ করা হলে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাক্টেরিয়া। বাথরুমের ভেজা পরিবেশ ব্যাক্টেরিয়ার জন্মানোর হার বাড়িয়ে দেয় বহুগুন। আর বাতাসে ভেসে সেই ব্যাক্টেরিয়া টুথব্রাশে ঝাপিয়ে পড়তে বেশি সময়ও নয় না।

তাই বাথরুমের কোনো দরজাওয়ালা কেবিনেটের ভেতর রাখতে হবে টুথব্রাশ। আর কেবিনেট না থাকলে অবশ্যই গোছলখানার বাইরে টুথব্রাশ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। আর প্রতিবার কমোড ফ্লাশ করতে হবে ঢাকনা ফেলে।

ছবি: অনেকেই বাথরুম সাজাতে ছবি ব্যবহার করেন। তবে মনে রাখতে হবে বাথরুমের আর্দ পরিবেশ সহজেই ছবি নষ্ট করে দিতে পারে। এমনকি কাচ দিয়ে ফ্রেম করে রাখলেও বাষ্প জমে জন্মাতে পারে ছত্রাক। তাই ছবি দিয়ে ঘর সাজানোই ভালো, বাথরুম নয়।

ওষুধ: আমাদের দেশে ওষুধ বাথরুমে রাখা হয় না বটে। তবে অনেকেই হয়ত সিনেমাতে দেখে থাকবেন ওষুধ রাখা হচ্ছে বাথরুমের কেবিনেটে। যা মোটেই ঠিক নয়।

ঠাণ্ডা ও শুকনা জায়গায় রাখার জন্য ওষুধের বোতলের গায়ে লেখা থাকে। গোছলখানা হতে পারে ঠাণ্ডা জায়গা তবে শুকনা মোটেই নয়। ওষুধ রাখার সবচেয়ে ভালো জায়গা হলে বেডরুম।

সেনিটারি ন্যাপকিন: নারীদের জন্য এই জরুরি জিনিস রাখতে হবে শুকনা স্থানে। বাথরুমের কেবিনেটে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। কারণ আর্দ পরিবেশের জন্য সেনিটারি ন্যাপকিনের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাকও বাসা বাঁধতে পারে সহজেই।

আর এই ধরনের পণ্যগুলোর প্যাকেটে লেখাই থাকে শুকনা ও ঠাণ্ডা স্থানে রাখুন।

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম: বিদ্যুৎ ও পানি-আদায় কাচকলা সম্পর্ক। একথা সবারই জানা। তাই ইলেক্ট্রিক রেইজর, শেইভার, ব্লোয়ার বা চুল শুকাতে 'হেয়ার ড্রায়ার' রাখা যাবে না বাথরুমে।

আর্দ পরিবেশ যেমন নষ্ট করে দিতে পারে যন্ত্রগুলো তেমনি ভেজা পরিবেশে এগুলো ব্যবহার করাও বিপদজ্জনক।

রং করা কাঠের আসবাব: আর্দ পরিবেশ কাঠের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। আর্দতার তারতম্যের কারণে কাঠ বাড়ে ও কমে। তাছাড়া রংও নষ্ট হয়ে যায় দ্রুত।

তাই বাথরুম সাজাতে কোনো আসবাব তৈরি করলে ব্যবহার করতে হবে প্লাস্টিক বা আর্দ পরিবেশে নষ্ট হবে না এরকম উপাদান দিয়ে।

সাজের প্রসাধনী: হালকা পাতলা মেইকাপের কোনো সামগ্রী বাথরুমে থাকলে সেটা আজই সরিয়ে ফেলুন। কারণ আর্দতা মেইকআপ সামগ্রী দ্রুত নষ্ট করে দেয়। জন্মাতে পারে ছত্রাক। এমনকি কোলন ও সুগন্ধিও নষ্ট করে ভেজা পরিবেশ।

এক্ষেত্রে নেইল পলিশও রাখতে হবে শুকনা অন্ধকার পরিবেশে

বই: অনেকের বাথরুমেই বই ও ম্যাগাজিন থাকে। তবে কাগজ জলকণা শুষে নিতে পারে সহজেই। আর স্যাঁতস্যাঁতে বই বা ম্যাগাজিনের পাতায় ছত্রাক জন্মানোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ।

তাই শৌচাগারে বই পড়ার অভ্যাস থাকলে, বাথরুমের বাইরে বই রাখার তাক বানিয়ে নেওয়াই ভালো।

গয়না: বাইরে থেকে এসে পোশাক পাল্টানোর সময় বাথরুমে গয়না খুলে রাখতে পারেন। আর সেটা ভুলবশত সেখানেই পড়ে থাকলে নষ্ট হতে পারে সহজেই। বিশেষ করে রুপার গয়না আর্দ পরিবেশে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তাই গয়না বা অলঙ্কার যাই ব্যবহার করুন না কোনো, বাথরুমে যাওয়ার আগেই খুলে রেখে যান বেডরুমে।

রেইজর: এই দাড়ি কামানোর হাতিয়ার বাথরুমে থাকাই স্বাভাবিক। আর ব্লেডগুলো সাধারণত স্টেইনলেস স্টিল দিয়েই তৈরি হয় যাতে পানিতেও মরিচা না পড়ে।

বয়স পঞ্চাশ পেরোলে খাদ্যাভ্যাসে যা বারণ

বয়স যখন পঞ্চাশ ছুঁয়েছে তখন শরীরের কোনো সমস্যাকেই আর অবহেলা করার সুযোগ নেই।

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ধুমপান, মদ্যপান বর্জন, নিয়মিত ব্যায়াম, প্রয়োজনীয় টিকা নেওয়া সবটাই করতে হবে নিয়ম মাফিক। সেই সঙ্গে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করা হল এই বয়সের দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে সুরক্ষিত থাকা কিংবা তা নিয়ন্ত্রণে রাখার অন্যতম প্রধান বিষয়।

নিউ ইয়র্কভিত্তিক পুষ্টিবিদ মেলিসা রিফকিন বলেন, "উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, 'ডাইভার্টিকুলোসিস' আর 'ওস্টিওপোরোসিস'- এই শারীরিক সমস্যাগুলো পঞ্চাশের কোঠায় পৌছালে বেশ আশঙ্কাজনক হয়ে উঠে। বংশগত একটা যোগাযোগ আছে সবগুলো রোগেরই, তবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন আনতে পারলে এই রোগগুলোকে সামলে রাখা যায়।"

'ওস্টিওপোরোসিস' বা হাড় ক্ষয়ে যাওয়া রোগ নিয়ে রিফকিন'য়ের মন্তব্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইটদিস ডটকমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরেক সনদস্বীকৃত পুষ্টিবিদ সিডনি গ্রিন বলেন, "বয়স যত বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হাড়ে ফাটল ধরার আশঙ্কা। তাই এসময় হাড়ের দরকার ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি'য়ের পর্যাপ্ত যোগান।"

"আবার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভিটামিন বি টুয়েলভ শোষণ করার ক্ষমতাও কমতে থাকে। শরীর এই ভিটামিন প্রস্তুত করতেও পারেনা। তাই খাবার থেকে শোষণ করার ক্ষমতাও যদি কমে যায় তখন উপায় 'সাপ্লিমেন্ট'।"

'ভিটামিন বি টুয়েলভ'য়ের অভাবে অবসাদ, বুক ধড়ফড়ানি, খাওয়া রুচি হারানো, ওজন কমে যাওয়া, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি দেখা দিতে পারে বলে জানায় 'যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ হেল'।

পুষ্টিবিষয়ক পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান 'মোর রেজাল্টস'য়ের সহ-প্রতিষ্ঠাতা পুষ্টিবিদ ড্র ক্রিস্টোফার মোর বলেন, "পুষ্টি নিয়ে আলোচনায় ভোজ্য আঁশ অবহেলিত রয়ে যায় অনেকসময়। তবে জরিপ বলে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তাদের দৈনিক চাহিদার অর্ধেক ভোজ্য আঁশ গ্রহণ করেন না। আশার কথা হলো, এই সমস্যা সমাধান করতে কোনো খাবার বাদ দিতে হবে না কিংবা মানতে হবে না কোনো বিশেষ খাদ্যাভ্যাস।"

প্রক্রিয়াজাত খাবার

রিফকিন বলেন, "সকল প্যাকেটজাত খাবারই যে খারাপ তা নয়। তবে অধিকাংশ প্যাকেটজাত খাবারই তৈরি হয় প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে। ফলে তাতে থাকে আলাদাভাবে যোগ করা চিনি, লবণ, 'ট্রান্স ফ্যাট'। এই উপাদানগুলো হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস'য়ের ঝুঁকি বাড়ায়। এজন্য এই খাবারগুলো কেনার সময় প্যাকেটের গায়ের 'ইনগ্রিডিয়েন্ট লিস্ট' বা উপাদানের তালিকা পড়ে দেখার অভ্যাস করতে হবে।"

বাইরে খাওয়া কিংবা প্যাকেটজাত এই খাবারগুলো খাওয়াকে নিয়মিত অভ্যাস বানানো যাবে না। আর যেদিন খাবেন তার পর কয়েকদিন ঘরের স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ভারসাম্য আনতে হবে।

গভীর রাতে খাওয়া

গ্রিন বলেন, "রাতে যদি কারও পর্যাপ্ত ঘুম না হয় তবে তার বিভিন্ন রোগ দেখা দেবেই। আর রাতের ঘুম নির্ভজাল হওয়ার উপায় হল ঘুমানোর দুতিন ঘণ্টা আগেই সকল খাওয়া বন্ধ করা। এতে হজমতন্ত্রে সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পাবেন।"

গভীর রাতে ঘুমানোর আগেভাগে কিছু খেলে তা ওজন বাড়াবে। দেখা দেবে গ্যাস, পেট ফোলাভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া ইত্যাদি। ঘুম হল শরীরের নিজেকে মেরামত করার সময়, খাবার হজম করার নয়। শরীরকে সেসময় হজমে ব্যস্ত থাকতে হলে মেরামতের কাজ থমকে যাবে।

পানির অভাব

রিফকিন বলেন, "বয়স বাড়ার সঙ্গে তৃষ্ণা টের পাওয়া ক্ষমতা কমতে থাকে। ফলে পানি পানের কথা ভুলতে থাকবেন। কারণ তৃষ্ণাই অনুভূত হচ্ছে না। একারণে বয়স যাদের পঞ্চাশের কোঠায় তাদের পানিশূন্যতা দেখা দেওয়া আশঙ্কা থাকে বেশি। এর প্রেক্ষিতে রক্তচাপ কমে, শরীরের তাপমাত্রা বাড়ে, বমিভাব ও বমি হয়। আর পানিশূন্যতার সমাধান করা না হলে তা ডেকে আনতে পারে কোনো দূরারোগ্য ব্যধি, যেমন বৃক্ক নষ্ট হওয়া।"

তিনি আরও বলেন, "বয়স বাড়ার সঙ্গে মানুষের পেশি কমতে থাকে, ফলে শরীরের পানি ধরে রাখার স্থান কমতে থাকে। এতে পানিশূন্যতা দেখা দেওয়া আশঙ্কা আরও বাড়ে। এজন্য তৃষ্ণা না পেলেও নিয়ম করে পানি পান করতে হবে প্রতিদিন নুন্যতম দুতিন লিটার। প্রস্রাবের রং দেখে পানিশূন্যতা ইঙ্গিত বুঝতে হবে। সকালের প্রথম প্রস্রাবের রংটা কিছুটা গাঢ় হবে, তবে পরে তা হালকা হতে থাকবে। সারাদিন প্রস্রাবের রং স্বচ্ছের কাছাকাছি থাকবে।" আঁশ কম এমন খাবার খাওয়া ক্রিস্টোফার মোর বলেন, "খাদ্যাভ্যাস থেকে কোন খাবার বাদ দিতে হবে সেটা না ভেবে, বরং ভাবা উচিত কোন খাবারগুলো যোগ করতে হবে। ভোজ্য আঁশ আছে এমন সবজি ও ফল খাদ্যাভ্যাসে যোগ করতে হবে। এই খাবারগুলো পেট ভরা রাখে লম্বা সময়। যা ওজন নিয়ন্ত্রণ ও কমানো দুটোতেই সহায়ক।"

রিফকিন বলেন, "আঁশের অভাবে হজম, ওজন, রক্তে শর্করার মাত্রা বা কোলেস্টেরল সবকিছুতেই বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।"

রূপচর্চায় ভিটামিন সি সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা

অনেকেই মনে করেন ভিটামিন সি ত্বকে বিবর্ণভাব ফেলে। তবে সেটা সত্যি নয়।

ভিটামিন সি ত্বকের জন্য জরুরি ও উপকারী উপাদান। সিরাম, ফেইস ওয়াশ, ময়েশ্চারাইজার ও নানান প্রসাধনীতে ভিটামিন সি'য়ের ব্যবহার দেখা যায়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে- ত্বক উজ্জ্বল করতে, বিবর্ণতা ও কালোছোপ কমাতে এমনকি কোলাজেনের মাত্রা বাড়াতে ভিটামিন সি ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

এত উপকারিতার পাশাপাশি ভিটামিন সি সম্পর্কে রয়েছে বেশ কিছু প্রচলিত ভুল ধারণা।

'হ্যালো গিগিলস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানানো হল বিস্তারি।

ভ্রান্ত ধারণা: সব ভিটামিন 'সি' একই রকম ক্যালিফোর্নিয়ার ত্বকপরিচর্যার ব্র্যান্ড 'একাডার্মা'র প্রতিষ্ঠাতা ও কস্মেটিক রসায়নবিদ ডা. শাটিং হু বলেন, "ত্বকের যত্নে নানান রকম ভিটামিন সি ব্যবহৃত হয়। এদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে।" যেমন- অ্যাসকরবিক অ্যাসিড সবচেয়ে খাঁটি, কার্যকর এবং ভিটামিন সি'র মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষিত।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রসাধনী নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'ড্রাংক এলিফ্যান্ট'য়ের প্রতিষ্ঠাতা টিফ্যানি মাস্টারসন এর গুণাগুণ ও উপকারিতার জন্য ভিটামিন সি'কে 'গোল্ড স্ট্যান্ডারড' বলে অভিহিত করেন। "অ্যাসকরবিক অ্যাসিড কার্যকর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। ফলে পরিবেশের উন্মুক্ত রেডিকেলের কারণে হওয়া বয়সের ছাপ, ত্বকের ভারসাম্যহীনতা ও মলিনতা কমাতে সহায়তা করে" বলেন তিনি।

এছাড়াও, এর প্রদাহরোধী উপাদান লালচেভাব ও ত্বকের অস্বস্তি কমাতে সহায়তে করে।

ডা. হু বলেন, "অ্যাসকরবিক অ্যাসিড সহজেই বিবর্ণ হয়ে যায় এবং এর প্রভাব পড়ে কার্যকারিতার ওপরে। ফলে ত্বকে সংবেদন দেখা দিতে পারে।"

তিনি আরও বলেন, "অন্যদিকে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড পলিপেপটাইড ভিটামিন সি'র স্থায়ী অবস্থা যা বিবর্ণতা ও অস্বস্তির ঝুঁকি ছাড়াই ভিটামিন সি'য়ের উপকারিতা দান করে।" ভিটামিন সি'য়ের বিবর্ণতা এড়াতে সূর্যের আলো থেকে দূরে রাখার জন্য তা কালো কাঁচের পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়।

ভ্রান্ত ধারণা: ভিটামিন সি সূর্যের আলোতে সংবেদনশীলতা বাড়ায়

মাস্টারসন বলেন, "ভিটামিন সি ত্বক এক্সফলিয়েট করে না তাই এতে সংবেদনশীলতা সৃষ্টি হয় না। গবেষণা অনুযায়ী সানস্ক্রিন ব্যবহারের আগে ভিটামিন সি সেরাম ব্যবহার সুরক্ষার দ্বিতীয় স্তর হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও, ত্বকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বাড়ায় ও সুরক্ষার স্তর দৃঢ় করে।" ক্যান্ডেস ম্যারিনো হলিউডের জনপ্রিয় সৌন্দর্যবিদ এবং ফেইশল বিশেষজ তিনিও ত্বকের যত্নে সকালে এই দুই ধাপ অনুসরণ করা উচিত বলে মনে করেন।

ভ্রান্ত ধারণা: ভিটামিন সি সক্রিয় উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায় না এটা ত্বকের ধরন ও সহ্য ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। ত্বকের ধরন ভেদে কিছু ভিটামিন সি এক্সফলিয়েটিং উপাদান আলফা হাইড্রোক্সি অ্যাসিড (এএইচএ), বিটা হাইড্রোক্সি অ্যাসিড (বিএইচএ) বা রেটিনলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে।

ম্যারিনো ত্বকে ভিটামিন সি ব্যবহারের পরে ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রয়োজনীয় অ্যাসিড ও রেটিনল ব্যবহার শুরু করার পরামর্শ দেন। এতে ত্বক সহিষ্ণু হয়ে উঠবে। মাস্টারসনের মতে, "ভিটামিন সি কিছু কার্যকর উপাদানের সঙ্গে ভালো কাজ করে। যেমন- সানস্ক্রিনের নিচে ভিটামিন সি সেরাম ত্বকের সুরক্ষার স্তর আরও জোরালো করে এবং পেপটাইডের সঙ্গে ভিটামিন সি ব্যবহার কোলাজেন বাড়াতে ও সুরক্ষার স্তর ভালো রাখতে সাহায্য করে।"

ভ্রান্ত ধারণা: ভিটামিন সি বিবর্ণতা বাড়ায় মাস্টারসন বলেন, "বরং ভিটামিন সি বিশেষত, অ্যাসকরবিক অ্যাসিড ত্বকের রংয়ের ভারসাম্যহীনতা ও বিবর্ণতা কমাতে সহায়তা করে।" তিনি আরও বলেন, "অ্যাসকরবিক অ্যাসিড বাড়তি মেলানিন উৎপাদন কমায়। ফলে বাদামি দাগ, প্রদাহ ও দাগের গাঢ়ভাব কমাতে সহায়তা করে।"

সঠিক সুগন্ধি নির্বাচনের উপায়

নিজের সঙ্গে কোন সুগন্ধি ভালো যাবে বা কতক্ষণ স্থায়ী হবে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা দরকার।

অনেকে আবার অন্যের ব্যবহৃত সুগন্ধ পছন্দ করে নিজের জন্য সংগ্রহ করেন। তবে দেখা যায় সেটা নিজের ক্ষেত্রে ভালো যাচ্ছে না। এর পেছনে রয়েছে নানান কারণ। ভারতের 'আজাহ পরফিউমস'য়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সুগন্ধি বিশেষজ্ঞ আকাঙ্ক্ষা বিশত এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন। টাইমস অফ ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।

নির্দেশিকার দিকে মনোযোগ দেওয়া

প্রতিটা সুগন্ধিতে আলাদা আলাদা নির্দেশিকা থাকে যা সামগ্রিক ঘ্রাণ নির্ধারণ করে। সাধারণত তিনটি ভিন্ন ধাপ থাকে- বেইজ, টপ, মধ্যম বা হার্ট। আর এগুলো একসঙ্গে নির্দিষ্ট সুগন্ধ হিসেবে কাজ করে। সুগন্ধগুলো সাধারণত বিভিন্ন নোট হিসেবে ভাগ করা হয়।

যেমন- ফুলের ভিন্ন সুগন্ধ গোলাপ, গার্ডেনিয়া, জেরানিয়ামের মতো গন্ধ। সিট্রাস বা টক-জাতীয় ফল যেমন আপেলের সুগন্ধ।

ভিন্নধর্মী ও কড়া সুগন্ধির মধ্যে রয়েছে মসলাদার ঘ্রাণ যেমন- স্টার অ্যানিস বা দারুচিনির ঘ্রাণ।

এভাবে বিভিন্নভাবে ভাগ করা গন্ধগুলো নিজের রুচি অনুযায়ী নির্দেশিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

ঘনত্ব নির্বাচন করা

ঘনত্বে ভিত্তিতে সুগন্ধি চার রকমের হয়ে থাকে। ঘনত্ব যত বেশি, দামও তত বেশি হয়। সাধারণত বেশি ঘনত্বের সুগন্ধি শক্তিশালী ঘ্রাণ ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এটা সম্পূর্ণ একটা দিন স্থায়ী হতে পারে।

এর পরের স্তর হল 'উ দো পার্ফাম' যা ব্যবহারের পর সাধারণত ছয় ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

চুলের যত্নে প্রাকৃতিক তেল

কেশ পরিচর্যায় শুধু নারিকেল তেল নয়, অন্যান্য তেলও ব্যবহার করা যায়। আর একেক তেল একেক রকম উপকার বয়ে আনে। তেল চুলের খাদ্যের মতো কাজ করে। অর্থাৎ চুল পুষ্ট রাখতে চাইলে নিয়মিত তেল ব্যবহারের বিকল্প নেই। প্রাকৃতিক তেল চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ও সুন্দর রাখতে সহায়তা করে।

ফেমিনা ডট ইন'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে চুলের জন্য উপকারী বলে পরিচিত কিছু প্রাকৃতিক তেল সম্পর্কে জানান হল। কাঠ বাদামের তেল মিষ্টি কাঠ বাদাম তেল উচ্চ ভিটামিন ই এবং ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ যা চুলকে মসৃণ ও চকচকে করে। পাশাপাশি মাথার ত্বকের শুষ্কতা ও চুলের কেঁকড়াভাব দূর করতে সহায়তা করে। অতিরিক্ত খুশকি এবং মাথার ত্বকের জমে থাকা মৃত কোষ দূর করতে সারারাত কাঠ বাদামের তেল ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল দেয়। তেল শোষণের জন্য ভালো মতো মালিশ করে প্রয়োজন।

নারিকেল তেল চুলে তেল ব্যবহারের কথা বললেই প্রথমেই মাথায় আসে নারিকেল তেলের কথা। নারিকেল তেল ল্যরিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ যা চুলের মসৃণতা বজায় রাখে। চুলের প্রোটিনের ক্ষয় কমাতে ও শোষণ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। তাই চুল ঘন ও লম্বা করতে নারিকেল তেল নিয়মিত ব্যবহার করা উপকারী। আর্গন তেল শুষ্ক, রুক্ষ ও নির্জীব চুলের জন্য আর্গন তেল অনেকেটা আশীর্বাদের মতো। চুল বিশেষজ্ঞ ও সজ্জাকারীরা চুলের যত্নে আর্গন তেল ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এতে আছে পুষ্টি উপাদান, ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা চুলকে চকচকে ও কোমল করে।

চুলে প্রাণবন্তভাব আনতে এই তেল 'লিভ ইন মাস্ক'য়ের মতো ব্যবহার করা যায়। ভৃঙ্গরাজ তেল ভৃঙ্গরাজ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বেশ পরিচত নাম। এতে আছে লৌহ ও ভিটামিন যা চুলের অকাল পক্কতা, চুল পড়া, খুশকি এবং ক্ষয় রোধ করে। ভৃঙ্গরাজ গাছ থেকে নেওয়া তেল চুলের বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে এবং উজ্জ্বলতা বাড়ায়। জলপাইয়ের তেল এর প্রদাহরোধী উপাদান মাথার ত্বকের জ্বলুনি ও র‍্যাশ কমায়। জলপাইয়ের তেল চুল মসৃণ ও সুনিয়ন্ত্রিত রাখে। এছাড়াও চুল সোজা রাখতে ও ঘন করতে সহায়তা করে জলপাইয়ের তেল।

ছবির মডেল: বন্যা। আলোকচিত্র: রাইনা মাহমুদ। বিন্যাস ও পরিকল্পনা: আলি আফজাল নিকোলাস। সৌজন্যে: ত্রয়ী ফটোগ্রাফি স্টুডিও।

জাতীয় প্রেস দিবসে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা হাইলাকান্দিতে সাংবাদিকদের ডেকে অপমান, পৃথক অনুষ্ঠান ব্লু ফ্লাওয়ার্সে

হাইলাকান্দি (অসম), ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : জাতীয় গণমাধ্যম দিবসে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হাইলাকান্দিতে। সাংবাদিকদের প্রতিবাদ, ক্ষোভ ও পরবর্তীতে প্রতিবাদী সভার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে এবারের জাতীয় প্রেস দিবসের অনুষ্ঠান। জেলার ইতিহাসে প্রথমবার এ ধরনের অপরিকল্পিত অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে বলে অভিযোগ সাংবাদিকদের। এখানেই শেষ নয়, সাংবাদিকদের ডেকে অপমানিত করারও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। 'আজ ১৬ নভেম্বর জাতীয় প্রেস দিবস। এবারের থিম 'সংবাদ মাধ্যমকে কে না ভয় করে?' আপনাদের পাঁচ মিনিটের সময় দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে যা বলার বলতে পারেন।' এভাবেই হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের আয়োজিত জাতীয় প্রেস দিবসের অনুষ্ঠান শুরু করেন জেলাশাসক রোহনকুমার ঝা। প্রতি বছর ১৬ নভেম্বর তারিখটি দেশে জাতীয় প্রেস দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। এ বছরও দেশে জুড়ে পালন করা হয়েছে এই দিনটি। হাইলাকান্দি জেলায় অতীতে জেলা প্রশাসন, জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এবং হাইলাকান্দি প্রেস ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হত এই অনুষ্ঠান। কিন্তু এ বছর প্রেস ক্লাবকে বাদ দিয়ে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের। জেলাশাসক রোহনকুমার ঝা-র পৌরোহিত্যে তাঁর সরকারি কার্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ১১টায়। সভায় প্রথমে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হক চৌধুরী। এর পর তিনি 'ওয়ান ম্যান আর্মি' হয়ে নিজে নাম ঘোষণা করে একে একে বরণ করেন জেলাশাসক রোহনকুমার ঝা ও প্রবীণ সাংবাদিক সন্তোষ মজুমদারকে।অনুষ্ঠানে জেলাশাসক বরণ করেন আরেক প্রবীণ সাংবাদিক দেবদাস পুরকায়স্থ এবং দুই নির্দিষ্ট বক্তা প্রবীণ সাংবাদিক নীতীশ ভট্টাচার্য ও শতানন্দ ভট্টাচার্যকে। সভায় নির্ধারিত বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন এই দুই বক্তা। এর পরই সভার পরিচালক তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হক চৌধুরীর ধন্যবাদসূচক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে অনুষ্ঠানের। আর এ নিয়েই সাংবাদিকদের মধ্যে সৃষ্টি হয় চরম ক্ষোভের। হাইলাকান্দি জেলার ইতিহাসে এ ধরনের অপরিকল্পিত অনুষ্ঠান আগে হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সাংবাদিকরা। জেলাশাসক কার্যালয় চত্বরে জমায়েত হয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে তাঁরা। বিক্ষোভকারীরা বলেন, এই অনুষ্ঠান নিয়ে জেলাশাসকের তেমন কোনও আগ্রহই দেখা যায়নি। কারণ সভার সভাপতি হিসেবে এক মিনিটের একটি বক্তব্যও পেশ করেননি জেলাশাসক। তাছাড়া জেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের ডেকে এনে রীতিমতো অপমান করে হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। জেলার কোনও একজন সাংবাদিককে জেলা প্রশাসনের তরফে একটি উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান না জানানো এবং সামান্য দু-একটি কথাও বলতে দেওয়া হয়নি, অভিযোগ করেন তাঁরা। তাছাড়া, একজন নির্দিষ্ট বক্তা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়ে সাংবাদিকরা বলেন, জেলায় বর্তমানে কর্মরত অনেক প্রবীণ সাংবাদিক রয়েছেন।

২২শে মমতা যাচ্ছেন দিল্লি বৈঠক হতে পারে মোদীর সঙ্গে

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : ফের দিল্লি সফরে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনদিনের সেই সফরে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করবেন বলে সূত্রের খবর।

রাজ্যের বকেয়া পাওয়ার দাবি, বিএসএফের কাজের ক্ষমতাবৃদ্ধি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবিদাওয়া নিয়ে মমতা-মোদির সাক্ষাৎপর্বে উঠতে পারে এই মুহূর্তের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের আপত্তির কথা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকেই জানাতে চান মুখ্যমন্ত্রী।

সূত্রের খবর, ২২ নভেম্বর দিল্লি যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফিরবেন ২৫ তারিখ। মাঝে যে দু'দিন রাজধানীতে থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তারই মধ্যে একদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা তাঁর। এছাড়াও রাজধানী সফরে গেলে একাধিক বিরোধী দলের নেতানেত্রীদের সঙ্গে মমতার সাক্ষাৎ বাঁধাধরা কর্মসূচির মধ্যে পড়ে। এবারও তেমনই কয়েকটি সাক্ষাৎপর্ব হতে পারে তাঁর।

মূল নজর মোদির সঙ্গে মমতারে বৈঠকের দিকে। সোমবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সঙ্গে ভারচুয়ালি বৈঠক করেছেন রাজ্যের অর্থপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সেখানে রাজ্যের বকেয়া নিয়ে আলোচনা করেন দু'জন। মোদির সঙ্গে বৈঠকে এই হিসেবেনিকেশ নিয়ে কথা হওয়ার সম্ভাবনা।

রাজ্যের অভ্যন্তরে বিএসএফের কাজের সীমাবৃদ্ধি সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করেছে করেছে কেন্দ্র। এখন থেকে রাজ্যের ভিতরে ৫০ কিলোমিটার ঢুকে কাজ করতে পারবেন বিএসএফ জওয়ানরা। আগে তা ছিল ১৫ কিলোমিটার। এই নয়া কেন্দ্রীয় নীতি নিয়ে স্পষ্ট আপত্তি আছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের। মঙ্গলবার বিধানসভায় এই সংক্রান্ত বিল পেশ হবে। দিল্লিতে মোদির সঙ্গে বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গটিও সরাসরি তুলতে পারেন বলে খবর। এছাড়া ২৯ নভেম্বর থেকে সংসদে শুরু হবে শীতকালীন অধিবেশন। সেখানে একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরোধিতায় সরব হবেন তৃণমূল সাংসদরা। রণকৌশল ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গিয়েছে। তার ঠিক আগের সপ্তাহে তৃণমূল সুপ্রিমোর দিল্লি সফর বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

ধোঁয়াশা কাটছেই না, দিল্লির বাতাস এখনও দূষণের কবলে

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লির বাতাসে এখনও কোনও উন্নতি নেই। বরং আরও দূষণের কবলে চলে যাচ্ছে রাজধানী বাতাস। মঙ্গলবারও দিল্লির বাতাসের গুণগত মান ছিল ''ভীষণ খারাপ''। দিল্লির বাতাসে একদিন গুণগত মান ছিল ৩৯৬। শুধুমাত্র দিল্লি নয়, এদিন সকালে সংলগ্ন উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৪৯, গ্রেটার নয়ডায় ৩৫৯, গুরুগ্রামে ৩৬৩ এবং নয়ডায় ৩৮২। গত কয়েকদিনের মতো এদিন সকালেও ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল দ্বারকা সেক্টর-৮, পটপরগঞ্জ, আলিপুর, শাদিপুর, পঞ্জাবি বাগ প্রভৃতি এলাকা। দিল্লিবাসী এখন শুধুমাত্র দূষণ থেকে পরিত্রাণ চাইছে। ধোঁয়াশা ও দূষণ এতটাই বেশি রয়েছে যে শ্বাসকষ্ট অনুভব করেছেন অনেকেই। দৃশ্যমানতার অভাবের জন্য যানবাহন চলাচলও বিঘ্নিত হচ্ছে।

কলকাতার মেয়র পদপ্রার্থী বাবুল ? কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : "তৃণমূল ওঁকে ঝুনঝুনি ছাড়া কিছুই দেবে না।" এই ভাষাতেই বাবুল সুপ্রিয়কে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

ফের লেগে গেল বাবুল সুপ্রিয় ও দিলীপ ঘোষের মধ্যে। এ বার প্রসঙ্গ আসন্ন পুরভোট। দিন কয়েক ধরেই জল্পনা তৈরি হয়েছে, আসন্ন কলকাতা পুরভোটে বাবুল সুপ্রিয়কে মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে তুলে ধরতে পারে তৃণমূল। আরও শোনা যাচ্ছে, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারে মেয়র হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন সদ্য বিজেপি-র সাংসদপদ ছাড়া বাবুল। এ বার তা নিয়ে খোঁচা দিলেন দিলীপবাবু।

নিউটাউনের ইকো পার্কে দিলীপ বাবু মঙ্গলবার সকালে তেমনই মুখ খুললেন একদা সতীর্থ বাবুলের উদ্দেশে বললেন, "তৃণমূল বাবুলের জন্য কিছুই করবে না। কিছুই দেবে না। এখন ঝুনঝুনি দিচ্ছে।" বিজেপি-তে থাকার সময় বাবুল-দিলীপ দ্বৈরথ' ছিল চর্চার বিষয়। কিন্তু ইদানীং বাবুল বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। সাম্প্রতিক জল্পনা, আসন্ন কলকাতা পুরভোটে মেয়র পদপ্রার্থী করা হতে পারে বাবুলকে। কারণ এক ব্যক্তি, এক পদ নীতিতে এ বার ফিরহাদ হাকিমের মেয়র হওয়ার সম্ভাবনা কম। এই প্রসঙ্গেই সাম্প্রতিক জল্পনা নিয়ে প্রশ্ন করা হল দিলীপ ঘোষকে। তার উত্তরে এ কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি প্রশ্ন তোলেন, 'বাবুল কবে কলকাতায় কাজ করলেন? উনি তো কলকাতার ভোটারই নন!' ঘটনাচক্রে, আগে কলকাতার কৈলাস বোস স্ট্রিট এলাকার ভোটার হলেও আসানসোলের সাংসদ হওয়ার পরে সেখানকার ভোটার হয়ে যান বাবুল। তবে উত্তর কলকাতার কৈলাস বোস স্ট্রিটে বাবুলের পৈত্রিক বাড়িটি এখনও রয়েছে। বাবুল সেই ওয়ার্ডের ভোটার হয়ে নির্বাচনে লড়বেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। বরং তৃণমূলের একটি সূত্রের দাবি, দক্ষিণ কলকাতার তিনটি ওয়ার্ডের কথা প্রাথমিক ভাবে দল ভেবে রেখেছে। এর মধ্যে একটি ওয়ার্ডে ২০১৫ সালে জয় পেয়েছিল বাবুলের পুরনো দল বিজেপি।

নারদ মামলায় অন্তর্বর্তী জামিন শোভন, ফিরহাদ, মদনের

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : নারদ মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের মেয়াদ আরও বাড়ল রাজ্যের তিন ওজনদার রাজনীতিবিদের। মঙ্গলবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজিরা দিয়ে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়। এদিন আদালতে শোভনের সঙ্গে ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এই মামলায় শোভনবাবু আইনি জটিলতায় জড়ানোর পর থেকেই বৈশাখীদেবী তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। এদিন আদালতে এসেও ফের তা প্রমাণ করলেন প্রাক্তন অধ্যাপিকা। নারদ মামলার পরবর্তী শুনানি ২৮ জানুয়ারি।

মে মাসের ১৭ তারিখ নারদ মামলায় তৃণমূলের তিন বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে সিবিআই। ওইদিন চারজন গ্রেফতার হওয়ার পরই নিজাম প্যালেসে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। সেখানে প্রায় ৬ ঘণ্টা ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দফতরের বাইরে ভিড় এত বেড়ে যায় যে বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করে সেই ভিড় সামলাতে হয়। এই ঘটনাকে খুব একটা ভাল চোখে দেখেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাদের অভিযোগ, জনপ্রিয় নেতাদের গ্রেফতারির প্রতিবাদে চাপ তৈরি করছে দল। সিবিআই আধিকারিকদের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এ নিয়ে হাই কোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টের দোরগোড়ায় বিচারের জন্য মামলাটি পেশ করা হয়। সেসব জট কাটিয়ে শর্তসাপেক্ষে জামিন পান ৪ নেতা, মন্ত্রী। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মৃত্যু হয় রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের। ফলে এই মুহূর্তে নারদ মামলার মূল অভিযুক্ত হিসেবে রয়েছেন ৩ জন। ইডি-র দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে তাঁরাই আজ গেলেন ব্যাঙ্কশাল আদালতে। এদিন প্রত্যেকের ২০ হাজার টাকা ব্যক্তিগত বন্ড এবং দেশের বাইরে না বেরনোর শর্তে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর হয়েছে। পাশাপাশি এই তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে তাঁদের। সূত্রের খবর, এ মাসেই গোয়া যাওয়ার কথা ফিরহাদ হাকিমের। তা যাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও আইনি জটিলতা রইল না।

জিনপিংয়ের সঙ্গে বার্তালাপ বাইডেনের, বিভিন্ন বিষয়ে দুই রাষ্ট্রনেতার মতবিনিময়

ওয়াশিংটন, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বার্তালাপ করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। হোয়াইট হাউস থেকেই ভার্চুয়ালি জিনপিংয়ের সঙ্গে বার্তালাপ করেছেন জো বাইডেন। চিনের প্রেসিডেন্টকে জো বাইডেন বলেছেন, আমেরিকা-চিন ''সংঘাত'' রুখতে ''গার্ডেল'' প্রয়োজন। আবার বাইডেনকে চিনের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, যোগাযোগ আরও উন্নত করতে হবে আমেরিকা ও চিনকে।

চিনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন, আমেরিকা ও চিনের সম্পর্ক যাতে সংঘাতের দিকে না যায় তা নিশ্চিত করার জন্য উভয়েরই দায়িত্ব। বাইডেন আরও বলেছেন, দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাড়াতে হবে।

উত্তর প্রদেশে এসইউভি ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ৪, প্রাণে বাঁচলেন দু''জন

হামিরপুর, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের হামিরপুর জেলায় এসইউভি গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৪ জন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণে বাঁচলেও গুরুতর আহত হয়েছেন দু''''জন। সোমবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হামিরপুর জেলায় প্রেমনগর এলাকায় কানপুর-সাগর হাইওয়ের উপর। মৃতদের নাম-চন্দ্রেশ (৪৬), তাঁর স্ত্রী মীনা (৪৫), মোহিনী (৫০) এবং কাজল (১৪)। গুরুতর আহত অবস্থায় দু''''জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে পুলিশ সুপার কমলেশ কুমার দীক্ষিত জানিয়েছেন, মোদাহাতে আত্মীয়র বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন তাঁরা। সোমবার গভীর রাতে প্রেমনগর এলাকায় কানপুর-সাগর হাইওয়ের উপর এসইউভি গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৪ জনের এবং দু''''জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পরই পালিয়ে যায় ট্রাকের চালক।

স্কুল উন্মুক্ত পশ্চিমবঙ্গে, চলবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পঠন-পাঠন

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): করোনা-অতিমারির জন্য দীর্ঘ দেড় বছর বন্ধ থাকার পর অবশেষে মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে খুলল স্কুল। আপাতত চলবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পঠন-পাঠন। কলকাতা থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কোচবিহার থেকে জলপাইগুড়ি-রাজ্যের সবর্তই এদিন থেকেই খুলেছে স্কুল। দীর্ঘ দেড় বছর পর স্কুলে ফিরে ভীষণ খুশি ছাত্র-ছাত্রীরা। করোনা-বিধি মেনেই খুলেছে স্কুল। সরকারি স্কুলের পাশাপাশি মঙ্গলবার থেকেই কলকাতার অধিকাংশ বেসরকারি স্কুলেও শুরু হয়েছে ক্লাস। সাউথ পয়েন্ট, ডন বস্কো, ডিপিএস রুবি পার্ক, ফিউচার ফাউন্ডেশন, লা মার্টিনিয়ারের মতো স্কুলগুলিতে ক্লাসে উপস্থিত হয়েছেন পড়ুয়ারা। দেড় বছর পর স্কুলে ফিরে খুশি পড়ুয়ারা। দীর্ঘদিন পর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন তাঁরা। পড়ুয়াদের এত দিন পর কাছে পেয়ে খুশি শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। অনেক বেসরকারি স্কুল তাই কলম বা ফুল দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে পড়ুয়াদের। কলকাতার বেসরকারি স্কুলগুলিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই ক্লাসঘরে বসানো হয়েছে পড়ুয়াদের। ক্লাসঘরে একে অপরের থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব মেনেই বসানো হয়েছে। ক্লাস শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টা আগে স্কুলে উপস্থিত হতে হবে পড়ুয়াদের। শিক্ষা দফতরের সাম্প্রতিক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, স্কুলের গেটে তিন জনকে অবশ্যই মোতায়েন করতে হবে। পড়ুয়ারা মাস্ক পরে এসেছে কি না, জীবাণুনাশের কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কি না, সেগুলো দেখার পাশাপাশি মাপতে হবে পড়ুয়াদের শরীরের তাপমাত্রা। করোনা অতিমারির সময় অনলাইন পদ্ধতি পড়াশোনার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মঙ্গলবার থেকে স্কুল খুলে যাওয়ায় অফলাইন ক্লাসও শুরু হল। তবে ক্লাসে সমস্ত পড়ুয়াদের যেহেতু এক সঙ্গে উপস্থিত হতে পারছে না, তাই অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইন ক্লাসও চলছে।

স্কুলের পাশাপাশি এদিন থেকেই খুলেছে কলেজও। বেথুন, স্কটিশ চার্চ, বঙ্গবাসী, আশুতোষের মতো কলেজগুলি খুলে যাচ্ছে। কলেজের পাশাপাশি যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ও খুলছে। তবে সপ্তাহে সব দিন ক্লাস হবে না কলেজগুলিতে। কোন দিন কোন বিভাগের ক্লাস, তা ঠিক করছেন কলেজ কর্তৃপক্ষয় কলেজে ক্লাস করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ কলেজই জোর দিয়েছে টিকাকরণে। একটি টিকা নেওয়া থাকলেই ক্লাস করা যাবে কিছু কলেজে। কিছু কলেজে ক্লাস করতে গেলে টিকার দু'টি ডোজ বাধ্যতামূলক।

বহুগুন বেড়েছে ডিজিটাল লেনদেন, টুইটে জানালেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : নোটবন্দীর পাঁচ বছরপূর্তিতে সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে ফের মুখর হয়েছিলের বিরোধীরা। মঙ্গলবার বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি টুইটে জানালেন দিলীপ ঘোষ, বহুগুন বেড়েছে ডিজিটাল লেনদেন।

টুইটারে তিনি দলের গ্রাফ টুইট করে লিখেছেন, "ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভারতীয় অর্থনীতিকে রূপান্তরিত করেছে। ডিজিটাল লেনদেনের মূল্য ২০১৬ সালে ছিল মাত্র ৬৯ বিলিয়ন টাকা। ২০২০-'২১ সালে তা ৪১,৩০৬ বিলিয়ন টাকায় বেড়েছে। রূপে কার্ডে লেনদেন ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে যেখানে ছিল ২৮৯ পিওএস (পয়েন্ট অফ সেল অর্থাৎ বিক্রয়কেন্দ্রে), সেখানে ২০২০-'২১-এ তা হয়েছে ১ হাজার ১৬৯।"

এদিকে, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে মানুষের হাতে নগদ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের। সোমবার সন্ধ্যায় দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সঙ্গে বৈঠকে এমনই প্রস্তাব দিয়েছেন এ রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। পরিকাঠামো এবং শিল্পের উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকে ডেকেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। সেই বৈঠকে রাজ্যের মানুষের হাতে টাকা পৌঁছে দেওয়া এবং অর্থনীতিকে সচল করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছেন, সেই কথা তুলে ধরেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে বলেন, "রাজ্যগুলির অবস্থান ভাল হলে তবেই দেশের সার্বিক অবস্থা ভাল হবে, এবং সেটাই কাঙ্ক্ষিত। মানুষের হাতে টাকা পৌঁছনো খুবই জরুরি। না হলে অর্থনীতির চাকা মসৃণভাবে ঘুরতে পারবে না। এখন মানুষের হাতে টাকা পাঠানোর মতো পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে কেন্দ্রকে। শুধুমাত্র নির্বাচনী চমক দিয়ে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের কথা বললে চলবে না।" রাজ্য জানিয়েছে, কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স ৪.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে অক্টোবর মাসে। পরিযায়ী শ্রমিক ফিরতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ এখনও শিল্প কারখানাগুলি তাদের কাজ দিতে পারছে না। গত অর্থবর্ষের তুলনায় জিডিপি ২৪.৪ শতাংশ হলেও চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে ২০.১ শতাংশ হয়েছে। যেটা কখনওই আশাব্যঞ্জক হতে পারে না। এমনকি ব্যক্তিগত ক্রয় ক্ষমতা ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের তুলনায় এখন অনেকটাই কম।

ক্যাগ একটি ঐতিহ্য, প্রতিটি প্রজন্মের তা আগলে রাখা উচিত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): ভারতের নিয়ন্ত্রক ও অডিটর জেনারেল অর্থাৎ কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অব ইন্ডিয়া (ক্যাগ)-কে ঐতিহ্য আখ্যা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই ক্যাগ-কে প্রতিটি প্রজন্মের আগলে রাখা উচিত বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথম অডিট দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার ক্যাগ অফিসে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন ক্যাগ অফিসে সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের একটি মূর্তি উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রথম অডিট দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'খুব কম প্রতিষ্ঠানই রয়েছে যে গুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী, আরও পরিপক্ক এবং প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান কয়েক দশক পরে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। কিন্তু ক্যাগ একটি ঐতিহ্য এবং প্রতিটি প্রজন্মের তা আগলে রাখা উচিত। এটি একটি বিশাল দায়িত্ব।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'একটা সময় ছিল যখন অডিটকে সন্দেহ ও ভীতির নজরে দেখা হত। ক্যাগ বনাম সরকার আমাদের সিস্টেমের সাধারণ মানসিকতা হয়ে উঠেছে। কখনও কখনও আধিকারিকরা মনে করতেন ক্যাগ সব কিছুর দোষ দেখে। কিন্তু সেই মানসিকতা বদলে গেছে। এখন অডিট মূল্য সংযোজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'সরকারের কাজের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ক্যাগের একটি বহিরাগত দৃষ্টিভঙ্গির সুবিধা রয়েছে। আপনারা আমাদের যা বলেন, তার মাধ্যমে আমরা পদ্ধতিগত উন্নতি করি। আমরা তা সহযোগিতা হিসাবে দেখি।' প্রথম অডিট দিবসে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আমরা অব্যবহৃত এবং কম-ব্যবহৃত উপাদান নগদীকরণের সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেই সিদ্ধান্তগুলির ফলস্বরূপ আমরা পুনরুজ্জীবিত অর্থনীতি পেয়েছি, যা বিশ্বজুড়ে আলোচিত এবং স্বাগত জানিয়েছে।'

বাংলাদেশি তকমায় অভিযুক্ত বালিপিপলার দিগেন্দ্র রায়ের পক্ষে আইনি লড়াইয়ের ব্যবস্থা করবেন পাথারকান্দির বিধায়ক

পাথারকান্দি (অসম), ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : বাংলাদেশি অভিযোগে অভিযুক্ত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার লোয়াইরপোয়া ব্লকের অন্তর্গত বালিপিপলার বাসিন্দা দিগেন্দ্র রায়ের পক্ষে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। প্রসঙ্গত, ভারতীয় নাগরিক বলে যাবতীয় নথিপত্র থাকার পরও বিগত ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশি অভিযোগে দিগেন্দ্র রায় বর্তমানে শিলচর বিদেশি ট্রাইব্যুনালের অধীনে বিচারাধীন। এনআরসি নবায়নের সময় কাগজপত্র দাখিলের পর হঠাৎ করে বাড়ি থেকে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। এভাবেই কেটে যায় বেশ কয়েক বছর। তাঁকে খুঁজে বের করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী এক দুর্ঘটনায় কোমর ভেঙে বর্তমানে বাড়িতে শয্যাশায়ী।

জানা গেছে, সন্দেহের বশে দিগেন্দ্র রায়কে বাংলাদেশি নাগরিক অভিযোগে শিলচরের সেন্ট্রাল জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। কিন্তু তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় এতদিন তাঁর বসতবাড়ি সম্পর্কে সঠিক করে কিছু বলতে না পারায় দীর্ঘদিন তাঁকে কারাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে বিনা বিচারে বন্দি থাকতে হয়। সম্প্রতি দিগেন্দ্রবাবু নিজের ঠিকানা ও পরিচয় দিলে ট্রাইব্যুাল কর্তৃপক্ষ সামাজিক মাধ্যমে তাঁর পরিচয় দিয়ে পরিবারের লোকদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন।

সামাজিক মাধ্যমে এই খবর পরিবারের কাছে পৌঁছে। এতে তাঁর পরিবার দিগেন্দ্র রায় বেঁচে আছেন বলে নিশ্চিত হয়। কিন্তু বর্তমানে তাঁকে আইনি মারপ্যাঁচের দরুন পরিবারের কাছে সমঝে দিতে পারছেন না ট্রাইব্যুনাল কর্তৃপক্ষ। এই খবর পেয়ে হতদরিদ্র দিগেন্দ্র রায়ের পরিবারের সদস্যরা আবারও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। কেনন, তাঁদের পক্ষে ব্যয়বহুল আইনি লড়াইয়ে নামা মুশকিল হয়ে পড়েছে।

গোটা ঘটনা জানতে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের ব্যক্তিগত সহায়ক প্রীতিশ দাস দিগেন্দ্র রায়ের অসুস্থ স্ত্রী অঞ্জনা রায়ের সঙ্গে কথা বলেন। পরে সমগ্র ঘটনা বিধায়ককে অবগত করেন প্রীতিশ দাস। প্রীতিশের কাছে বিষয়টি শুনে দিগেন্দ্র রায়কে আইনি লড়াইয়ে সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। এই পরিস্থিতিতে বিধায়ক দিগেন্দ্র রায়ের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন অসহায় হতদরিদ্র রায় পরিবারের মানুষজন

পথ দুর্ঘটনায় দশজনের মৃত্যু : বৈঠাখালের সরুচলিতায় জাতীয় সড়কে সংস্থাপিত দুর্ঘটনা-প্রবণ সাইনবোর্ড

পাথারকান্দি (অসম), ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দির বৈঠাখালে গত ১১ নভেম্বর ছট পুজোর শেষ দিন সংঘটিত ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় দশজনের মৃত্যুর পর অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের অভিশপ্ত সরুচলিতাকে দুর্ঘটনা-প্রবণ এলাকা বলে একটি সাইনবোর্ড সংস্থাপন করেছে এনএইচ (পূর্ত) কর্তৃপক্ষ।

গতকাল সোমবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বৈঠাখালের সরুচলিতা এলাকায় সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড বসিয়েছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন স্থানীয়রা। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার সকালে ছট পূজা শেষে ইচাবিল থেকে একটি অটো রিকশায় নয় যাত্রী তাঁদের লঙ্গাই বাগানে তাঁদের স্বগৃহে ফেরার সময় বিপরীত দিক থেকে আগত একটি সিমেন্ট বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রত্যেকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল সরুচলিতা এলাকায়। কেবল গত ১১ তারিখই নয় এই সরুচলিতা এলাকায় ইতিপূর্বে একাধিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তাই ওই এলাকাকে দুর্ঘটনা-প্রবণ বলে চিহ্নিত করে সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড বসানোর জন্য স্থানীয়রা বহুবার জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি কামনা করেছিলেন

এদিকে বৈঠাখালে সেদিন দুর্ঘটনার পর অকুস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করে গিয়েছিলেন রাজ্য পরিবহণ বিভাগের কর্মকর্তারা। তাঁরা ওই স্থানকে ব্ল্যাক স্পট এরিয়া বলে ঘোষণা করতে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানান। তাঁদের আবেদনে অবশেষে এনএইচ (পূর্ত) এবং জেলা দুর্যোগ প্রমশন বিভাগ এলাকাটিকে দুর্ঘটনা-প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড লাগিয়েছে।

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে স্যাটেলাইট ধ্বংস করল রাশিয়া, ক্ষুব্ধ আমেরিকা

মস্কো, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিজেদের স্যাটেলাইট ধ্বংস করল রাশিয়া। এতে ক্ষুব্ধ আমেরিকা। কারন সেখান থেকে তৈরি বর্জ্যের ফলে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের ক্রুরা স্টেশনের ভেতরে ক্যাপসুলে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছে।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, অ্যান্টি-স্যাটেলাইট মিসাইলের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ রাশিয়া অ্যান্টি-স্যাটেলাইট মিসাইল নিক্ষেপ করে নিজেদের একটি স্যাটেলাইটকে ধ্বংস করেছে।এতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে আমেরিকা। দেশটি জানিয়েছে, রাশিয়ার অ্যান্টি-স্যাটেলাইট মিসাইল নিক্ষেপ আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে অবস্থানরত ক্রুদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে।

আমেরিকার বিদেশ দফতরের মুখপাত্র নেড প্রাইস এক ব্রিফিংয়ে বলেছেন, রাশিয়া তাদের একটি স্যাটেলাইটকে লক্ষ্য করে বেপরোয়াভাবে পরীক্ষামূলক মিসাইল ছুঁড়েছে। রাশিয়ার মিসাইল টেস্টের কারণে কক্ষপথে ১৫০০ টুকরো বর্জ্য তৈরি করেছে যেগুলো দেখা যায়। এছাড়া আরও হাজার-হাজার ক্ষুদ্র বর্জ্য তৈরি করেছে যার কারণে মহাকাশে সব দেশের স্বার্থকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।'

রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র রাসকোসমসএই ঘটনাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। সংস্থাটি টুইট করে বলছে, রাশিয়ার স্যাটেলাইট ধ্বংস হবার পর যেসব টুকরো বর্জ্য তৈরি হয়েছে সেগুলো দ্বারা অন্য কিছুর ক্ষতি হয়নি।

উল্লেখ্য, ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪২০ কিলোমিটার ওপরে আন্তর্জাতিক মহাকাশকাশ স্টেশন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে স্যাটেলাইট ধ্বংস করার ক্ষমতা বেশ কিছু দেশের রয়েছে। এর মধ্যে আমেরিকা, রাশিয়া, চিন এবং ভারত অন্যতম। কিন্তু এ ধরনের মিসাইল ছোঁড়া করা খুবই বিরল। কারণ এ ধরনের কর্মকাণ্ডে মহাকাশে মারাত্মক দূষণ হয়।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

২৮৭-দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন করোনা-সংক্রমণ

ভারতে আরোগ্যের হার ৯৮.২৭ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে অনেকটাই কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, ২০০-র নীচে নেমে এল মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৮৬৫ জন, যা ২৮৭ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন। সোমবার সারাদিনে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১৯৭ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১১,৯৭১ জন, ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৮.২৭ শতাংশ। ভারতে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৩০,৭৯৩-এ পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ৩, ৩০৩ জন, যা ৫২৫ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৮,৮৬৫ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৪৪,৫৬,৪০১ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৩৮ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন মাত্র ৫৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৬৯ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,১২,৯৭,৮৪,০৪৫ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৯৭ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৬৩,৮৫২ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের অনেকটাই বেড়েছে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১১,৯৭১ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৮,৬১,৭৫৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.২৭ শতাংশ।

ভারতে ১১২.৯৭-কোটির উর্ধে টিকাকরণ

২৪ ঘন্টায় ১১-লক্ষাধিক কোভিড টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে ১১২.৯৭-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫৯ লক্ষ ৭৫ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,১২,৯৭,৮৪,০৪৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৫৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৬৯ জনকে।

ভারতে ৬২.৫৭-কোটির উর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৫ নভেম্বর সারা দিনে ভারতে ১১,০৭,৬১৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬২,৫৭,৭৪,১৫৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১১,০৭,৬১৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৮৬৫ জন।

‘ভিত্তিহীন অভিযোগ’, উদয়নের মন্তব্যের জবাবে বিএসএফ

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার বিধায়সভায় বিএসএফের আচরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ। মহিলাদের সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ সামনে এনেছেন তিনি।

উদয়নবাবুর সেই মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জবাব দিল বিএসএফ। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর তরফ থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে এদিন। সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তৃণমূল বিধায়কের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিএসএফ হল একটি পেশাদার বাহিনী। সর্বদা নিয়ম-বিধি মেনেই কর্তব্য পালন করে বিএসএফ। সংস্থার এক আধিকারিক বলেন, বিএসএফ-এর মহিলা প্রহরীরাই মহিলাদের তল্লাশি চালায়। তাই মহিলাদের অশ্লীলভাবে স্পর্শ করার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, আমরা কোনও অপেশাদার কাজ করি না। আমরা আইন-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলি। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় মহিলা জওয়ানদের উপস্থিতি নিশ্চিত করি। এদিন বিএসএফের ক্ষমতাবৃদ্ধির ইস্যুতে শাসক- বিরোধী তরজা চলাকালীন তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ বলেন, ‘তল্লাশির নাম করে সন্তানের সামনে মায়েদের গোপনাঙ্গে হাত দিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জোড়া বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল উগান্ডার রাজধানী কাম্পালা

কাম্পালা, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : জোড়া বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল উগান্ডার রাজধানী কাম্পালা। মঙ্গলবার সকালে দুটি বিস্ফোরণ ঘটে। একটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে সংসদ ভবনের খুব কাছে এবং অন্য বিস্ফোরণটি ঘটে পুলিশ সদর দফতরের সংলগ্ন এলাকায়। এই দুই বিস্ফোরণে একাধিক মানুষ আহত এবং নিহত হয়ে থাকতে পারেন।

পুলিশ সূত্রে খবর মঙ্গলবার সকালে মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে কাম্পালায় ওই দুই জোড়া বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সংসদ ভবনের সামনে বিস্ফোরণ হওয়ার পরেই সংসদের সমস্ত কাজ স্থগিত করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সংসদের সদস্যদের ভবনে প্রবেশ করতেও নিষেধ করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে কে বা কারা এই হামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর এখনও এই হামলার দায় কেউ স্বীকার করেনি।

পিলাক লজে রক্তদানশিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ নভেম্বর।। জোলাইবাড়ী পিলাক লজে অনুষ্ঠীত হয় এক রক্তদানশিবির। ৬৮ তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপন উলক্ষ্যে সমবায় দপ্তর ও ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ী পিলাক লজে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করাহয়। আজকের এই রক্তদান শিবিরে উদ্ভোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিন জেলার জেলা সভাধিপতি কাকলী দাস দত্ত। উদ্ভোধকের পাশাপাশি আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিন জেলার জেলা সহসভাধিপতি বিভিষনচন্দ্র দাস, জোলাইবাড়ী ব্লকের বিডিও ডাক্তার অভিজিৎ দাস, ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, এগ্রিস্টেন্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিকাশ বৈদ্য, কেশব চৌধুরী সহ অন্যান্য অতিথীবৃন্দরা। আজকের এই রক্তদান শিবির সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বক্তব্য তুলেধরেন দক্ষিনজেলার জেলা সভাধিপতি বিভিষন চন্দ্র দাস। তিনি জানান রক্তদান মহৎ কাজ। টাকার বিনিময়ে রক্ত পাওয়া সম্ভব নয়। তাই রক্তদানে সকলকে এগিয়ে আসারজন্য বিশেষ আহব্বান জানান জেলার সহ সভাধিপতি। আজকের এই রক্তদান শিবিরে ১০০ জন রক্তদাতার কাছথেকে রক্ত সংগ্রহ করাহবে বলে জানাযায়।

বিলোনীয়ায় সিপিএমের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৬ নভেম্বর।। বিলোনীয়া পৌরপরিষদের ১৭ টি আসনে বামফ্রন্টের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান রেখে বিলোনিয়া এক মিছিল সংগঠিত করে। মঙ্গলবার দুপুর ১২ টা নাগাদ সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে এক সুবিশাল মিছিল সংগঠিত করে, মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে একনংটিলা হয়ে সিনেমা হল, বিদ্যাপীঠ কর্নার হয়ে পুনরায় এক নং টিলা হয় পথসভা।পথসভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী বর্তমান বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং বিলোনীয়া পৌরপরিষদের ১৭ টি আসনে বামফ্রন্ট মনোনিত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান রাখেন।, এছাড়া এদিনের মিছিলে ও সভায় ছিলেন বামফ্রন্টের আহ্বায়ক নারায়ন কর, সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, মহকুমা সম্পাদক তাপস দও, তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য সম্পাদক সুধন দাস,সহ বিভিন্ন গনসংগঠনের নেতৃত্ব,ও কর্মি সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়।

গোমতী জেলা কলা উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ নভেম্বর।। গোমতি জেলা শিক্ষা আধিকারিকের অফিস ও গোমতি জেলা তথ্য সংস্কৃতি কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে পালিত হয় গোমতি জেলা কলা উৎসব। মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর জামতলাস্থিত পুরাতন টাউন হলে। গত বছর করোনা আবহে অন লাইনে এই কলা উৎসব পালিত হয়েছে। এই বছর করোনার প্রকোপ কিছুটা কম থাকায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও কানায় কানায় হল ভর্তি শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে টাউন হল ছিলো বেশ জাঁকজমক। গোমতি জেলার মোট বারোটি ইভেন্টে ১৩৩জন প্রতিযোগি / প্রতিযোগিনীর অংশ গ্রহণ করেন। অপরদিকে নৃত্য ও অংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতি জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার, জেলা শিক্ষা আধিকারিক অফিসের ও এস ডি ভিক্টর রিয়াং, কে বি।আই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দিলীপ সরকার, অতিরিক্ত জেলা শাসক অরুণ কুমার রায়, গোমতী জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তুর সহ- অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা সহ বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাগন। আজকের এই সংগীত, নৃত্য, অংকন, ফোক সঙ্গীত সহ অন্যান্য ইভেন্টে দক্ষিণ জেলা থেকে বিচারকদের মনোনয়ন দেওয়া হয়। আগামী কাল এই গোমতি জেলা ভিত্তিক দুই দিন ব্যাপী কলা উৎসবের সমাপ্তি দিন। এখান থেকে যে সকল প্রতিযোগি প্রথম ও দ্বিতীয় হবে তারি রাজ্য ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।তারপর জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। দীর্ঘ দিন পর উদয়পুর পুরাতন টাউন হল কানায় কানায় দর্শক দিয়ে পূর্ণ ছিলো। ছাত্র ছাত্রী দের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

কুড়ি মাস পর খুললো স্কুল, বীরভূমে বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো

সিউড়ি, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। প্রায় কুড়ি মাস পরে খুলে গেল বিদ্যালয়ের দরজা। প্রথম দিনেই বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তের স্কুলে দেখা গেল ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। দীর্ঘদিন পরে তাঁরা অনলাইন ক্লাসের বেড়াজাল ভেঙে পুনরায় ফিরেছে চেনা ক্লাসরুমে, ফলে তাদের মনের মধ্যেও উন্মাদনা ছিল চরমে। লাভপুর যাদবলাল উচ্চ বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী মনীষা রায় জানান, দীর্ঘদিন পর ফের একবার স্কুলের ক্লাসরুমে ফিরতে পেরে বেশ আনন্দ হচ্ছে।

রামপুরহাট হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র সম্রাট দাস জানান, দীর্ঘদিন ধরে ক্লাসের রুমের বাইরে ছিলাম। অনলাইনে ক্লাস করলেও বিভিন্ন বিষয়ের প্যাক্টিকেল সম্পর্কে সঠিক ধারণা হচ্ছিল না। এখন সেই সমস্যাটা মিটবে। তবে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে যে শুধু ছাত্র ছাত্রীরায় আনন্দিত তা নয়। স্কুল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তে খুশির ঢেউ শিক্ষক মহলেও। সিউড়ি চন্দ্রগতি হাইস্কুলের শিক্ষক সন্দীপন সরকার জানান, এতদিন অনলাইনে ক্লাস নিলেও ছাত্রছাত্রীদেরকে সামনে বসিয়ে ক্লাস করানোর যে আনন্দ তা অনলাইন ক্লাসে নেই। সেখানে কোথাও যেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একটা একাত্বের অভাব থেকে যাচ্ছিল।

এই নতুন করে স্কুল চালু হওয়ার আনন্দের মাঝে ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের যাতে কোনো রকম প্রভাব না পড়ে তার জন্যেও কড়া নজর রাখছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ছাত্র ছাত্রীদের ঢোকার মুখে তাদের হাতে দেওয়া হচ্ছে স্যানিটাইজার। পাশাপাশি ক্লাস শুরুর আগেও ক্লাস রুমের মধ্যে স্যানিটাইজেশন করা হচ্ছে, পাশাপাশি কোথাও যাতে কোনো ভাবেই ছাত্র ছাত্রীরা জটলা না করে তার জন্য শিক্ষকরা সতর্ক ছিলেন। অন্যদিকে মঙ্গলবার অভিভাবকদের ইতিউতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে বটে, তবে দীর্ঘ সময়ের পর পড়ুয়াদের মতো তাঁদের মধ্যেও একটা উচ্ছ্বাস ধরা পড়েছে। পড়ুয়া তো বটেই, অভিভাবকদের সেই নিত্য একটা অভ্যাস ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়া। তার পর স্কুলের বাইরে বাকি অভিভাবকদের সঙ্গে অপেক্ষা করা।

উদয়পুরে জাতীয় প্রেস দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ নভেম্বর।। প্রতি বছরের ন্যায় এছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদয়পুর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে পালিত হয় জাতীয় প্রেস দিবস। আজ বিকাল চারটায় তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের গোমতি জেলা কার্যালয়ে উদয়পুর প্রেসক্লাব কতৃর্ক আয়োজিত জাতীয় প্রেস দিবসের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুরপরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা, আই সি ও সুমন দাস প্রমুখ ব্যক্তি বর্গ। সভায় সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি শ্রী অপুরাম সরকার। সভায় উদ্বোধনী সংঙ্গীত পরিবেশন করেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীরা। ১৯৯৭ সাল থেকে প্রতি বৎসর বিভিন্ন থিম নির্ধারণ করেন প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। এ বছরের থিম ছিল ’খবরের লব্ধ অভিজ্ঞতা:ভারতও বিশ্ব ’।গত বছরের থিম ছিলো করোনা পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের ভূমিকা ও সাংবাদিকদের উপর করোনার প্রভাব। এ বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করেন উদয়পুর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সোমেন সেন, আজকের জাতীয় প্রেস দিবসের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা উদয়পুর পুরপরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর গোমতী জেলা কার্যালয়ের সহ- অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা ও আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা উদয়পুর প্রেসক্লাবের সভাপতি অপুরাম সরকার। বক্তারা জাতীয় প্রেস ডে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রাজীব ভৌমিক, অফিস সম্পাদক জসিম উদ্দিন , কার্যকরী কমিটির সদস্য রূপক দাস, আরবের রহমান, সদস্য সাইমন খান, সুকান্ত লস্কর, দ্বীপ গোস্বামী, মানিক সাহা, উদয়পুর প্রেসক্লাবের একমাত্র মহিলা সাংবাদিক দীপা সরকার সহ তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর গোমতী জেলা কার্যালয়ের শিল্পীও কর্মচারী বৃন্দ।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

বেরিয়ে আসবে বলে ধারণা এলাকাবাসীর। ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

বিমানের জ্বালানি তেল থেকে বছরে ১.৭৮ কোটি টাকা আয় হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, বিমানের জ্বালানি তেলের কর কমিয়ে দেওয়ায় এখন অনেক বিমান সংস্থা ত্রিপুরায় পরিষেবা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসবে। কারণ, তারা পরিষেবা দেওয়ার বিনিময়ে কম দামে তেল ক্রয় করবে। তাতে, কলকাতা এবং গুয়াহাটি রুটে বিমানের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরার যাত্রীরা তাতে উপকৃত হবেন।

সুস্মিতা

● প্রথম পাতার পর

সুস্মিতা দেব দৃঢ়তার সাথেই বলেন, সুপ্রিম কোর্টে মিথ্যা বলিনি। তবে, যদি আদালতের মনে হয় মিথ্যা বলেছি, তাহলে আমার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় লাগাতর সন্ত্রাস হচ্ছে। মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করছে শাসক দল। তাই, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি।

কুঞ্জবনে

● প্রথম পাতার পর

ঘটেছে। এই চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে নানা কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে। জল সম্পদ বিকাশ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে,
কুঞ্জবনস্থিত জল সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিনে থাকা কুঞ্জবন সাব ডিভিশন অফিসে চুরির ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার সকালে অফিসের একজন কর্মী এসে দেখে অফিসের দরজা ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। ভেতরে ঢুকে দেখে জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল।খবর দেওয়া হয় জিবি ফাঁড়ির পুলিশকে। কুঞ্জবন এলাকা একটি প্রোটেকক্টিভ এরিয়া থাকা সত্যেও এই চুরি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন উঠেছে।জিবি আউট পোষ্টের পুলিশ এ ব্যাপারে একটি অভিযোগ গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া সামগ্রী ও তাদের কোনো সংবাদ নেই।

জনতা

● প্রথম পাতার পর

কর্মতাদের কাছে গেলে তারা বলে তারা তো জমি অধিগ্রহন করে নি।জমির নায্যমূল্য পাবার জন্য তারা প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কোন সুরাহা না পাবার কারনে তারা বাধ্য হয়ে নির্মান সংস্থার অফিসে তালা দেয় এবং রাস্তা তৈরির কাজ বন্দ করে দেয়।ক্ষুব্দ জনগন জানায় তাদের জমির টাকা না পাবার ফলে তারা অন্যত্র জমি কিনে বাড়ি তৈরি করতে পারছে না। ফলে তারা পরিবার নিয়ে বিপাকে পড়েছে। এদিকে কদমতলা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব ঘটনাস্থালে এসে উদ্বাস্তু পরিবার গুলির পক্ষে এক প্রতিনিধি দল নিয়ে উওর জেলার জেলা শাসকের সাথে এই বিষসের সমাধানের জন্য দেখা করেন। এদিকে এলাকার জনগন হুমকি দিয়ে বলেন, অবিলম্বে তাদের জমির বকেয়া অর্থ দেওয়ার ব্যাবস্তা না করা হলে তারা রাস্তা তৈরির কাছ বন্দ করে দেবেন।তবে উওর জেলার প্রশাসনের গাফিলতির কারনে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এই অসহায় উদ্বাস্তু পরিবার গুলিকে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

ব্রাউন সুগার সেবনের সময় হাতে নাতে পাকড়াও করেন। চালকদের কাছে ধৃত চার যুবক অকপটে স্বীকার করে,তারা ব্রাউন সুগার সেবন করে।এমনকি ধর্মনগর আই এস বি টি র পাশে একটি বাড়ি থেকে ধৃতরা ব্রাউন সুগার ক্রয় করেছে।পড়ে তাদের কাছ থেকে তিন কৌটা ব্রাউন সুগারও উদ্ধার হয়।খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর থানায়। ধর্মনগর থানার পুলিশ অকুসলে এসে চার যুবককে থানায় নিয়ে যায়। ধৃতদের বয়স সাকুল্যে যুবকের আওতায় ছুঁই ছুঁই।তবে সানীয়দের বক্তব্য, ধর্মনগর থানার পুলিশ ধৃত চার ব্রাউন সুগার সেবনকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে এই ব্রাউন সুগার ব্যবসার মূল চক্রকে জালে তুলুক। রাজ্যের দ্বিতীয়তম শহর ধর্মনগর শহরের অলিগলিতে এভাবে নেশার রমরমা বাণিজ্য চলবে তা কোন ভাবে মেনে নেওয়া যায় না বলেও স্থানীয়দের অভিযোগ। কিন্তু কাকতালীয় ব্যাপার হলো,এর পূর্বেও ধর্মনগর শহরের জনগণ ব্রাউন সুগার সেবনকারীকে হাতে নাতে আটক করে ধর্মনগর থানার হাতে তুলে দিলেও সানীয় থানা কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেনি বলে অভিযোগ।তবে সানীয় থানার উদাসীনতা ও গা ছড়া মনোভাবের ফলে উত্তর জেলার যুব সমাজ ধ্বংসের পথে,তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

বাগানের সম্পত্তি লিখে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় গৃহবধূ সুপ্রিয়ার উপর।

এরইমধ্যে রবিবার দুপুরে সুপ্রিয়ার বড় ভাই সুপ্রিয়াকে বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে- শাশুড়ি এবং স্বামীর পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় -তাদের অনিচ্ছায় সুপ্রিয়াকে বাড়ি থেকে গেলে ওকে হত্যা করা হবে- এমনই অভিযোগ করা হয় সুপ্রিয়ার বড় ভাইয়ের পক্ষ থেকে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে বোনকে না নিয়ে ফিরে যেতে হয় সুপ্রিয়ার বড় ভাইকে।তবে ঘটনা এখানেই শেষ নয়। সোমবার দুপুর প্রায় দেড়টা নাগাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এর তরফ থেকে- ফোন করে সুপ্রিয়ার বাপের বাড়িতে সুপ্রিয়ার মৃত্যুর খবর দিয়ে জানানো হয়- সুপ্রিয়ার মৃতদেহ মতাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাখা আছে।খবর শুনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে সুপ্রিয়ার বাপের বাড়ির লোকজনদের। সুপ্রিয়ার শ্বশুরবাড়ির অভিযোগ আনুমানিক সাড়ে বারোটা নাগাদ সুপ্রিয়া গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে এবং শশুরবাড়ি থেকে মরদেহ নিয়ে আসা হয় মতাই প্রাথমিক হাসপাতালে। খবর পেয়ে বিলোনিয়া মহিলা থানার পুলিশ ছুটে যায় ঘটনাস্থলে। তদন্তের স্বার্থে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বাড়ির লোকজনদের। এদিকে মৃত্যুর খবর শুনে সুপ্রিয়ার বাপের বাড়ির লোকজন এবং প্রতিবেশিরা মিলে শতাধিক লোকজন - সুপ্রিয়ার শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে খুনের অভিযোগ এনে প্রতিবাদ জানায় বিলোনিয়া মহিলা থানা চত্বরে।

ঘটনা বেগতিক দেখে বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা ছুটে যান ঘটনাস্থলে।মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা তদন্তের স্বার্থে কথা বলেন সুপ্রিয়ার পরিবারের লোকজনদের সাথে এবং সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস প্রদান করেন। সুপ্রিয়ার বড় ভাই সুপ্রিয়ার স্বামী শাশুড়ী এবং ননাসের বিরুদ্ধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে একটি খুনের মামলা দায়ের করেন বিলোনিয়া মহিলা থানায়। অন্তঃসত্ত্বা সুপ্রিয়ার এই মৃত্যুর পেছনে সত্যিকারের কি রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে, পুলিশ যাতে সঠিক তদন্ত ক্রমে রহস্য উদঘাটন করে এবং আসামিরা শাস্তি পায় সেই দাবিও তুলেছে। আদৌ কি গৃহবধূ সুপ্রিয়ার মৃত্যুর পেছনে যারা জড়িত তারা শাস্তি পাবে ?এখন এইটা লাখ টাকার প্রশ্ন । নাকি ঠান্ডা করে চলে যাবে সুপ্রিয়ার কেস ফাইল প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

অবস্থানগত দিক থেকে কুরেভর ‘অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ’। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে একই সঙ্গে উত্তরাখণ্ড এবং সিকিমের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি)-য় সেনা এবং সরঞ্জাম পাঠানো যাবে এখান থেকে। পাশাপাশি, এই রানওয়ে থেকে উড়তে পারবে মিরাজ-২০০০, সুখোই-৩০-এর মতো যুদ্ধবিমান। মঙ্গলবার মোদীর উপস্থিতিতে ‘এয়ার শো’-তে তার এক দফা মহড়াও হয়েছে। অতীতে লখনউ-আগরা এক্সপ্রেসওয়েতেও যুদ্ধবিমানের উড়ান এবং অবতরণের পরীক্ষা করেছে বায়ুসেনা।

ভারতীয় বায়ুসেনার এক আধিকারিক মঙ্গলবার বলেন, “যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শত্রুদেশের প্রাথমিক নিশানায় থাকে বিমানঘাঁটিগুলি। বোমা ফেলে সেগুলি অচল করে দিতে পারলে বিমান ওঠা-নামা কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধে এর কয়েকটি উদাহরণও রয়েছে। ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি এড়াতেই এক্সপ্রেসওয়েগুলির কিছু অংশ বেছে নিয়ে ‘এয়ারস্ট্রিপ’ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে জ্বালানি ভরা, রেডার যোগাযোগের পরিকাঠামো গড়ার পাশাপাশি যুদ্ধবিমানে ব্যবহারের উপযোগী অস্ত্রের মজুতও রাখা হবে।”

তিনি জানান, কুরেভার এয়ারস্ট্রিপের কাছাকাছি রয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার কানপুর, বরেলী এবং গোরক্ষপুর বিমানঘাঁটি। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সেখান থেকে বিমান সরিয়ে আনা যাবে সুলতানপুরের এই এক্সপ্রেসওয়েতে। নির্মীয়মাণ বুন্দেলখণ্ড এক্সপ্রেসওয়ে এবং গোরক্ষপুর এক্সপ্রেসওয়েতেও ভবিষ্যতে এমন রানওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে বায়ুসেনার।

মহিলা

● আটের পাতার পর

হওয়া মহিলা ব্যাংকের কর্মীদেরকে জানিয়ে কোন কাজের কাজ হয়নি। পরবর্তী সময়ে প্রতারণার শিকার হওয়া মহিলা নির্মলা দেবনাথ সাংবাদিকদের ডেকে নিয়ে যান ঘটনাটি জানানোর জন্য। লক্ষ্য করা গেছে ব্যাংকের সামনে কিছু অসাধু ব্যক্তি ব্যাংকের সামনে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে রমরমা ব্যবসা। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দেখেও কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পরবর্তী সময়ে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার হওয়া মহিলা নির্মলা দেবনাথ দ্বারস্থ হয়েছেন বিশালগড় থানার। বিশালগড় থানা থেকে প্রতারণার শিকার হওয়া মহিলাকে আশ্বাস দিয়েছে যে অবিলম্বে সেটি তদন্ত করে দেখবে বিশালগড় থানার পুলিশ। এখন দেখার বিষয় বিশালগড় থানা পুলিশের চোখে ধরা পড়ে কিনা ব্যাংকের সামনে গরিব মানুষের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া সেই ব্যক্তি।

শুধু তাই নয় , প্রশ্ন উঠেছে বিশালগড় ইউকো ব্যাংকে সামনে সিসি ক্যামেরা লাগানো সত্বেও কিভাবে গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্থ লুটে নিচ্ছে কিছু অসাধু ব্যক্তি। এখন দেখার বিষয় বিশালগড় থানার পুলিশ সেই অসাধু ব্যক্তিদেরকে জালে তুলতে পারে কিনা। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে প্রতারণার শিকার হওয়া মহিলার পরিবারসহ বিশালগড় এলাকার জনগণ।

বাড়ছে

● আটের পাতার পর

মনোনীত প্রার্থীদের জয়ী করার লক্ষ্যমাত্রা কে সামনে নিয়ে তেলিয়ামুড়া পৌর এলাকার ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের সংযোগস্থল তথা তেলিয়ামুড়া অশ্বিনী কুমার ঘোষ স্মৃতি কমিউনিটি হলে এক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়।এদিনের এই কর্মী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী তথা ভারতীয় প্রাক্তন ক্রিকেটার মনোজ তেওয়ারি, তাছাড়া প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা তৃণমূল নেত্রী সুস্মিতা দেব, তৃণমূলের যুব নেতা সুদীপ্ত রাহা, বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা (রানা) এবং বিধায়ক খোকন দাস সহ তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী তথা ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন খেলোয়ার মনোজ তেওয়ারি প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করতে গিয়ে বলেন,,,, দলীয় কর্মী সমর্থকদের চাঙ্গা করতেই আজকের এই কর্মীসভা। কর্মীরা চাঙ্গা হয়ে গেছে ত্রিপুরায় তৃণমূলের সরকার গড়ছেই। তাছাড়া তিনি আরো বলেন, পশ্চিমবঙ্গে যখন তিনি ক্যাম্পেইনিং করতেন তখন উনার স্লোগান ছিল *মারবো ছক্কা, উড়বে ধুল সরকার গড়বে জোড়া ফুল* যা এবার ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে যাচ্ছে, যা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

তাছাড়া এদিন দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে ব্যাট হাতে নিয়ে ছক্কা মারার পদ্ধতি ও দেখিয়ে গেলেন ভারতীয় দলের ওই প্রাক্তন ক্রিকেটার। তবে সব মিলিয়ে বলা চলে জমজমাট হবে এবার তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ১৫ টি আসনের নির্বাচন।

ক্রীড়াঙ্গন

খেলাধূলা যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করে : সুশান্ত চৌধুরী

খেলাধূলা শরীর সুস্থ রাখে ও মানসিক বিকাশ ঘটায়। খেলাধূলার মাধ্যমে সমাজে সৌহার্দ্য বজায় থাকে। বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয় ও যুবসমাজ অনুপ্রাণিত হয়। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জিরানীয়া মহকুমার শচীন্দ্রনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর আয়োজিত তৃতীয় পর্যায়ের রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে একথা বলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আজ থেকে রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ ১৪, ১৭ এবং ১৯ বালক ও বালিকা বিভাগের অ্যাথলেটিক্স ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। প্রতিযোগিতা চলবে আগামী ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত। রাজ্যভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় অ্যাথলেটিক্সে ২০০ জন ও টেবিল টেনিসে ৯০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আরও বলেন রাজ্যে খেলাধূলার মান উন্নয়নে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য থেকে ক্রীড়া প্রতিভা খুঁজে বের করার লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। ভারত সরকারের খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচির হাত ধরে ত্রিপুরাতেও খেলো ত্রিপুরা কর্মসূচির মাধ্যমে খেলাধূলার প্রতি আকর্ষণ বাড়াতেও সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। জাতীয়স্তরে রাজ্যের খেলোয়াড়দের তুলে ধরার লক্ষ্যে অনুর্ধ ১৪, ১৭ ও ১৯ বিভাগে স্কুলস্তরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে সরকার রাজ্যে উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, ভারতের খেলাধূলার মানচিত্রে রাজ্যকে সামনের দিকে তুলে ধরার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, রাজ্যের যুবসমাজকে খেলাধূলায় আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করার জন্য ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন সকলের সহযোগিতায় আগামী দিনগুলোতে নানা ধরণের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া উৎসবের আয়োজনের মধ্য দিয়ে আরও বেশী করে সবার মধ্যে খেলাধুলার মানসিকতা জাগ্রত হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপঅধিকর্তা শিমল দাস। উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মঞ্জু দাস, ভাইস চেয়ারম্যান প্রিতম দেবনাথ, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ।

কাতার বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা দ্বৈরথে শুরু থেকে নামবেন মেসি

বুয়েনোস আইরেস, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : ফের বিশ্ববাসী দেখবে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের মহারণ। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বৈরথে বুধবার ভারতীয় সময় ভোর পাঁচটায় ফের দেখা হচ্ছে লাতিন আমেরিকার দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর।এই ম্যাচে শুরু থেকেই নামবেন দলের মহাতারকা লিয়োনেল মেসি। তবে চোটের কারণে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে এই ম্যাচে খেলতে পারছেন না ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড নেইমার জুনিয়র।

সাড়ে তিন মাস আগে যখন দেখা হয়েছিল দুই প্রতিপক্ষের, শেষ হাসি ছিল লিয়োনেল মেসির মুখে। কোপা আমেরিকা ফাইনালে ব্রাজিলকে হারিয়েই অধিনায়ক হিসেবে আর্জেন্টিনাকে প্রথমবার ট্রফি উপহার দিয়েছিলেন প্যারিস সাঁ জারমাঁ তারকা। এ বার লড়াই ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বৈরথে। যে দৌড়ে ইতিমধ্যে মূল পর্বে ওঠার ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। মূলপর্বে যাওয়া কার্যত নিশ্চিত করে ফেলা আর্জেন্টিনার প্রয়োজন আর একটি জয়ের। তা হলেই স্বস্তি। লিয়োনেল স্কালোনির দল ঘরের মাঠে সেই ম্যাচে ব্রাজিলকে হারিয়েই স্মরণীয় করে রাখতে চায় মূলপর্বে ওঠার মুহূর্তকে। আর এই ম্যাচে শুরু থেকেই নামবেন দলের মহাতারকা লিয়োনেল মেসি।এবিষয়ে কোচ স্কালোনি সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, "স্পষ্ট করে বলে দেওয়াই ভাল যে, ব্রাজিলের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই লিয়ো মেসি খেলবে। চোটের জন্য ওকে উরুগুয়ে ম্যাচে আমরা ব্যবহার করতে চাইনি। লিয়ো নিজেই জানিয়েছে সম্পূর্ণ চোটমুক্ত। ফলে ওকে সামনে রেখেই এই মর্যাদার ম্যাচ জিতে মাথা উঁচু করে মাঠ ছাড়তে চাই।" তবে চোটের কারণে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে এই ম্যাচে খেলতে পারছেন না ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড নেইমার জুনিয়র। উরু ও তলপেটের আশপাশে তীব্র ব্যথার কারণে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে দলে রাখা হয়নি তাকে।-

ভারতের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে নেই উইলিয়ামসন, দলকে নেতৃত্ব দেবেন সাউদি

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : আসন্ন ভারত সফরে চ সিরিজে খেলবেন না নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। টেস্ট সিরিজের জন্য নিজের প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করতে টি-২০ সিরিজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন কেন। তার বদলে দলকে নেতৃত্ব দেবেন টিম সাউদি।

সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ছিলেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। ফাইনালে খেলেছেন অনবদ্য এক ইনিংস।অবশ্য শেষ পর্যন্ত শিরোপাটা জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপে এমন ফর্মে থাকা উইলিয়ামসন এবার খেলছেন না ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। আগামীকাল বুধবার (১৭ নভেম্বর) ভারতের মাটিতে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথমটিতে মাঠে নামবে কিউইরা। তবে একদিন আগেই সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের এ সিরিজ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন উইলিয়ামসন। তার বদলে দলকে নেতৃত্ব দেবেন টিম সাউদি। মূলত দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজকে সামনে রেখে প্রস্তুতি নেওয়ার কারণেই টি-টোয়েন্টিতে খেলবেন না উইলিয়ামসন।

নিউজিল্যান্ডের তরফে এক মিডিয়া রিলিজে জানানো হয়, 'যেহেতু টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ বুধবার খেলা হবে এবং পরের দুই ম্যাচ শুক্রবার ও রবিবার অনুষ্ঠিত হবে, তাই উইলিয়ামসনের সরাসরি টেস্ট বিশেষজ্ঞ গ্রুপে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওরা ইতিমধ্যেই জয়পুরেই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে।'

ওই রিলিজেই জানানোই হয় যে কাইল জেমিসন, ডারিল মিচেল, মিচেল স্যান্টনার এবং গ্লেন ফিলিপ্স দুই সিরিজেই খেলবেন এবং নির্বাচনের জন্য তাঁদের পাওয়া যাবে। পাশাপাশি কিউয়িদের জন্য বড় সুখবর। লকি ফার্গুসন চোটের কারণে গোটা বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেও তিনি দুরন্তভাবে ফিটনেসে ফিরেছেন এবং ভারতের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাঁকে পাওয়া যাবে বলেই কিউয়ি ম্যানেজমেন্ট আশাবাদী।

উল্লেখ্য, তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে ১৭, ১৯ ও ২১ তারিখ। পরের দুটি টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে কানপুর ও মুম্বাইতে।

ম্যারিনোকে ১০-০ গোলে বিধ্বস্ত করে কাতার বিশ্বকাপের টিকেট নিশ্চিত করল ইংল্যান্ড

লণ্ডন, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : কাতার বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে ম্যাচে গোলের বন্যা ইংল্যান্ডের। অধিনায়ক হ্যারি কেইনের হ্যাটট্রিকসহ চার গোলের সুবাদে সান ম্যারিনোকে ১০-০ গোলে বিধ্বস্ত করল ইংল্যান্ড। সেই সঙ্গে এই জয়ের ফলের কাতার বিশ্বকাপের টিকেটও নিশ্চিত করল গ্যারেথ সাউথগেটের শিষ্যরা।

ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইয়ে সান ম্যারিনোর মাঠে সোমবার রাতে 'আই' গ্রুপের শেষ রাউন্ডে মাঠে নামে ইংলিশরা। এদিন কেইনের ৪টি গোল ছাড়াও একটি করে গোল করেন হ্যারি ম্যাগুইয়ার, এমিল স্মিথ, টাইরন মিঙ্গস, ট্যামি আব্রাহাম ও বুকায়ো সাকা। অন্যটি প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী। এদিকে কাতারের টিকেট পেতে এই ম্যাচে ড্র করলেই চলত ইংল্যান্ডের। তবে গোল উৎসব করেই যাত্রা শেষ করল।

এদিন ইংল্যান্ডের হয়ে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ডের তালিকায় জিমি গ্রিভসকে (৪৪) ছাড়িয়ে গ্যারি লিনেকারের (৪৮) পাশে বসলেন টটেনহ্যাম হটস্পারের এই ফরোয়ার্ড। ওপরে আছেন কেবল ববি চার্লটন (৪৯) ও ওয়েইন রুনি (৫৩)।

১০ ম্যাচে আট জয় ও দুই ড্রয়ে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে ২০২২ বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করল ইংল্যান্ড। আরেক ম্যাচে হাঙ্গেরির বিপক্ষে ২-১ গোলে হারা পোল্যান্ড ২০ পয়েন্ট নিয়ে হয়েছে গ্রুপ রানার্সআপ।

১০ গ্রুপের ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইয়ে শীর্ষ ১০ দল সরাসরি পাবে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের টিকেট। ১০ গ্রুপের রানার্সআপ ও নেশন্স লিগের সেরা দুই গ্রুপ জয়ী মিলে ১২ দলের প্লে-অফে ইউরোপ থেকে আরও তিনটি দল সুযোগ পাবে বিশ্বকাপে খেলার।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

২০২২ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে অস্ট্রেলিয়ায়, সূচি প্রকাশ করল আইসিসি

দুবাই, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : সদ্য শেষ হওয়া টি-২০ বিশ্বকাপের ঠিক এক বছর পরই শুরু হতে যাচ্ছে একই ফরম্যাটের আরেকটি বিশ্বকাপ। আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ায় হতে চলেছে টি-২০ বিশ্বযুদ্ধ। ২০২২ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশ করল আইসিসি। ১৬ অক্টোবর থেকে শুরু হবে বিশ্বকাপ। ফাইনাল ১৩ নভেম্বর।

আইসিসি জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার সাতটি শহরে হবে এই টুর্নামেন্ট। সেগুলি হল, ব্রিসবেন, গিলং, হোবার্ট, পার্থ, সিডনি, অ্যাডিলেড ও মেলবোর্ন। তার মধ্যে ৯ নভেম্বর সিডনি ও ১০ নভেম্বর অ্যাডিলেডে হবে দু'টি সেমিফাইনাল। ফাইনাল হবে মেলবোর্নে। ২০২০ সালে মেয়েদের টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালও হয়েছিল মেলবোর্নে। সেই ম্যাচে রেকর্ড ৮৬ হাজার ১৭৪ দর্শক হয়েছিল। আইসিসি-র তরফে জানানো হয়েছে, মেয়েদের বিশ্বকাপের সাফল্য বিচার করে ২০২২ সালের বিশ্বকাপের সূচি তৈরি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১২টি দেশ ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু আরও আটটি দলকে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আগামি বছর ওমান ও জিম্বাবোয়েতে হবে যোগ্যতা অর্জন পর্ব। সেখানে নামিবিয়া, স্কটল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আরও চারটি দেশ খেলবে। তাদের নাম এখনও জানায়নি আইসিসি।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

দুবাই থেকে ফিরতেই হার্দিকের দু'টি দামি ঘড়ি বাজেয়াপ্ত! ক্রিকেটার বললেন ভুয়ো

মুম্বই, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): বিতর্ক আর পিছু ছাড়ছে না ভারতীয় ক্রিকেটার হার্দিক পাণ্ড্যর। টি২০ বিশ্বকাপে পারফরম্যান্সের জন্য তিনি সমালোচিত হয়েছিলেন, এবার দুবাই থেকে ফিরতেই আরও এক বিতর্কে জড়ালেন হার্দিক। রবিবার রাতে (১৪ নভেম্বর) দুবাই থেকে ফেরার পথে মুম্বই বিমানমন্দরে তাঁর কাছ থেকে দু'টি দামি ঘড়ি বাজেয়াপ্ত করেছেন শুল্ক বিভাগের আধিকারিকরা। ঘড়িগুলির দাম ৫ কোটি টাকা! যদিও মঙ্গলবার হার্দিক দাবি করেছেন, সবটাই ভুয়ো খবর। ঘড়ির সব কাগজ জমা দিয়েছেন তিনি।

মুম্বই শুল্ক বিভাগ জানিয়েছে, দুবাই থেকে ফেরার পথে রবিবার রাতে হার্দিক পাণ্ড্যর দু'টি হাত ঘড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ক্রিক্রেটার ঘড়িগুলির বিলের রশিদ দেখাতে পারেননি বলে অভিযোগ। ঘড়ি দু'টির দাম প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। হার্দিকের কাছে ঘড়ি দু'টি কেনার বিল দেখতে চাইলে তিনি নাকি তা দেখাতে পারেননি। তার পরে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেন শুল্ক বিভাগের আধিকারিকরা।

এই বিতর্ক থামাতে মঙ্গলবার টুইটারে হার্দিক জানিয়েছেন, 'আমি নিজেই মুম্বই বিমানমন্দরের শুল্ক বিভাগে গিয়ে দুবাই থেকে কিনে আনা ঘড়ির শুল্ক কর দিতে চাই। আমি তাঁদের জানাই, সব নিয়ম মেনেই ঘড়ি কেনা হয়েছে। আমার কাছে যা কাগজ চাওয়া হয়েছে সব জমা দিয়েছি। তার পরেও আমার একটি ঘড়ির মূল্য নির্ধারণের জন্য সেটি রেখে দেন আধিকারিকরা। ঘড়িটির দাম দেড় কোটি। আমার কাছ থেকে দু'টি ঘড়ি বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে যে খবর ছড়িয়েছে তা ভুয়ো।'

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

নগর এলাকার নির্বাচনে বাম প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানিয়েছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি। ছবি নিজস্ব।

শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে ১৬টি এনজিও-কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে : তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে নতুন শিক্ষানীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর মন্ত্রিসভার পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় ও আন্তর্জাতিকমানের স্বনামধন্য ১৬টি এনজিও-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই সংবাদ জানিয়েছেন।

তিনি জানান, রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়নের জন্য ইতিপূর্বে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর দেশ বিদেশের ২৯টি নামী এনজিও আবেদন করেছিলো। তারমধ্য থেকে ১৬টি এনজিও-কে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। একটি প্যানেলের মাধ্যমে এই ১৬টি এনজিও-কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, এই প্যানেলের মধ্যে ছিলেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা, অধিকর্তা এলিমেন্টারি, অধিকর্তা সেকেন্ডারি এবং অধিকর্তা এস সি ই আর টি। তিনি জানান, ১৬টি এনজিও-র মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ্গালুরুর আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটি, সিভিএম ইন্ডিয়া, ভিশন এম্পায়ার, টিচার ফাউন্ডেশন, নতুন দিল্লির আমেরিকান ইন্ডিয়ান ফাউন্ডেশন, টেক মহিন্দ্রা ফাউন্ডেশন, আভান, চেস্টা ফাউন্ডেশন কেয়ার, দ্য এডুকেশন এলায়েন্স, লভ্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাইয়ের অধ্যয়ন ফাউন্ডেশন, স্টারলাইট স্টেক ফাউন্ডেশন, পুনের লিডারশিপ ফর ইকুয়েটি, ভোপালের এইচ অ্যাট অ্যাকশন, হায়দ্রাবাদের ভয়েস ফর গার্লস এবং গ্রেট ব্রিটেনের টনি ব্লেয়ার ইনস্টিটিউশন। তিনি বলেন, এই এনজিওগুলির সার্বিক সহযোগিতায় শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নতির পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদেরও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে। ত্রিপুরা সরকারের অর্থ বাবদ কোনও প্রকার দায়িত্ব থাকবে না। প্রশাসনিকভাবে পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে।

জিবিতে হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপনে ইতিহাস তৈরী করলেন চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে এই প্রথম হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপনের ইতিহাস তৈরী করলেন চিকিৎসকরা। গতকাল এই সফল অপোঁচার করা হয়। বর্তমানে রোগীনি সুস্থ রয়েছেন। গণ্ডাছড়ার বাসিন্দা ৫০ বছর বয়স্ক এক ভদ্রমহিলার ডান দিকের হিপ জয়েন্টে ব্যথার সমস্যা ছিল। জিবিপি হাসপাতালে এ'রে ও আনুষঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা অ্যানেসথোসিওলজিস্ট ডাঃ ভাস্কর মজমদার ও অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ ভূপেশ শীলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাঁর হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। সে অনুসারে গতকাল ১০:৩০ মিনিট নাগাদ তাঁর অপোঁচার শুরু হয়। এই অপোঁচার টিমে ছিলেন অর্থোপেডি' ইউনিট-২ এর বিভাগীয় প্রধান সার্জন ডাঃ সন্তোষ রিয়াং, অর্থোপেডিক স্পাইন সার্জন ডাঃ সাচলাং দেববর্মা, ডাঃ অভিষেক মজমদার,ডাঃ পুলক সাহা এবং ডাঃ অরূপ দাস। এনেসথেসিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ তুষার মজমদার ও ডাঃ চয়ন ভৌমিক। ওটি স্টাফ ছিলেন ত'প্তি রায়,জয়ন্ত শীল ও প্রতীক দেবরায়।

মধ্যবিত্ত এই পরিবার হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপনের ইমপ্ল্যান্ট বাবদ প্রায় ৭০,০০০ টাকা খরচ করেন। এই অপোঁচার বিনামূল্যে করা হয়। বেসরকারি হাসপাতালে এই অপোঁচারের জন্য সবমিলিয়ে খরচ হত প্রায় ৩.৫ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ টাকা। ইতিপূর্বে বেসরকারি হাসপাতালে যোগাযোগ করলেও ব্যয়বহুল খরচের কথা মাথায় রেখে তারা পিছিয়ে আসেন। স্বাভাবিকভাবেই স্বল্প খরচের মধ্যে এই হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপনের সফল অপোঁচারে রোগীর পরিবার খুব খুশী।

এই দিকে এই ধরনের চিকিৎসার জন্য পূর্বে বহির্রাজ্যে রেফার করা হত। এখন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপনের মত এই ধরনের বড় অপোঁচার সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হওয়ায় রাজ্যের চিকিৎসক মহল অনুপ্রাণিত। স্বভাবতই সংশ্লিষ্টরা আনন্দিত। জিবিপি হাসপাতালে এই ধরনের অপোঁচার শুরু হওয়ায় রাজ্যে এই ধরনের সমস্যায় ভুগতে থাকা রোগীদের পক্ষে খুব সহায়ক হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বিভিন্ন দাবীতে টেট পরীক্ষার্থীরা টিআরবিটিতে ডেপুটেশন দিয়েছেন মঙ্গলবার। ছবি নিজস্ব।

তেলিয়ামুড়ায় নির্বাচনি উত্তাপ বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ নভেম্বর।। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে প্রতিদ্বন্দী দলগুলির প্রচার সজ্জা বিনষ্ট করার কৌশল অবলম্বন করেছে। তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রচার সজ্জা নষ্ট করার অভিযোগ নিয়ে তেলিয়ামুড়া থানায় দ্বারস্থ হলো তৃণমূল নেতৃত্ব সহ কর্মী-সমর্থকেরা। তেলিয়ামুড়া থানায় এক ডেপুটেশনের মাধ্যমে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের বিভিন্ন এলাকায় ভোটের প্রচার সজ্জা নষ্ট করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তেলিয়ামুড়া থানায়। এদিনের এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, এবং বর্ধমান জেলার বিধায়ক খোকন দাস। তাদের অভিযোগ তেলিয়ামুড়া পৌর এলাকায় সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে শাসক দল বিজেপি। তাদের অভিযোগ সুপ্রিম কোর্ট যেখানে রায় দিয়েছে ভোট প্রচারের জন্য সেখানে প্রচার করতে পারছে না তৃণমূল কংগ্রেস। সুস্থভাবে ভোট এবং প্রচার অভিযান যাতে করা যায় সেই বিষয় নিয়ে তেলিয়ামুড়া থানায় দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

ত্রিপুরা পৌর পরিষদ নির্বাচনকে পাখির চোখ সবকটি রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে মমতার ঘাসফুল শিবির। আর সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিমান যুগে উড়িয়ে আনা হচ্ছে এক ঝাঁক নেতৃত্ব দের। মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ১৫ টি আসনের তৃণমূল কংগ্রেস দলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে পালিত জাতীয় প্রেস দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ নভেম্বর।। সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় প্রেস দিবস ২০২১ উদযাপন করে বিশালগড় প্রেস ক্লাব। প্রতি বছর নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এ দিবসটি পালন করে বিশালগড় প্রেস ক্লাব। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এবার আর্থিক এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকার স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ এর মাধ্যমে জাতীয় দিবস পালন করে বিশালগড় প্রেস ক্লাব। মঙ্গলবার কমলাসাগর বিধানসভার উরাং পাড়া জেবি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয় সকাল দশটায় স্কুল ঘরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য বিশ্বজিৎ সাহা, বিশালগড় প্রেসক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, সহ-সভাপতি সমীর ভৌমিক, সম্পাদক তাজুল ইসলাম, সহ সম্পাদক খোকন ঘোষ, সিনিয়র সাংবাদিক কৃষ্ণ পাল সহ ক্লাবের সকল সদস্য ও মহাকুমার কর্মরত সাংবাদিকরা। মূলত চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকরা বসবাস করেন সেখানে। সেখানকার ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য একটি জুনিয়র বেসিক স্কুল স্থাপন করেছে সরকার। ধীরে ধীরে এর পরিকাঠামো উন্নয়ন ঘটছে। মূলত আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে পড়াশোনা করে। তাই এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের খাতা কলম ইত্যাদি শিক্ষা সামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নেয় বিশালগড় প্রেস ক্লাব। এছাড়া এদিনের মিড ডে মিলে মাংস সংযোজন করেছে প্রেস ক্লাব। এতে ভীষণ খুশি কচিকাঁচা পড়ুয়ারা। অনুষ্ঠান শেষে ছেলেমেয়েরা খাওয়া দাওয়া করেছেন। এ ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকবে বলে অঙ্গীকার করেছে বিশালগড় প্রেস ক্লাব। সমবেত জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

১৯-২০ নভেম্বর ইলেকশন ডিউটি ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত সমস্ত টিএসআর, পুলিশ, হোমগার্ড কর্মী, ড্রাইভার/ক্লিনার ও অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে যারা আগরতলা পুর নিগমের ১-৩৪ নং ওয়ার্ডের ভোটার তাদের জন্য আগামী ১৯-২০ নভেম্বর, ২০২১ আগরতলা উমাকান্ত একাডেমিতে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ইলেকশন ডিউটি ভোট ব্যবস্থায় ভোট গ্রহণ করা হবে।

তাই নির্বাচনের কাজে যুক্ত কর্মীদের উক্ত তারিখ ও সময়ে পরিচয়পত্র ও নির্বাচনী কাজে নিযুক্তির প্রমাণপত্র নিয়ে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। তাছাড়া আগরতলা পুর নিগমের উল্লেখিত নির্বাচনী ক্ষেত্রের প্রার্থীদেরও পরিচয়পত্র ও দলীয় সীল সহকারে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রার্থীগণ তাদের প্রতিনিধিকেও পাঠাতে পারবেন নির্বাচন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করার জন্য। আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচনের ১ থেকে ১৭ নং ওয়ার্ডের রিটার্ণিং অফিসার তথা অতিরিক্ত মহকুমা শাসক এবং ১৮ থেকে ৩৪ নং ওয়ার্ডের রিটার্ণিং অফিসার তথা মহকুমা শাসক এক বিপ্তিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বিশালগড়েইউকো ব্যাঙ্কে প্রতারকের খপ্পরে মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। বিশালগড় ইউকো ব্যাংকে টাকা জমা দিতে গিয়ে প্রতারকের খপ্পরে পড়লেন এক অসহায় মহিলা। ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে দেওয়ার নাম করে মহিলার কাছ থেকে এক হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিয়েছে প্রতারক।ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যাংকে কষ্টার্জিত অর্থ সঞ্চিত রাখতে গিয়েও প্রতারকদের খপ্পরে পড়েছেন গরীব অসহায় মানুষজন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় মঙ্গলবার দুপুর ১২টা ৩০ নাগাদ বিশালগড় থানাধীন ১ নং চন্দনগর এলাকা থেকে নির্মলা দেবনাথ নামে এক মহিলা নিজের একাউন্টে টাকা জমা দেওয়ার জন্য ইউকো ব্যাঙ্কে যান। বিশালগড় বি ও সি সংলগ্ন ইউকো ব্যাংকে গেলে প্রতারক চক্রের খপ্পরে পড়ে যায় হতদরিদ্র মহিলা নির্মলা দেবনাথ। তিনি জানান তার অ্যাকাউন্টে ১০০০ টাকা জমা দেওয়ার জন্য ব্যাংকের ভিতরেই প্রতারকের খপ্পরে পড়ে যান তিনি।

পরবর্তী সময়ে ব্যাংকে কান্নায় ভেঙে পড়েন মহিলা।

বিশালগড় ইউকো ব্যাংকের সামনে ব্যাংক কর্তৃপক্ষদের সামনে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে রমরমা ব্যবসা। টাকা জমা দেওয়ার ও তোলার নাম করে বহু মানুষের কাছ থেকে ৩০ টাকা, কোন সময় ৫০ টাকা নিয়ে যায় তার ফাঁকে ফায়দা লুটতে ব্যস্ত থাকে কিছু উৎশৃংখল যুবক।

ব্যাংক প্রতিপক্ষের চোখে পড়লেও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। এর খেসারত দিতে হচ্ছে গরিব মানুষদের। প্রতারণা শিকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমাদের সাহায্য করুন আর্জি ভারতে প্রশিক্ষিত আফগান সেনা অফিসারদের

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : আফগানিস্তানে তালিবান শাসনে আফগান ন্যাশনাল আর্মি এখন অস্তিত্বহীন। শুধু তাই নয়, প্রাণ বাঁচাতে এখন তাঁদের আত্মগোপন করতে হয়েছে। এদের মধ্যে ভারতে আশ্রয় চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন অনেকেই। বিশেষ করে চেন্নাইয়ের 'অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি' (ওটিএ)-র 'পাসআউট' আফগান সেনার অফিসার। ওটিএ-র এক ভারতীয় ব্যাচমেটের কাছে সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন আফগান সেনার ওই অফিসার।

গত কয়েক মাসে এমন অনেক বার্তা এসেছে ভারতীয় স্থল, নৌ এবং বায়ুসেনার অফিসারদের কাছে। প্রেরক, প্রশিক্ষণ শিবিরের সতীর্থেরা। তাঁদের কেউ এখনও আফগানিস্তানের মাটিতেই আত্মগোপন করে রয়েছেন। কেউ প্রাণের দায়ে দেশ ছেড়েছেন। সকলেরই বার্তা একটাই কোনও ভাবে যদি ভারতের মাটিতে পুনর্বাসনের সুযোগ পাওয়া যায়। সেনা অ্যাকাডেমিগুলির প্রশিক্ষক এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরাও এমন আবেদন পেয়েছেন।

দেহরাদুনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি (আইএমএ)-তে প্রশিক্ষণ নেওয়া এক সেনা অফিসার জানিয়েছেন, তাঁর আফগান 'ব্যাচমেট' ভারতে আশ্রয় চেয়ে একাধিক বার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তিনি বলেন, "আসলে পুরো বিষয়টি খুব স্পর্শকাতর। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়টিও জড়িত। তাই চাইলেও ব্যক্তিগত ভাবে কিছু করা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। খুব খারাপ লাগছে ওঁর কথা ভেবে।"

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর তিন শাখার প্রশিক্ষণ শিবিরে দীর্ঘ দিন ধরেই বন্ধু রাষ্ট্রের সেনা অফিসারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। গত জুনেই আঠারো মাসের প্রশিক্ষণের শেষে আইএমএ থেকে ৮৪ জন বিদেশি ক্যাডেট পাস করেছিলেন। তার মধ্যে আফগানিস্তানেরই ছিলেন ৪৩ জন। সূত্রের খবর, গত দু'দশকে আফগান সেনার প্রায় ২,০০০ অফিসার ভারতের বিভিন্ন সেনা অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশই তালিবান জনানায় আত্মগোপন করেছেন। আগস্টে কাবুলের পতনের পরে হাতে গোনা কয়েক জন কয়েক জন ভারতেও আশ্রয় পেয়েছেন।

ন্যূনতম প্রতিরোধ ছাড়াই যে ভাবে কাবুল, হেরাট, গজনি, জালালাবাদের মতো এলাকা তালিবান দখল করছিল, তা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে আফগান সেনার ওই অফিসারদের। তাঁদের অভিযোগ, আশরফ গনি সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা এবং দুর্বলতার জন্যই এত সহজে আফগানিস্তান দখল করেছে তালিবান।

দ্রুত পরিষেবা শুরুর পথে দেশের সবচেয়ে সস্তা উড়ান সংস্থা 'আকাশা এয়ার'

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : পরিষেবা শুরুর দিকে আরও একধাপ এগিয়ে গেল দেশের সবচেয়ে সস্তা উড়ান সংস্থা 'আকাশা এয়ার'।'আকাশা এয়ার' নামে তাঁর উড়ান সংস্থার জন্য ৭২টি বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স জেটের বরাত দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মার্কিন সংস্থাটি তার হারানো জমি ফিরে পাবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সামনের বছর থেকেই পরিষেবা শুরু করতে চায় ঝুনঝুনওয়ালার সংস্থা। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন সংস্থার সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় রয়েছে তারা। এই পরিস্থিতিতে এবার মার্কিন সংস্থার কাছে বিমানের বরাত দিল 'আকাশা এয়ার'। যা নিঃসন্দেহে বাড়তি অক্সিজেন দিচ্ছে মার্কিন সংস্থাকে। আড়াই বছর আগে পাঁচ মাসের ব্যবধানে এই বিমানে দু'টি বড় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ৩৪৬ জন। তারপর থেকেই বড় বিপদে পড়ে বোয়িং।

এদিকে করোনা অতিমারীর আবহে বিমান চলাচল ক্ষেত্রকে যে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে আশা জাগাচ্ছে 'আকাশা এয়ার'। যদিও অনেকের মতে, এই পদক্ষেপ সাহসী। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপুল বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তবে রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালা আগেই জানিয়েছেন, তিনি আত্মবিশ্বাসী যে এই বিনিয়োগে সফল হবেন। তাঁর মতে, "কোনও সংস্থাকে সাফল্য পেতে হলে তাকে নতুন করে শুরু করতে হবে।"

প্রসঙ্গত, রাকেশ আত্মবিশ্বাস দেখালেও ভারতে বিমান চলাচল ক্ষেত্র বহুদিন ধরেই সমস্যায় পড়েছে। অতিমারী আসার বহু আগে ২০১২ সালে কিংফিশার এয়ারলাইন্স বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৯ সালে জেট এয়ারলাইন্স বন্ধ হয়। এই পরিস্থিতিতেও আশায় ভর করে নতুন সূচনা করতে চাইছেন রাকেশ। গত অক্টোবরেই বিমান মন্ত্রক তাঁদের উড়ান চালু করার অনুমতি দিয়েছে। আপাতত আগামী বছরেই পরিষেবার দিকে চোখ রেখে এগোতে চাইছে তাঁর সংস্থা।

সমবায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম, জানালেন সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। সমবায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। গ্রামীণ মানুষের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে সমবায়। ৬৮তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার হাফলংস্থিত চিন্তা লোহার সদনে এক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে একথা বলেন সমবায়মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, সমবায়ের সাথে যুক্ত হয়ে যারা গ্রামীণ এলাকায় কাজের সুযোগ তৈরি করছেন তাদের কাজের মূল্যায়ন করা, কাজ করতে গিয়ে তাদের কি ধরনের অসুবিধার সম্মখীন হচ্ছেন সে সম্পর্কে আলোকপাত করার লক্ষ্যেই এ ধরনের আলোচনাচক্র সারা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জেলাভিত্তিক এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে তিনি আরও বলেন, সমবায় রাজ্যের মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা নিতে পারে। রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম প'য়েতে সমবায় সমিতি নতুনভাবে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। সমবায়মন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের রুগ বা দুর্বল সমবায়গুলিকে কিভাবে লাভজনক করা যায় সেই দিকে নজর দিতে হবে সমবায় দপ্তরকে।

আলোচনাচক্রে প্রধান অতিথি বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন বলেন, কর্মসংস্থান তৈরি করার ক্ষেত্রে সমবায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। এজন্য সমবায় সমিতিগুলিকে তাদের কাজের মাধ্যমে আরও সামনের সারিতে এগিয়ে আসতে হবে। আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমবায় দপ্তরের বিশেষ সচিব সমবায় সমিতিগুলিকে নতুন নতুন সেক্টরে যুক্ত হয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন।

আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমবায় দপ্তরের উপনিয়ামক নিখিল র'ন চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বোর্ড অব ডিরেক্টর মলিনা দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ধনবাবু রিয়াং প্রমুখ। অনুষ্ঠানে হাফলং প্যাকসের উদ্যোগে দুটি জয়েন্ট লাইয়েবিলিটি গ্রপ (জে এল জি)কে ঋণ দেওয়া হয়। সমবায়মন্ত্রী জয়েন্ট লাইয়েবিলিটি গ্রপের সদস্যদের হাতে চেক তুলে দেন। তাছাড়াও সমবায় সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে শংসাপত্র ও ট্রফি তুলে দেন অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিগণ। সমবায় সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে এদিন সমবায়মন্ত্রী ধর্মনগর সাবজেলে কয়েদিদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করেন।

আগরতলা পুর নিগমে ভোট প্রচারে বিজেপি প্রার্থীর সাথে সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।